বংশ-পরিচয়

(ষোড়শ খণ্ড)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

ফাল্গুন—১৩৪২

মূল্য ২৲ টাকা।

প্রকাশক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উমাশঙ্কর প্রেস

প্রিণ্টার—

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কোঙার

১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

সূচীপত্র

মাননীয় জাষ্টিস্ স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

এম-এ, বি-এল, কে-টি

বংশ পরিচয়

স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালা প্রদেশের মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভরদ্বাজ-গোত্র, খড়দহ মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। বহুকাল পূর্ব্বে ভরদ্বাজ-গোত্রের তিন ভ্রাতা কনৌজ (কান্যকুব্জ) অঞ্চল হইতে আসিয়া জেলা ২৪ পরগণায় খড়দহ গ্রামে বসবাস করেন,—ইঁহাদের নাম যোগেশ্বর, কামদেব ও দিগম্বর। ইঁহারা নৈকষ্য কুলীন। কামদেবের ১১টী পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম ও প্রথম কয়েক পুরুষের বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—
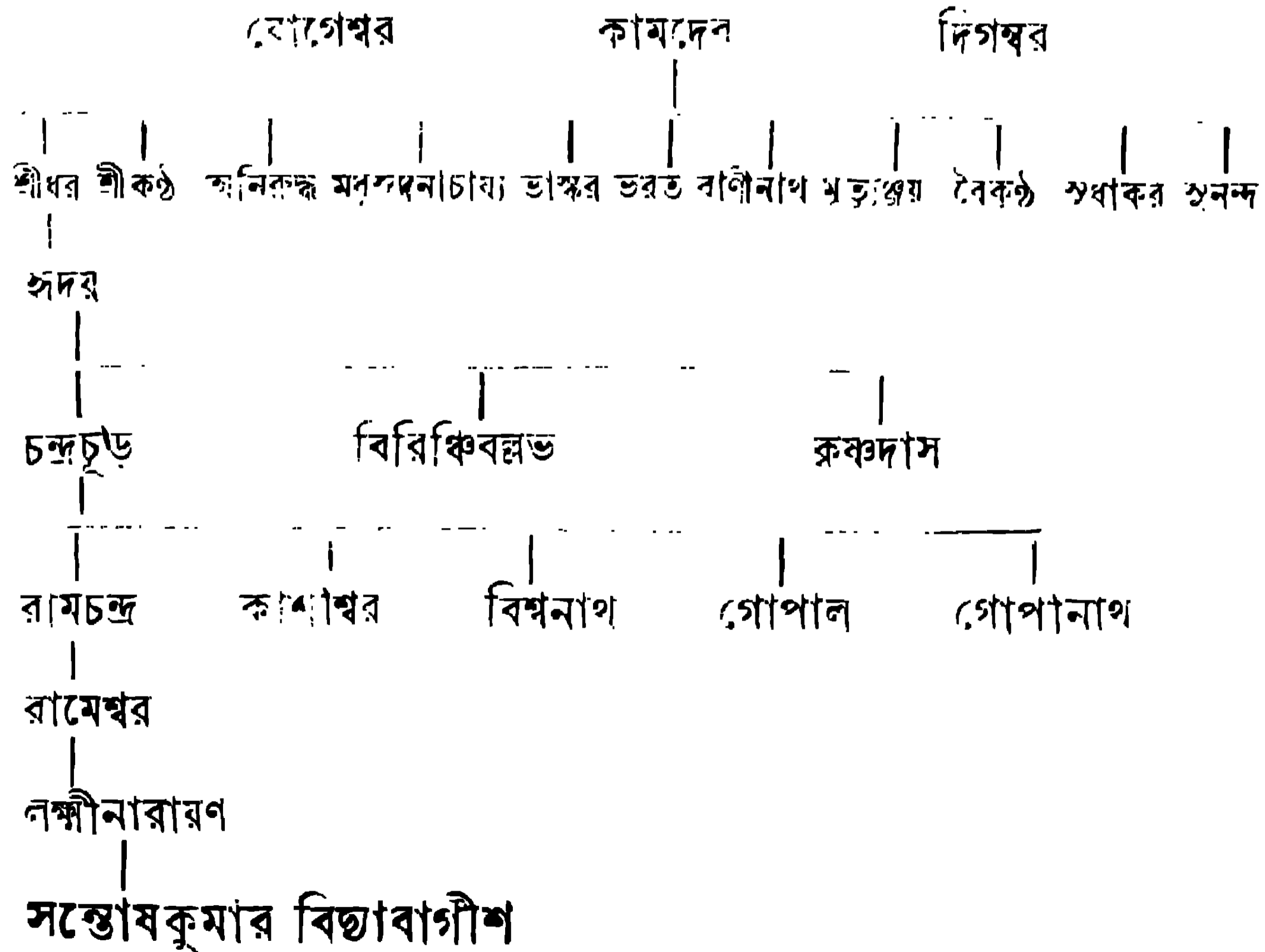
এই সন্তোষকুমার বিদ্যাবাগীশ, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। সন্তোষকুমার সুপ্রসিদ্ধ এবং নানাশাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তদানীন্তন বৰ্দ্ধমান রাজসরকারে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং কয়েক বৎসর কাল তিনি ঐ রাজসভার অন্যতম সভাপণ্ডিতরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সন ১১৭৯ সালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বৰ্দ্ধমানের তৎকালীন মহারাজা আফ্‌তাপ চাঁদ বাহাদুরের নিকট হইতে হুগলি জেলায় (অধুনা চণ্ডীতলা থানার অধীন) গরলগাছা গ্রামে ১০ বিঘা জমির নিষ্কর দেবত্তর সনন্দ প্রাপ্ত হন। ঐ জমি এখনও বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বংশধর মুখোপাধ্যায়দিগের পশ্চিম মহাল নামে অভিহিত হয়। ঐ জমির উপর শতাধিক বৎসরের প্রাচীন একটি মন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে। মন্দির ও লিঙ্গ কালস্রোতে জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় সম্প্রতি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এক পৌত্রের কন্যাজাত বংশধরগণ উহাদের শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কার করিয়া লইয়াছেন। নিম্নে যে বংশলতা দেওয়া হইল তাহা হইতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিরূপভাবে সম্পর্কিত তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বংশ-লতা

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ (অধ্যাপক)
শিবচরণ
রামহরি
নবকিশোর
কৃষ্ণকান্ত
মদনমোহন
বৃন্দাবন
রামচাঁদ
কাশীনাথ
হরিহর
জয়নারায়ণ
কন্যাজাত বংশধর
৺কেদারনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীনাথ
চন্দ্রনাথ
গোবিন্দ
পান্নালাল
শ্যামচাদ
কালীপদ
সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার
ভ্রাতাগণ
অতুল
কামাখ্যা
মহেন্দ্রনাথ
গোলোকচন্দ্র
দর্পনারায়ণ
রাধানাথ
রমানাথ
মহেন্দ্রনাথ
ত্রৈলোকানাথ
দ্বারিকানাথ
খগেন্দ্র
শ্যামাচরণ
তারিণীচরণ
তারাচরণ
নিঃসন্তান
রামদয়াল
দেবেন্দ্রনাথ
সাতকড়ি
দিননাথ (নাটু)
নিঃসন্তান
হরেন্দ্রনাথ
হরিহর
অমরেন্দ্র
ললিতমোহন
সতু
পাঁচকড়ি
দুর্গাচরণ (ছকু)
তিনকড়ি
দুলাল
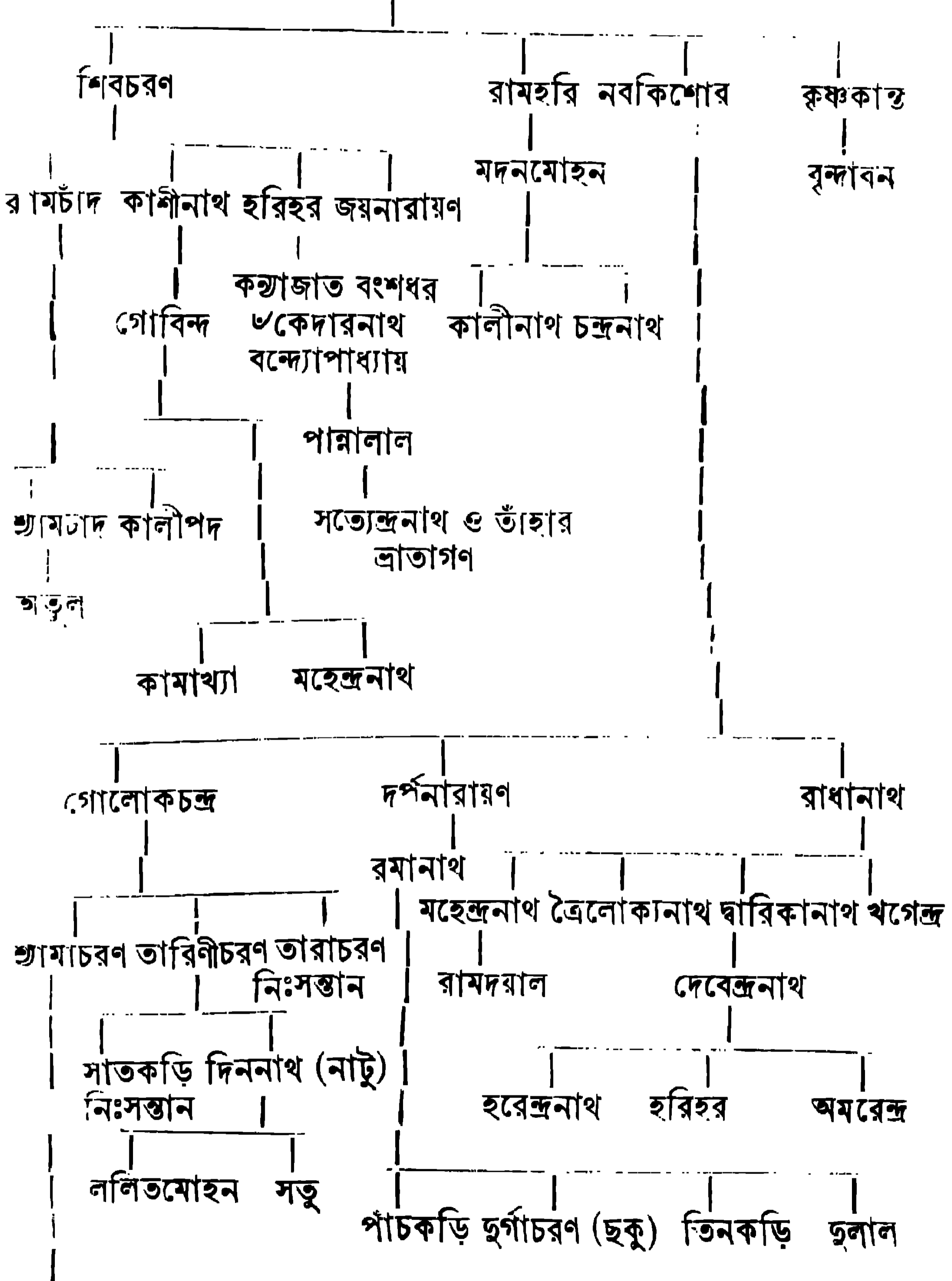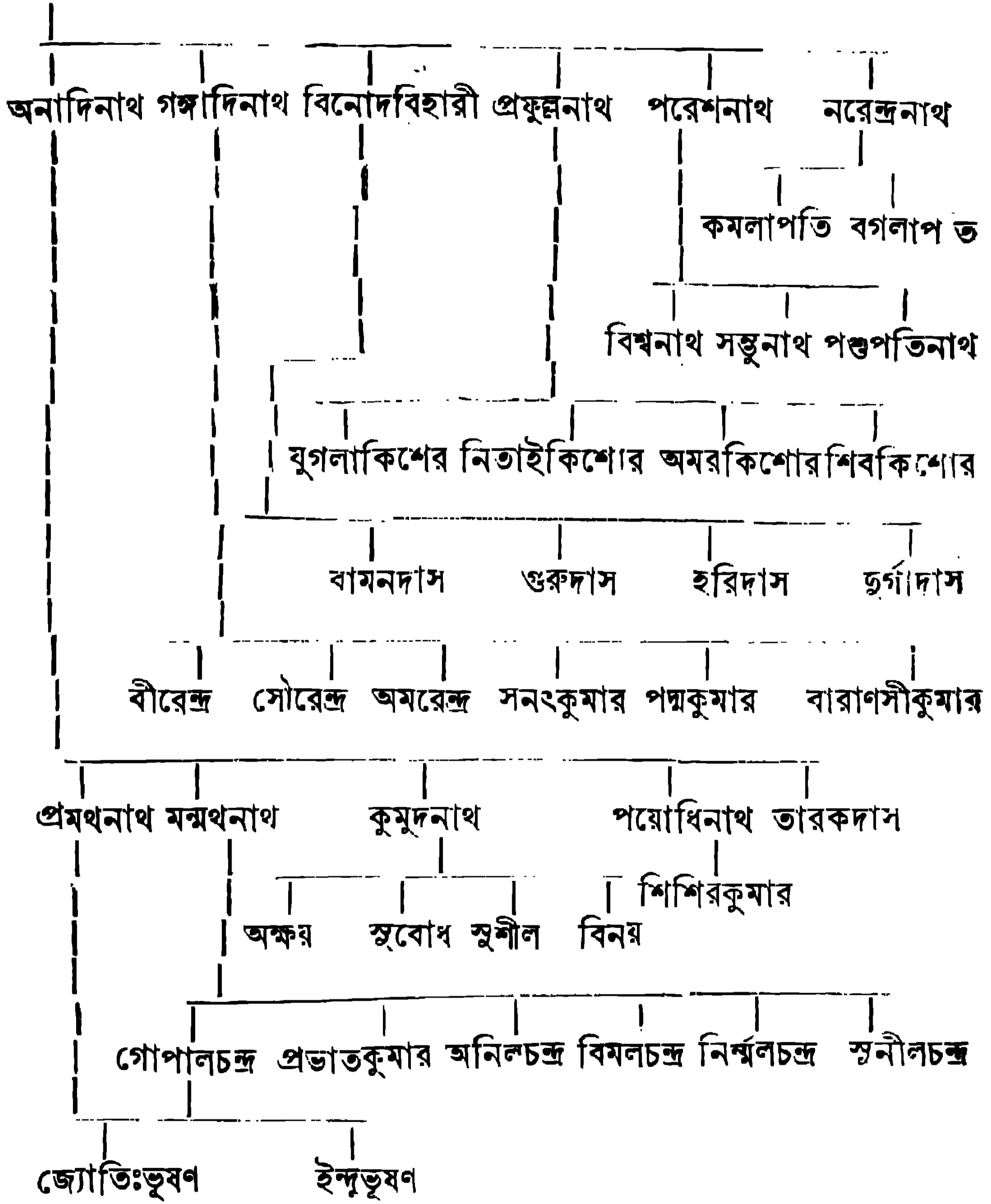
এই সুপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায়-বংশের সকল বংশধরগণের বিবরণ বা ইতিবৃত্ত এইস্থানে দিবার সুবিধা হইবে না। মাত্র কয়েকজনের নাম উপরোক্ত বংশ লতায় দেওয়া হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা,

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এই স্থানে উল্লেখ করা হইবে।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র নবকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। নবকিশোর পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অধ্যাপনা ও যাজন-বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং তৎকালীন পণ্ডিতসমাজে তাঁহার প্রভূত সম্মান ছিল। নবকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলোকচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্ভিন্ন উর্দ্দু পারশি ও ইংরাজীও জানিতেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও গরলগাছা গ্রামে এবং অপরাপর স্থানে কিছু কিছু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সন ১২০১ সালে গোলোকচন্দ্র উৎকল (Orissa) প্রদেশে কটক জিলার নিমক মহালের দারোগা (Salt Inspector) নিয়োজিত হন। তিনি কিছু কিছু মহাজনীও করিতেন এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি তাঁহার খাতকগণকে ডাকিয়া যে যাহা দিতে পারগ হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ঋণ হইতে সকলকে অব্যাহতি দিয়া তমসুক ইত্যাদি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

গোলোকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ, জমিজমার উপস্বত্ব ভোগ করিতেন ও গভর্ণমেণ্টের অধীনে কিছু কিছু কনট্রাক্টের কাজ করিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় জপ তপ ও পূজাদিতে অতিবাহিত করিতেন এবং অতিশয় ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ও পরহিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি ইং ১৯১১ সালে ৮৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি ৩।৪ মাইল অনায়াসে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। প্রায় এইরূপ বলিষ্ঠ অবস্থাতেই তাঁহার সামান্য একটু জ্বর হয় এবং কয়েকদিন জ্বরে কাতর থাকিয়া একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলকে আহারাদি করিয়া লইয়া তাঁহাকে তীরস্থ করিবার

আদেশ প্রদান করেন। ঐ আদেশ পালন করিয়া হুগলী জিলার উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটে তাঁহাকে আনয়ন করা হয়। গঙ্গাতীরে কয়েক দিন শায়িত থাকিয়া তিনি ৺গঙ্গা লাভ করেন। শ্যামাচরণের ছয় পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। কন্যাগণের মধ্যে একটী অল্প বয়সেই বিবাহের পরই মারা যান। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল হুগলী-নিবাসী ৺অধরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহামান্য হাইকোর্টের একজন সুপরিচিত এডভোকেট। মধ্যমা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল ঝাঁন্সির খ্যাতনামা শিক্ষক রায় সাহেব বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত। ইঁহাদের পুত্রগণ সকলেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত :—সতীশচন্দ্র ঝাঁন্সির সরকারি উকীল; জ্যোতিশচন্দ্র, ভবেশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র অধ্যাপক এবং রথীশচন্দ্র Captain (War I. M. S.) ডাক্তার।

শ্যামাচরণের ছয় পুত্রের নাম বংশলতায় দেওয়া হইয়াছে—অনাদিনাথ, গঙ্গাদিনাথ, বিনোদবিহারী, প্রফুল্লনাথ, পরেশনাথ ও নরেন্দ্রনাথ। এই ছয় ভ্রাতার মধ্যে এখন কেবল নরেন্দ্রনাথই জীবিত আছেন। তিনি সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসে বহুকাল সুখ্যাতির সহিত চাকুরী করিয়া পেন্‌সন প্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। পরেশনাথ ও প্রফুল্লনাথ পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে জেলাবোর্ড প্রভৃতির অধীনে কার্য্য করিতেন। বিনোদবিহারী একটী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা স্থাপন করিয়া জর্ম্মনী, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের সহিত ঔষধপত্র আনিবার ব্যবসা চালাইতেন এবং হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে চিকিৎসাও করিতেন। গঙ্গাদিনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চাকুরী করিতেন এবং শেষ কয়েক বৎসর গয়ার জেলাবোর্ডের Secretary স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বেশ সম্মান ছিল। তিনি চাকুরি অবসর গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে

স্বর্গীয় অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

বসবাস করেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক, সাধুচরিত্র, নিষ্ঠাবান ও পরদুঃখকাতর ব্রাহ্মণ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কোনও রূপ ব্যায়রাম হয় নাই, হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ৺কাশীধামে দেবদেবীসকল দর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কারণ কিছুই বলেন নাই। সস্ত্রীক গঙ্গাস্নান করিয়া তাহার পর পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া অনেক দেবদেবী দর্শন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াই প্রাণত্যাগ করেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে যারপরনাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁহার পূর্ব্ব ইচ্ছানুযায়ী অগ্নিসাৎ করা হয়।

শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র অনাদিনাথ জিলা হুগলীর বালি নামক গ্রামে Rivers Thompson School-এ এবং পরে ঐ জেলার উত্তরপাড়ায় Utterpara College-এ এবং অবশেষে Shibpur Engineering Collegeএ অধ্যয়ন করেন। বালি ও উত্তরপাড়ায় অধ্যয়নকালে পর-লোকগত বিখ্যাত অধ্যাপক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা-লাভের সুযোগ হইয়াছিল। Shibpur হইতে Engineering পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা ও পশ্চিমাঞ্চলে কয়েক স্থানে কার্য্য করিয়া তিনি অবশেষে Eastern Bengal Railwayএর অধীনে Assistant Engineerএর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই চাকরি বহুবর্ষকাল অতিশয় সততা, সম্মান ও সুখ্যাতির সহিত করিয়া অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের শেষ ভাগে তিনি কয়েকবার Executive Engineer এর পদেও উন্নীত হন। অবসর-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং প্রায় তিন বৎসরকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া ইং ১৯০৯ সালে পরলোক গমন করেন।

মাননীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনাদিনাথের

দ্বিতীয় পুত্র। প্রথম পুত্র প্রমথনাথ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন; তাঁহার স্বরচিত অনেকগুলি সুন্দর ও সুপাঠ্য কবিতা, উপন্যাস ও বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধাদি আছে। তৃতীয় পুত্র কুমুদনাথ ডাক্তারি করিতেন; তিনি অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। চতুর্থ পুত্র পয়োধিনাথ একজন প্রথিতযশা সত্যনিষ্ঠ Solicitor ছিলেন, কলিকাতার সুবিখ্যাত Orr Dignam & Co. নামীয় Solicitorএর Firm-এ চাকুরি করিতেন। ইঁহারা সকলেই পরলোক গমন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র তারকনাথও পাঠ্যাবস্থাতেই জীবনত্যাগ করেন; অনাদিনাথের চারিটী কন্যা; জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে হুগলী জেলার মাহেশ গ্রামে তেলেনীপাড়া Jute Mills এর বড়বাবু নীলমণি গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত। মধ্যমা কন্যার কলিকাতার বড়বাজারের গাঙ্গুলী গোষ্ঠীর অনুপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয় ও অনেকগুলি সন্তানসন্ততি রাখিয়া সে কন্যাটী পরলোক গমন করিয়াছেন। তৃতীয়া কন্যা কালীঘাটের ৺হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী। কনিষ্ঠা কন্যাটী কয়েক বৎসর হইল স্বীয় স্বামীকে ও কয়েকটী শিশুসন্তানকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী জেলা ২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা-নিবাসী ৺যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে মৃত হইয়াছেন। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা শিবদাসী দেবী এখনও জীবিত আছেন।

জেলা নদীয়ার জগতী নামক গ্রামে সন ১২৮১ সালের ১২ই কার্ত্তিক (১৮৭৪ সালের ২৮শে অক্টোবর) তারিখে বিচারপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতৃদেব ঐ অঞ্চলে Eastern Bengal Railwayর Engineer ছিলেন; শৈশবে তিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দ নামক স্থানে যে High School ছিল সেই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। প্রবীণ সাহিত্যরথী জলধর

সেন মহাশয় (পরে Rai Bahadur হইয়াছেন) তখন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৮২ সালে কলিকাতায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত Albert Collegiate School-এ ভর্ত্তি হইয়া ঐ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা (তৎকালীন Entrance) ও তৎকালীন First Arts পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে Presidency Collegeএ B. A. (B. Course) পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন। Presidency College হইতে B. A. ও M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অবশেষে Ripon Collegeএর Law Department-এ আইন অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯৭ সালে B. L. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইন-অধ্যয়ন-কালে বিলাতের সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ Sir Fredarick Pollock-প্রদত্ত Tagore Law Lectures শ্রবণ করিয়া ঐ Lectures সম্বন্ধে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে উপস্থিত হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পরই ১৮৮৯ সালে পুণ্যশ্লোক বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবীর সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হয়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল; দ্বিতীয় প্রভাতকুমার হাইকোর্টের সলিসিটর; তৃতীয় অনিলচন্দ্র ডাক্তার; চতুর্থ বিমলচন্দ্র ও পঞ্চম নির্ম্মলচন্দ্র এখনও পঠদ্দশায় আছেন; এবং ষষ্ঠ পুত্র সুশীলচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল; দ্বিতীয় জামাতা অনন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সবজজ ও এসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজ; তৃতীয় জামাতা পুলিনকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা পুলিশে চাকরি করেন এবং কনিষ্ঠ জামাতা কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল। তৃতীয় কন্যাটী জীবিত নাই।

১৮৯৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে মুখোপাধ্যায় মহাশয়

কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ওকালতি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে হাইকোর্টের নিয়মানুসারে তাঁহাকে দুই বৎসরকাল শিক্ষানবিশি করিতে হইয়াছিল। তিনি হাইকোর্টের তদানীন্তন Junior Government Pleader রামচরণ মিত্র মহাশয়ের নিকট শিক্ষানবিশি করিয়াছিলেন। ওকালতি আরম্ভ করার পর প্রথম দুই বৎসর কাল তাঁহার বিশেষ কোনও অর্থোপার্জ্জন করার সুযোগ ঘটে নাই, তবে তিনি অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না, অপর উকীলেরা যিনি যখন কোনও কার্য্য তাঁহাকে দিতেন তিনি অতি যত্ন-সহকারে তাহাই করিয়া দিতেন। এই দুই বৎসর কাল এইভাবে যাওয়ায় তিনি অনেকটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ওকালতী কার্য্যের জন্য তিনি যোগ্য নহেন ও তাহাতে তাঁহার কখনও কোনও প্রতিপত্তি হইবে না। তিনি স্বীয় পিতৃদেবকে অনেকবার বলেন যে, ওকালতি করিতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই কিন্তু তাঁহার পিতৃদেব ইহাতে সম্মতি দিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার পিতৃদেব Eastern Bengal Railwayর Agent সাহেবকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একটী চাকুরি দিবার জন্য বলেন। Agent সাহেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একটী ১৫০৲ টাকা মাহিনায় চাকুরি দিতে সম্মত হন। সে চাকুরিতে শেষ পর্য্যন্ত ৫০০৲।৬০০৲ টাকা বেতন হইবার সম্ভাবনা ছিল। চাকরিতে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে Agent সাহেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ঐ কার্য্য তাঁহার পছন্দ হইবে কি না দেখিবার জন্য কয়েকদিন আফিসে যাইয়া কার্য্য করিবার সুযোগ দেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক সপ্তাহ কাল ঐ কাজ করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে বুদ্ধিবিদ্যার বিশেষ কোনও পরিচালনা হয় না, উহাতে কেবলমাত্র মালপত্রের দূরত্ব অনুসারে কত ভাড়া হইবে—না হইবে, ইহাই নির্ণয় করিতে হয়। তিনি সপ্তাহান্তে ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন

না। অপর যে সকল কার্য্যের জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সময়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুইটী উল্লেখযোগ্য। একটী Calcutta Municipal Magistrate Courtএর Municipal Pleaderএর কাজ। এই পদ গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে আর কোনও উন্নতির আশা না থাকায় তৎকালীন Municipalityর Vice-Chairman নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তৎকালীন Municipal Magistrate রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃবন্ধু ছিলেন—উভয়েই তাঁহাকে উহা দিতে সম্মত হন নাই। অপর চাকুরী মুন্সেফি। এই চাকুরি তাঁহার পাইবার সুযোগ খুব বেশী ছিল, কিন্তু বিচারক Mr. Justice Ameer Ali সাহেব তাঁহাকে আরও দেড় বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে বলেন; কারণ, তখনও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুন্সেফি পাইবার বয়স অতিক্রম করিবার দেড় বৎসর বাকি ছিল। Mr. Justice Ameer Ali সাহেব আরও বলেন যে, তিনি সময়ে সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ওকালতি কার্য্য দেখিয়াছেন ও তাঁহার ধারণা এই যে, তিনি ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ওকালতি ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি লাভ করিবেন। দেড় বৎসর পূর্ণ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে Mr. Justice Ameer Ali সাহেব যখন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তখনও মুন্সেফি চাকুরির প্রার্থী কি না, তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত চাকুরি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই।

১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ওকালতি করেন। প্রথম প্রথম তিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারী উভয়প্রকার কার্য্যই করিতেন, পরে শেষ ১০।১২ বৎসর তাঁহার ফৌজদারী কাজ হাইকোর্টে ও মফস্বলে এত বেশী হইয়াছিল যে তিনি সময়াভাবে দেওয়ানি কাজ আর গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশদ্বয়ের বাহিরেও অনেক

স্থানে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ওকালতি করিতে যাইতে হইয়াছে—যথা রাজমাহেন্দ্রী, একোলা, রেঙ্গুন ইত্যাদি। ওকালতির সময়ে তাঁহার আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, স্বাভাবিক প্রতিভা ও বক্তৃতা-শক্তির প্রশংসা বিচারকমাত্রেই করিতেন। নির্ভীক অথচ সম্মানসূচকভাবে নিজের বক্তব্য বিচারককে পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যাইত। Chief Justice Sir Lawrence Jenkins একসময় তাঁহাকে বিচারাসনে বসাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলতঃ ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই—কারণ তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তত প্রবীণ হন নাই। Chief Justice Sir Lancelot Sanderson মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নানাগুণে মুগ্ধ হইয়া ১৯২৩ সালের শেষ ভাগে Sir Ashutosh Mookherjee মহোদয় বিচারকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন ওকালতিতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ১৯২৪ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে তিনি High Courtএর বিচারাসনে উপবিষ্ট হন।

সুদীর্ঘ দশবৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত বিচারকের কার্য্য করিবার পর ১৯৩৪ সালে একমাস আঠার দিনের জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় অস্থায়ী ভাবে Chief Justiceএর কার্য্যে নিয়োজিত হন। তাঁহার ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ায় জনসাধারণ সকলেই আনন্দ ও শুভেচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ সময় অন্তে তিনি পুনরায় Puisne Judgeএর কার্য্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচারকের আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও এবং বিচারকের কার্য্যের গুরুভার বহন করিয়াও কেবল কলিকাতায় নহে, বঙ্গদেশের এবং বাঙ্গালার বাহিরেরও দেশের ও দশের মঙ্গলকর অসংখ্য সদনুষ্ঠান ও সৎপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি

Calcutta Universityর Fellow এবং Dacca Universityর Faculty of Lawএর Member, Bengal Sanskrit Association এর President, বারাণসী হিন্দুধর্ম্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে ধর্ম্মালঙ্কার, নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননী সভা তাঁহাকে ন্যায়রঞ্জন এবং কলিকাতার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় তাঁহাকে ন্যায়াধীশ উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তিনি Knighthood উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ

অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট এণ্ড সেসন্‌স্ জজ (বরিশাল)

বাংলার কায়স্থদের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না; প্রাচীন লিপি, ঘটক সন্ন্যামতদের কুলজী ও অন্য সম্প্রদায়ের লিখিত পুস্তক হইতে ইহাদের বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ হইতেছে। ঐ সকল বিবরণ হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়ে (বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগ) আদিশূর নামে একজন প্রতাপশালী কায়স্থ রাজা ছিলেন। গৌড়ের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকায় তিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠানের জন্য এক বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাত্বিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কথিত আছে যে ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত মকরন্দ ঘোষ দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র, বিরাট গুহ, ও পুরুষোত্তম দত্ত এই পাঁচজন কায়স্থ আসেন। (ইঁহারা যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে) বাচস্পতি মিশ্রের কারিকায় পাওয়া যায় যে আদিশূরের সময়ে নাগ, নাথ, দাস, ধর প্রভৃতি আরও ২২জন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। বাংলার অধিকাংশ কায়স্থই তাঁহাদের বংশধর এবং ইহাদের অনেকেই নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু ঐ দাবী লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে এবং মাননীয় কলিকাতা হাইকোর্ট ইহাদের দাবীর বিরুদ্ধে বিচার করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুৎ ভাণ্ডার কার ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের মত যে কায়স্থরা ব্রাহ্মণ।

বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থরা এখনও ক্ষত্রিয় বলিয়া মান্য এবং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে কয়েকজন কায়স্থ

কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও ক্ষত্রিয় ছিলেন। কোন কোন কুলজীগ্রন্থে এইরূপ যোজনা করিয়া দিয়াছে যে, মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি আদিশূরের সভায় নিজেদের শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন (বয়মপি পঞ্চশূদ্রা নৃপতি কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।; জানি না এই শ্লোকের উপরেই কায়স্থদের উপাধির পশ্চাতে দাস শব্দ যুক্ত হইয়াছিল কি না। অন্য কুলজী গ্রন্থে ইঁহাদের যে বর্ণনা আছে তাহাতে ইহারা শূদ্র বলিয়া নিজ দিগকে যে পরিচয় দিয়াছিলেন ইহা ধারণা করা যায় না। এক গ্রন্থে লেখা আছে "গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ। গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ।" গ্রন্থান্তরে—"গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংহিতাঃ। গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ।" ইঁহারা যদি শূদ্র ও কিঙ্করই হইত তবে হস্তী, ঘোড়া, পাল্কীবাহনে ইঁহাদের আসা সম্ভবপর হইত না এবং শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়ার উক্তি গ্রহণীয় নহে। ব্রাহ্মণদের দস্যু-তস্কর হইতে রক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করার জন্য আসিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত।

বাংলার কায়স্থরা যে কোন কোন ক্ষত্রিয়াচার-ভ্রষ্ট তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; কতদিন তাহারা ঐরূপ আচার-ভ্রষ্ট তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। শূরবংশের পর পাল ও সেন বংশ গৌড়ে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে পালবংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং শূর বংশ ও সেন বংশ বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আদিশূর-আনীত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের বংশধর মধ্যে নবগুণসমন্বিত ("আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥") উনিশজন ব্রাহ্মণ বৈদিকধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বল্লালসেনকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং কুলীন বলিয়া বল্লাল কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। কায়স্থদের মধ্যেও ঐরূপ লক্ষণযুক্ত চতুর্ভুজ ঘোষ, লক্ষ্মণ ও পুষণ বসু, দশরথ গুহ ও তারাপতি মিত্র কুলীন বলিয়া সম্মানিত হন। শূর ও সেন

রাজারা কায়স্থ ছিলেন বলিয়া আইন-ই-আকবরিতে বিবৃতি আছে। সেন-বংশের আধিপত্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ছিল এবং ঐসময় পর্য্যন্ত কায়স্থগণ যে বিশেষ আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আচারভ্রষ্টতার জন্যই মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) ঐ মত সমর্থন করেন নাই এবং পাটনা ও এলাহাবাদ হাইকোর্ট ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু পাটনা হাইকোর্ট একজন প্রবাসী বাঙ্গালী কায়স্থের মোকর্দ্দমায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাংলার কায়স্থ দ্বিজাতি এবং কোন কোন দ্বিজাচার পালন না করিলেও তাহাদের জাতিগত ধর্ম্ম বা অধিকার নষ্ট হইতে পারে না। (R. P Bose V. G. P. Bose 9 Patna Law Times 123)

অনেক কায়স্থ ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ) ও তথা হইতে অনেকে লক্ষ্মণসেনের সহিত বিক্রমপুর যান। সেনবংশের পর পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান আধিপত্য আরম্ভ হয়। ঐ সময় মনুজমর্দ্দন দেব নামে একজন কায়স্থ রাজা চন্দ্রদ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করেন এবং তখন অনেক কুলীন কায়স্থ চন্দ্রদ্বীপ যান। দেববংশের পর বসুবংশীয় পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত আধিপত্য করেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, মকরন্দ ঘোষ— কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আসেন এবং কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, তাহার অধস্তন পঞ্চমপুরুষ শুভানন্দ ঘোষ বল্লাল্ সেনের প্রথম সমীকরণে উপস্থিত থাকিয়া কুলীন বলিয়া সম্মানিত হন। শুভানন্দের পর ঘোষবংশীয় কেহ কেহ লক্ষ্মণসেনের সময় বিক্রমপুর যান এবং তথা হইতে কেহ কেহ মনুজমর্দ্দন দেবের সময় চন্দ্রদ্বীপে যান। চন্দ্রদ্বীপে প্রথমে তাহারা বাকলার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করেন।

বাকলা বর্ত্তমান বাউফল থানার অন্তর্গত ও চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল। (বেভারিজ সাহেবের বাখরগঞ্জের ইতিহাস) বাকলা হইতে ইঁহাদের অনেকেই গাভা, নরোত্তমপুর, জগদ্দল প্রভৃতি স্থানে যান।

ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ জগদ্দলে যান; কে গিয়াছিলেন তাহা জানা নাই। তবে-লস্কর উপাধিধারী গোপালকৃষ্ণ জদ্দগলে বাস করিতেন এবং মনে হয়, তিনি চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারের সমরবিভাগে একজন ঊৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন। জগদ্দল সায়েস্তাবাদ গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বে ছিল, এখন উহা নদীগর্ভে। ইঁহাদের ঊৰ্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ শ্যামরাম ঘোষ জগদ্দল হইতে কুশঙ্গল আসেন। কুশঙ্গল বরিশাল হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ এবং নলচিটি ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ। ইঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান এখনও সেখানে আছে এবং শ্যামরাম ঘোষ নামীয় একটী হাওলা এখনও ইঁহাদের পরিবারের সম্পত্তি। বরিশাল সহরে বগুড়া রোডে বর্ত্তমানে কুঞ্জবাবু বাড়ী করিয়াছেন।

নিম্নবংশাবলী হইতে দেখা যাইবে যে, শ্রীকণ্ঠ মকরন্দ ঘোষ হইতে অধস্তন দশমপুরুষ। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকায় শ্রীকণ্ঠকে কুলজী বলিয়া লেখা হইয়াছে। "কান্হঘোষে কুলং নাস্তি ছকড়ি ঘোষকং বিনা। দিগাম্বরশ্চ শ্রীকণ্ঠঃ প্রধানঃ কুলজঃ স্মৃতঃ।" কিন্তু সমীকরণের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ছকড়ি ও শ্রীকণ্ঠ উভয়েই ১৯শ সমীকরণে উপস্থিত থাকিয়া সমীকৃত কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন (ঘোষশ্চ পদ্মনাভশ্চ শ্রীকণ্ঠঘোষকস্তথা।·········ছকড়ি ঘোষকাশ্চৈব নবৈতে সমতাং গতাঃ।") সুতরাং শ্রীকণ্ঠের কুল ছিল না বলিয়া মিশ্রমহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য ও গ্রহণীয় নহে। কিংবদন্তী আছে যে, পরমানন্দ রায় খুব অহঙ্কারী ছিলেন এবং হুকুম দিয়াছিলেন যে, রাজসভায় সমস্ত কায়স্থ কুলীন তাঁহার মস্তকে ছত্র ধরিবেন, এজন্য কুলীন কায়স্থগণ রাজসভায় যাওয়া বন্ধ করেন। কান্হ-বংশীয় ঘোষগণই এই গোলমালের মূলকারণ

ভাবিয়া তাঁহাদের কুলচ্যুতির হুকুম দেন। পরে আবার ইঁহাদের একজন অনুগ্রহভাজন হইয়া রাজা কর্তৃক কুলীন বলিয়া আপ্যায়িত হন। সম্ভবতঃ ইহাই মিশ্রকারিকার উপরোক্ত উক্তির ভিত্তি। কুলীনকে কুলচ্যুত করিতে পরমানন্দের কোন অধিকার ছিল না এবং শ্রীকণ্ঠের বংশধরগণের কুলচ্যুতি হইবার অন্য কারণ পাওয়া যায় না।

বংশলতা

বিভানন্দ (ভবানন্দ) (১৩)
গোপীনাথ (১৪)
নারায়ণ (১৫)
গোপালকৃষ্ণ ঘোষ লস্কর (১৬)
রামচরণ (১৭)
জানকীরাম (১৮)
শ্যামরাম (১৯)
চন্দ্রশেখর (২০)
রামানন্দ (২১)
কীর্ত্তিনারায়ণ (২২)
নীলমাধব (২৩)
কালীমোহন (২৪) প্যারীমোহন কামিনীমোহন রামচরণ
কমলা
দ্বারকানাথ জানকীনাথ বিশ্বনাথ বসন্ত দেবেন্দ্র দিগেন্দ্র
আশুতোষ সুধীর শঙ্কর
হরিদাস শান্তিরঞ্জন অমূল্য
গঙ্গাচরণ ২৫ উমাচরণ কুঞ্জবিহারী বিনোদবিহারী বিপিনবিহারী রাসবিহারী যোগেন্দ্র মণীন্দ্র
(অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট এণ্ড সেসন্ জজ)
রেণু নির্ম্মল চিনু কানু চিনু রাণু খোকা
অমরেন্দ্র অবিনাশ
নারায়ণ সুবোধ অতুল সন্তোষ খোকা

উমাচরণ কুঞ্জবিহারী বিনোদবিহারী
অজিত অনিল রাখাল ছোটখোকা
শান্তিময়ী হরিদাস সত্যপ্রিয় জ্যোৎস্নাময়ী চিত্তপ্রিয় সর্ব্বপ্রিয় তৃপ্তিময়ী দীপ্তিময়ী
(বি-এ এ ম-এ বি-এল)এম-এ (বি-এস্ সি)
দিলীপকুমার বসু বাসন্তী বসু
হেমপ্রভা হীরালাল হরলাল প্রফুল্ল লাবণ্য উষারঞ্জন স্নেহলতা বকুলরাণী

শ্রীযুক্ত ধীরেশচাঁদ ঘোষ

বালি-সমাজ ঘোষ-বংশীয়

শ্রীযুক্ত ধীরেশচাঁদ ঘোষ

বালি-সমাজ ঘোষ-বংশের বংশ-লতা

মুখ্যকুলের বংশাবলী

হাল সাকিম জয় মিত্রের ষ্ট্রীট্, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

আদিনিবাস কৃষ্ণনগর, জেলা হুগলী

অধুনা—মোহনলাল ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ-কারিকায় বালিসমাজ ঘোষবংশের পরিচয় আছে—

পর্য্যা—

১ মকরন্দ ঘোষ

|

২ পুরুষোত্তম

|

৩ ভবনাথ

|

৪ মহাদেব

|

৫ গাব ঘোষ

| |

৬ প্রঃ মুঃ প্রভাকর ঘোষ (আকনাসমাজ) নিশাপতি (বালিসমাজ) প্রঃ মুঃ

|

৭ উমাপত্তি

|

৮ প্রজাপতি

প্রজাপতি
৯ বিভাকর
মুণ্ডীর
ভানু
হংস
তপন
মধু
কেতু
বীর
১০ হাড় ঘোষ
কামেশ্বর
বিনয়
ধনপতি ১১
শূলপাণি
গৌড়েশ্বর
বাণেশ্বর
রঙ্গপতি ১২
পরমেশ্বর ১৩
গণপতি ১৪
লক্ষ্মীনাথ (২য় পুত্র) ১৫
বলভদ্র ১৬
লোচন ১৭
প্রদ্যুম্ন ১৮
রামেশ্বর ১৯
হরিচরণ ২০
দামোদ
বিলাস
কামদেব ২১
২২ গোপীকান্ত
২৩ নবকিশোর
২৪ কাশীপ্রসাদ
রামলোচন
কমললোচন

কাশীপ্রসাদ
রামলোচন
কমললোচন
২৫ ভোলানাথ
লোকনাথ
শম্ভু
যদু
২৫ সীতানাথ
উদয়চাঁদ
রামচাঁদ ২৫
২৬ অন্নদাপ্রসাদ
হৃদয়চাঁদ
২৬ রমাপ্রসাদ
বিমলাচরণ
২৬ গোবনচাঁদ
গগনচাঁদ
সুরেনচাঁদ
শরৎচাঁদ
সতীশচাঁদ
ধীরেশচাঁদ
২৭ বিভূতচাঁদ
২৭ পূর্ণচাঁদ
ইন্দ্রচাঁদ
নির্ম্মল
মন্মথ
২৮ গোকুলচাঁদ
আশুতোষ
২৭ অমরেন্দ্র
নন্দকিশোর
শোভেন্দ্রনাথ
স্বদেশভূষণ
জ্যোতিভূষণ
সন্তোষকুমার
সলিলকুমার
২৮ দেবকুমার
অজয়কুমার

বিশ্বেশ্বরের কায়স্থকুলদর্পণ দ্বিতীয় সংস্করণে ৺রামচাঁদ ঘোষের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ—"বাবু রামচাঁদ ঘোষ মহাশয় ইষ্টনিষ্ঠ, দেব-দ্বিজভক্ত, সদ্বিবেচক ; গয়া কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন ও হরিদ্বার অযোধ্যা শ্রীক্ষেত্র তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়াছেন। সৎমনুষ্য, ভাগ্যবান, যশস্বী তৎ ত ২৬ প বাবু মহাশয়েরা কেহ কণ্ট্রাক্টার ও সকলেই কার্য্যদক্ষ। যিনি যে কার্য্য করেন তাহাতে তিনি যশনীয় ও স্বধর্ম্মপরায়ণ।" ৺রামচাঁদ ঘোষের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু **ধীরেশচাঁদ ঘোষই** বর্ত্তমানে পদমর্য্যাদায়, বিষয়বৈভবে, কর্ম্মকুশলতায় এই বংশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। সুপ্রসিদ্ধ "ক্লাইভ ষ্ট্রীট্" নামক মাসিক পত্রের ১৩৪১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় ধীরেশবাবুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"বাঙ্গালীর ব্যবসাজগতে এক অনতি-পরিচিত ও একান্ত নির্ব্বিকার কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ধীরেশচাঁদ ঘোষ। ধীরেশবাবু কলিকাতার বৃহত্তম কাচ-ব্যবসায়ীগণের অন্যতম। এই ব্যবসায়ে তিনি যে বিপুল সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে কাচ-ব্যবসায়ের একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলিলেই চলে। বাস্তবিক পক্ষে কাচব্যবসায়ে বাঙ্গালীর অব্যাহত নেতৃত্ব সম্ভবপর হইয়াছে ধীরেশবাবুর কর্ম্মকুশলতায়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে ধীরেশবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম শিক্ষাজীবন উদ্‌যাপিত হয় কলিকাতার যদু পণ্ডিতের স্কুলে। তৎপরে তাহার স্কুল-শিক্ষা নির্ব্বাহিত হয় কলিকাতার হিন্দু স্কুলে। হিন্দু স্কুলে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার বহু কৃতী সন্তানের শিক্ষাজীবন উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতার ছাত্রসমাজের নেতৃস্থানীয় বহু বালক, অপূর্ব্ব মেধাবীছাত্র ও অভিজাতপরিবারের বংশধরগণের সাহচর্য্যে অনেক কিশোর বালকই এই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করেন। ধীরেশবাবুও হিন্দুস্কুলে শিক্ষা সমাপন কবিয়া জেনারল্ এসেমব্লি কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু ডিগ্রীর মোহ ও ডিগ্রী-লাভান্তর যে কোন

চাকুরির সহজ পথ অবলম্বন করিয়া পরম নির্ব্বিবাদে ও নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করাই ধীরেশবাবু একান্ত কাম্য বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি অনিশ্চিতের পথেই কর্ম্মজীবনের সুদূর যাত্রা আরম্ভ করিলেন। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ছেলে চাকুরীর নির্দ্দিষ্ট আয় ও সহজ পথ না ধরিয়া দুর্ব্বার ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার পথ বাছিয়া লইল দেখিয়া তখন অনেকেই বিজ্ঞজনোচিত মস্তক আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধীরেশবাবু তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া কণ্টকাকীর্ণ ও বিঘ্নবহুল ব্যবসাদারীর পথই গ্রহণ করিলেন। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ধীরেশবাবু সামান্য মূলধন লইয়া চুঁচুড়ার স্বর্গীয় পুলিনবিহারী মণ্ডলের সহিত এক-যোগে ঘোষ মণ্ডল কোম্পানী নামে সোয়ালো লেনে একটি সামান্য কাচের দোকানের পত্তন করেন। কলিকাতার কাচ-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ইঁহারাই প্রথম উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া এই ব্যবসা গ্রহণ করেন। অল্প-কালের মধ্যেই এই ব্যবসায় খুব উন্নতি হইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঘোষ মণ্ডল কোম্পানী ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ে ও গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্ট পাইতে লাগিলেন। এই সময় ইঁহাদের ব্যবসা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাওয়ায় ইঁহারা ইউরোপ হইতে কাচ আমদানী করিতে আরম্ভ করিলেন। সততা ও কার্য্যদক্ষতার জন্য ব্যবসায়ী-মহলে ধীরেশবাবু এরূপ সুনাম অর্জ্জন করেন যে, তিনি কলিকাতার যাবতীয় রেলওয়ে ও ভারতীয় ষ্টোরস বিভাগের বড়কর্ত্তাদের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়া পড়েন। এমনও অনেক সময় গিয়াছে যখন ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারীগণ স্বেচ্ছায় ডাকিয়া ধীরেশবাবুকে বড় বড় অর্ডার দিয়াছেন। ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাস হইতে ধীরেশবাবু তাঁহার পূর্ব্ব অংশীদার হইতে ব্যবসা পৃথক করিয়া অধুনা "কলিকাতা গ্লাস্ ষ্টোরস্" নামে ৩ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে নিজ ব্যবসা পূর্ণোদ্যমে চালাইতে আরম্ভ করেন। এখন এই ব্যবসা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে এবং বহু বাঙ্গালীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে;

"কলিকাতা গ্লাস ষ্টোরস্" এখন সমস্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাচ-ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত। ইহা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী মূলধন, বাঙ্গালী অর্থ ও বাঙ্গালী সামর্থ্য দ্বারা পরিচালিত। বর্ত্তমানে ধীরেশবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বি-এ ও চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত স্বদেশভূষণ ঘোষ বি-এর সহযোগিতায় এই বিপুল ব্যবসা পরিচালন করিতেছেন। কৃতী পিতার এই কৃতী পুত্রদ্বয়ও ব্যবসায়ে যথেষ্ট কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য-ভারাবনত এই বৃদ্ধ আজ ৫৭ বৎসর বয়সেও নিজ ব্যবসা সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং অবসর সময়ে নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করেন। সামান্য কাচের দোকানরূপে যে ব্যবসায়ের ভিত্তি প্রথম গ্রথিত হয়, আজ বিপুল ব্যবসায়রূপে তাহা ভারতের একটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান-হিসাবে পরিগণিত হইতেছে বলিয়া বাঙ্গালী-হিসাবে আমরা শ্লাঘা অনুভব করিতেছি। যাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মপ্রেরণা, একান্ত সাধনা ও অদ্ভুত ব্যবসাবুদ্ধি এই বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের পথে পরিচালিত করিয়াছে বাঙ্গালী-হিসাবে তিনি আমাদের নমস্য। আমরা এই কর্ম্মবীরের দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

অধুনা ধীরেশবাবু তাঁহার ব্যবসা তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র ও চতুর্থ পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইয়া ধীরেশবাবু নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অতুল ধনসম্পত্তির মালিক হইয়াও তাঁহার মত সরলচিত্ত ও পরহিতকারী লোক কমই আছে। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট বাড়ী ও জমি জমা আছে, এ সমস্তই তাঁর স্বোপার্জ্জিত। ধীরেশবাবুর দেশভ্রমণস্পৃহা যথেষ্ট, বছরে তিন চার বার তিনি ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে বেড়াইতে যান। হুগলি জেলার জনাই-বাক্সার চৌধুরী বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ভারত গভর্ণমেণ্টের ফাইনান্স ও কমার্স বিভাগের

ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার,—অধুনা স্বর্গগত রায় সূর্য্যকুমার চৌধুরী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা ধীরেশবাবুর সহধর্ম্মিণী। ধীরেশবাবুর সৌভাগ্যের মূলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী। ধীরেশবাবুর সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যা।

ধীরেশবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত **অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ** ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইঁহার মাতামহ স্বর্গীয় রায় সূর্য্যকুমার চৌধুরী বাহাদুরের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং বাল্যকালে মাতামহের নিকটই লেখাপড়া শিক্ষা করেন। ছাত্রাবস্থায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করেন। বি-এ পাশের পর ইচ্ছা করিলেই ইনি খুব ভাল চাকরি পাইতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া পিতার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে যোগদান করাই উপযুক্ত বিবেচনা করেন। ধীরেশবাবুর ব্যবসার বর্ত্তমান উন্নতি অমরবাবুর একান্ত চেষ্টা ও যত্নে সম্ভব হইয়াছে। কলিকাতা "গ্লাস ষ্টোর্সে"র ইনি এখন অন্যতম প্রধান অংশীদার হইয়াছেন। অমরবাবুর মত জনপ্রিয়, সরল-স্বভাব, নিরহঙ্কার কৃতী যুবক বাঙ্গালীর মধ্যে অল্পই দেখা যায়। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসার কর্ণধার-রূপে সকল সময় নিযুক্ত থাকিয়াও ইনি নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি "বেঙ্গল জিম্খানা" নামক ক্রিকেট ও এরিয়ান্ ক্লাবের গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী এবং দেশবন্ধু ব্যায়াম-সমিতির সম্পাদক ও এলবার্ট স্পোর্টিং ক্লাবেরও প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। কলিকাতার সমগ্র উত্তরাঞ্চলে অমরবাবু বিশেষ পরিচিত এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত। দুর্ভাগ্যক্রমে অমরবাবুর পারিবারিক জীবন সুখের হয় নাই। তাঁর প্রথমা স্ত্রী অকালে কালত্যাগ করিলে তিনি মজঃফরপুরের বর্ত্তমান এডিসনাল জেলা-জজ বাবু ক্ষেত্রনাথ সিংহের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইনিও একটি শিশু পুত্র রাখিয়া অকালে প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন। অমরবাবুর পুত্র শ্রীমান্ দেবকুমারের বয়ঃক্রম মাত্র সাড়ে তিন বৎসর।

ধীরেশ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত **নন্দকিশোর ঘোষ** ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত এবং স্কুল ও কলেজে বহু পারিতোষিক ও স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। ইনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে স্কটিস চার্চ্চ কলেজ হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ইতিহাসে বি-এ পাশ করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে স্কটিস চার্চ্চ কলেজ হইতে যে সমস্ত ছাত্র বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হন শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন এবং স্কটিস চার্চ্চ কলেজের শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক "হকিন্স স্বর্ণপদক ও ম্যাক্ফার্লিন" প্রাইজ প্রাপ্ত হন। ইনি কলেজে কেবল লেখাপড়ায় নিযুক্ত ছিলেন না, ইনি স্কটিস চার্চ্চ কলেজের ফুটবল সেক্সনের এবং ইতিহাস-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেই ইনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ব্যারিষ্টার হইবার অভিপ্রায়ে লণ্ডনে লিঙ্কনস্ ইনে ছাত্ররূপে যোগদান করেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে ইনি "ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট্স এসোসিয়েসন" এবং "লণ্ডন বাঙ্গলা সাহিত্য-সম্মিলনীর"ও সম্পাদক ছিলেন। ব্যারিষ্টারি-সংক্রান্ত পরীক্ষায় ইনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং রোমান ল ও ক্রিমিন্যাল ল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। খুব কম ছাত্রই এ যাবৎ এ রকম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ইনি লীড্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এল-এল-বি ক্লাসে যোগদান করেন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লীড্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-এল-বি উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরই ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদবধি ইনি কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করিতেছেন এবং ধীরে ধীরে ইনি একজন কর্ম্মদক্ষ জুনিয়র ব্যারিষ্টাররূপে খ্যাতি লাভ এবং ব্যবসায়ে পসারও করিতেছেন। ইনি মধ্যে মধ্যে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কলিকাতা ইনসিওরেন্স কলেজে ইনি আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের অধ্যাপক। কার্য্যদক্ষতার জন্য এবং ভদ্র ব্যবহারে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই ইঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন। মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান, পিঙ্গলা বসু-বংশীয় রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বাহাদুরের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মায়ারাণী ইঁহার সহধর্ম্মিণী। ইঁহার একটি পুত্র শ্রীমান অজয়কুমার, বয়ঃক্রম মাত্র আড়াই বৎসর।

শ্রীযুক্ত **শোভেন্দ্রনাথ ঘোষ** ধীরেশবাবুর তৃতীয় পুত্র। ইঁহার বয়স মাত্র ২৭। ইনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের দিবস জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার ন্যায় ইনিও অশেষ গুণালঙ্কৃত। ইনি বঙ্গবাসী কলেজ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বি-এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বি-এল পাশ করেন। এটর্ণি হইবার অভিপ্রায়ে ইনি বিখ্যাত এটর্ণি স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র মণ্ডলের আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এটর্ণি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ এটর্ণি-পরীক্ষায় ইনি গুণানুসারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ল সোসাইটির 'বেলচেম্বার্স স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এটর্ণি হইয়া নিজে স্বাধীনভাবে পৃথক অফিস খুলিয়া বিশেষ উদ্যমের সহিত ব্যবসায় চালাইতেছেন এবং ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের কয়েকটি জটিল ও দুরূহ মকদ্দমায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত **স্বদেশভূষণ ঘোষ** ধীরেশবাবুর চতুর্থ পুত্র। বয়স মাত্র ২৫। ইনিও বি-এ পাশ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ইনিও বর্ত্তমানে "কলিকাতা গ্লাস ষ্টোরসে"র অপর অংশীদার। ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্যে ইনি সম্প্রতি ইংলণ্ড গিয়াছেন।

ধীরেশবাবুর পঞ্চম পুত্র শ্রীমান **জ্যোতিভূষণ** এই বৎসর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে পড়িতেছেন।

ধীরেশবাবুর ষষ্ঠ পুত্র শ্রীমান **সন্তোষকুমার** ও সপ্তম পুত্র শ্রীমান **সলিলকুমার** স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র।

ধীরেশবাবুর প্রথমা কন্যা **সুধারাণীর** বিবাহ হইয়াছে বাগবাজার হরলাল মিত্র লেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মিত্র বি-এসসির সহিত। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের একাউণ্টস্ বিভাগে কার্য্য করেন।

ধীরেশবাবুর দ্বিতীয়া কন্যা **অমিয়ারাণীর** বিবাহ হইয়াছে বাগবাজার গোপীমোহন দত্ত লেন-নিবাসী পরলোকগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরিভূষণ দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে বি-এর সহিত। সুরেন্দ্রবাবু এক্ষণে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্।

ধীরেশবাবুর তৃতীয়া কন্যা **শৈলরাণীর** বিবাহ হইয়াছে মেছুয়া-বাজার কালিদাস সিংহ লেন-স্থ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র বি-এলএর সহিত। সৌরীন্দ্রবাবু এক্ষণে ওকালতি করিতেছেন।

ধীরেশবাবুর চতুর্থী কন্যা **বেলারাণীর** বিবাহ হইয়াছে বাগবাজার আনন্দ চাটার্জ্জি লেন-স্থ রায় হেমচন্দ্র দে বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হীরেন দের সহিত। ইনি লণ্ডনে এল-আর-সি-পি এবং এম-আর-সি-এস্ নামক ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে ইংলণ্ডের ডেভনপোর্ট নামক স্থানের রয়েল এলবার্ট হস্পিটালে সিনিয়র হাউস সার্জ্জনরূপে নিযুক্ত আছেন। এই পদের বেতনও আছে। শ্রীমতী বেলারাণী গত জুন মাসে ইংলণ্ড গিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন সুলেখিকা।

ধীরেশবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী **গীতা** এক্ষণে ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী; লেখাপড়া, সঙ্গীত, ড্রইং, সূচীবিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শিনী।

হুগলী প্রতাপপুরের বসুবংশ

ইঁহারা জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মহীনগরের বসুবংশীয়। ইঁহাদের ভাব মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র, গোত্র গৌতম এবং প্রবর গৌতম আদীরস। ইঁহারা নববসুর সন্তান ও মুক্তি বসুর ধারা।

৺ কাশীনাথ বসু মহাশয় ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বারাকপুর মহকুমার খড়দহ বসুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ হুগলী জিলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত কলাছড়া-নিবাসী রামধন মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে তিনি বাসস্থান-নির্ম্মাণোপযোগী কিছু ভূসম্পত্তি লইয়া কলাছড়ায় বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতে থাকেন এবং কলাছড়া, পায়রাগাছা, ও খানাচাটি-সংলগ্ন আরও কিছু ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া লন। কলাছড়া গ্রাম চণ্ডীতলা ও জনাই গ্রামের নিকটবর্ত্তী। কলাছড়ায় উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার খড়দহের সম্পত্তি, গৃহসামগ্রীসমূহ গৃহদেবতার নামে উৎসর্গ করেন। কাশীনাথের বিশ্বনাথ, গোলোকনাথ, রাধানাথ ও কালীনাথ নামে আরও চারিটী ভাই ছিল। বিশ্বনাথের চণ্ডীদাস নামে এক পুত্র ছিল। চণ্ডীদাসের পুত্রসন্তান ছিল না; নয়টী (৯) কন্যা ছিল। গোলোকনাথের নীলমাধব নামে একটী পুত্র ছিল। কলাছড়ার মিত্র পরিবারে নীলমাধব বিবাহ করেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার বিধবা পত্নী ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কন্যাটী কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার তুলসীরাম ঘোষের বাটীতে বিবাহিতা হয়েন। চিত্তনিবৃত্তির স্থৈর্য্য হারাইয়া রাধানাথ দার পরিগ্রহ করেন নাই। কালীনাথ শৈশবেই বাটীর পুরোহিত কর্ত্তৃক অলঙ্কারের লোভে নিহত হন। কাশীনাথের পর্য্যায় ছিল ২২।

কাশীনাথ বাকসার মিত্রবংশীয় কন্যা চন্দ্রমণিকে বিবাহ করেন। কলাছড়ায় চলিয়া যাইবার পর হইতে তিনি কলিকাতায় কলেক্টার অফ কাষ্টমস্‌এর দেওয়ান পদ পান এবং ঐ কাজ উপলক্ষে হুগলী সহরে তাঁহাকে প্রায়ই থাকিতে হইত। হুগলী সহরে তাঁহার একটী অফিস ছিল। তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও তিনটী কন্যা ছিল। পুত্রকন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য পরিবারবর্গকে তিনি নিজের নিকটই রাখিতেন। কিছুদিন পরে সহরের প্রতাপপুর মহল্লায় একটী ইমারত খরিদ করেন এবং সকল পরিবারের সংকুলনের জন্য ইহার কলেবর বৃদ্ধি করেন। ঐ বাটী "দেওয়ানবাটী" বলিয়া সকলে জানিত। ইহা এক্ষণে তাঁহার প্রপৌত্রগণের দ্বারা "বসুকুটীর" নামাঙ্কিত হইয়াছে। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে ও দুর্গোৎসবের সময় তিনি কলাছড়ার বাটীতে যাইতেন এবং সমারোহের সহিত ঐসকল ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। ইঁহার ৫টী পুত্র—(১) কৃষ্ণদাস (২) ঈশানচন্দ্র (৩) গিরিশ-চন্দ্র (৪) হরচন্দ্র (৫) যাদবচন্দ্র এবং ৩টী কন্যা—(১) কমল-মণি (২) পদ্মমণি ও (৩) বিন্দুবাসিনী। তিনি বার্দ্ধক্যে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হন ও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং শেষজীবন হুগলী প্রতাপপুরের বাটীতেই কাটাইয়া পরিশেষে গঙ্গাসমীপে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণদাসের সারদা-প্রসাদ ও মহেন্দ্রনাথ নামে দুইটী পুত্র ছিল।

সারদাপ্রসাদ অল্পবয়সেই দেবেন্দ্রনাথ নামে একটি পুত্র রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ডাক-বিভাগে কার্য্য করিতেন। অবসর লইয়া উপস্থিত হুগলী সহরেই বাস করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের ৪টী পুত্র—(১) তারাপদ (২) শ্যামাপদ (৩) গোপালকৃষ্ণ ও (৪) মিন্ট গত ১০।৪।৩২ তারিখে কলেরা রোগে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

স্বর্গীয় হরচন্দ্র বসু ১৮৯২

স্বর্গগতা মোক্ষদাকুমারী বসু ১৮৯৫
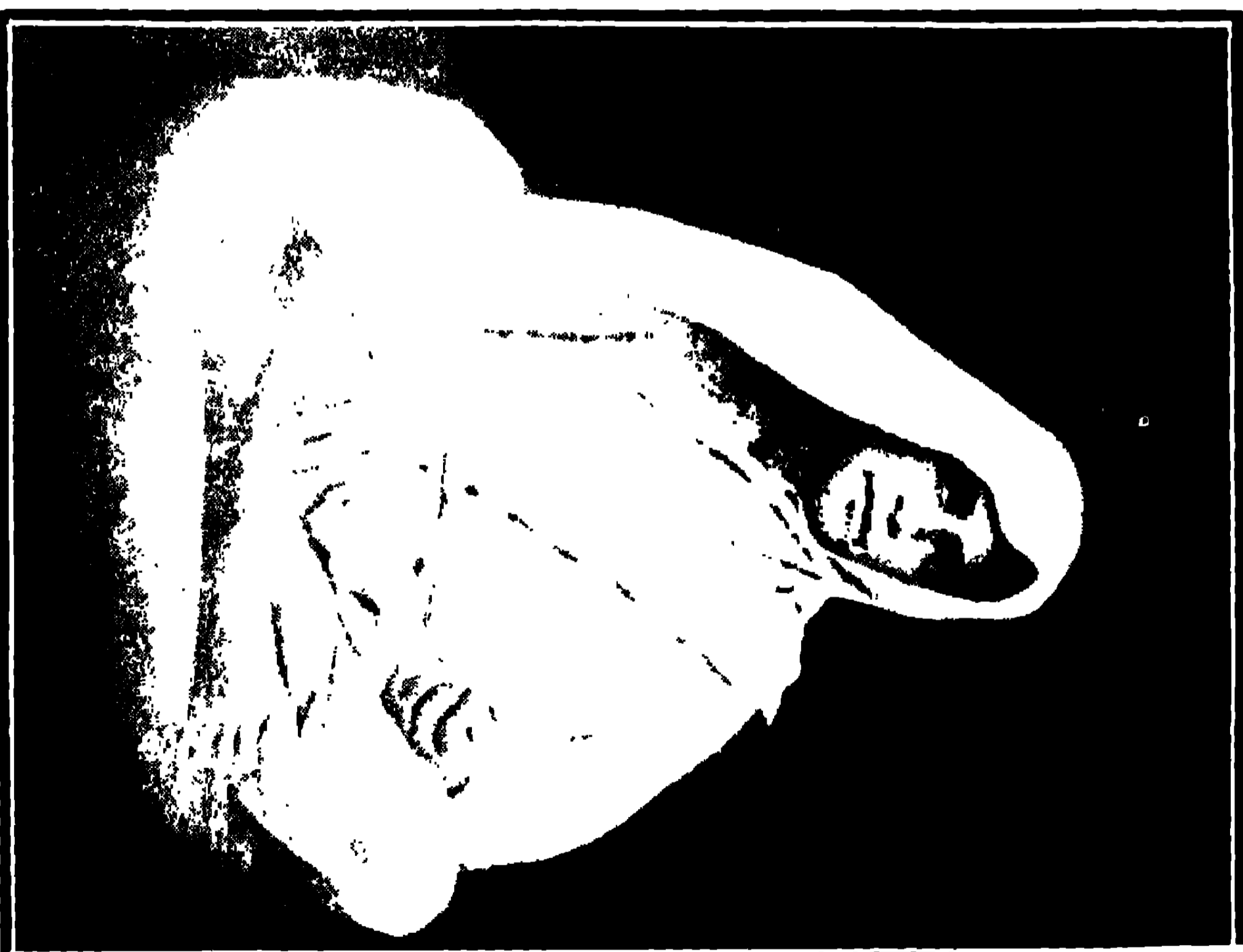
মহেন্দ্রনাথ দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং কলিকাতায় সওদাগরী অফিসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামের সিংহ-পরিবারের কন্যা রাধাবিনোদিনীকে বিবাহ করেন। অবসর লইয়া তিনি কলাছড়ার বাটীতে বাস করিতেছিলেন এবং ১০।২১।৯১৭ সালে শুক্রবার তিনি বিধবা পত্নী ও ৩টী পুত্রসন্তান রাখিয়া ঐ বাটীতেই নশ্বর দেহত্যাগ করেন। পুত্রগণের নাম—(১) নরেন্দ্রনাথ (২) হরেন্দ্রনাথ (২৮।২।৩০ তারিখে বসন্ত-রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়) এবং (৩) পঞ্চানন। কলাছড়ার পৈতৃক বাটী ইঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইঁহাদের মাতাও কলাছড়ার বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

কাশীনাথের দ্বিতীয় পুত্র ঈশানচন্দ্র চুঁচুড়ায় সোম-বংশীয় সব জজ্ রায় বেণীমাধব সোম বাহাদুরের ভগ্নী গোবিন্দমণিকে বিবাহ করেন এবং অতি অল্পবয়সে মনোমোহিনী নামে একটি কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। এই মনোমোহিনীর সহিত চন্দননগরের পালিত-বংশের গোপালচন্দ্র পালিতের বিবাহ হয়। গোপালচন্দ্রও অল্পবয়সে মারা যান এবং মনোমোহিনী নিঃসন্তান অবস্থায় আপনার জননীর সহিত কাশীবাসিনী হইয়া শেষজীবন তথায় অতিবাহিত করেন।

কাশীনাথের তৃতীয় পুত্র গিরিশচন্দ্র হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামের চৌধুরী-বংশের কন্যা কামিনীমণিকে বিবাহ করেন। হতভাগ্য যুবক বিবাহের কয়েক দিবস পরে ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পত্নী কামিনীমণি দীর্ঘায়ু হইয়া জীবিতা ছিলেন এবং শেষবয়সে কাশীবাসিনী হইয়া তথায় শিবস্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনি কাশীধামেই দেহত্যাগ করেন।

কাশীনাথের চতুর্থ পুত্র হরচন্দ্র হুগলী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া কলিকাতায় লবণ-বিভাগে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন এবং পরে হেড্ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। তাঁহার অল্প আয় হইলেও তাঁহার

উপর বৃহৎ সংসার স্থাপিত ছিল এবং তিনি কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি করেন নাই। তিনি তিনবার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথম পক্ষে তিনি চন্দননগরের বাগবাজার সাকিমের গঙ্গানারায়ণ কর মহাশয়ের কন্যা থাকমণিকে বিবাহ করেন; এই বিবাহে ব্রজসুন্দরী নামে একটি কন্যা এবং বিনোদবিহারী নামে একটি পুত্র জন্মে। বিনোদবিহারী ১৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রজসুন্দরী চন্দননগরের দেবী সরকারের বংশের যাদবেন্দু সরকারের সহিত বিবাহিতা হন। যাদবেন্দু স্বীয় মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া হুগলী শ্রীরামপুরের অন্তর্গত (বাগাটী) পালেড়া গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্রসন্তান হয় নাই; কেবল ৩টী কন্যা :— (১) গোলাপমণি, কলিকাতা শ্যামবাজারে মিত্র-পরিবারে বিবাহিতা; (২) অধরমণি, হুগলী ব্যাজড়ার মিত্র-পরিবারে বিবাহিতা এবং (৩) লক্ষ্মীমণি হুগলী বৈদ্যবাটীর বসু-পরিবারে বিবাহিতা। দ্বিতীয় পক্ষে হরচন্দ্র হুগলী শ্যামসুন্দরপুরের ঈশানচন্দ্রের সেন মহাশয়ের কন্যা ভবতারিণীকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে তাঁহার সিদ্ধেশ্বরী নামে একটি কন্যা এবং রাসবিহারী নামে একটী পুত্র হইয়াছিল। হুগলী দেবানন্দপুরের চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত মুন্সীমহাশয়ের সহিত সিদ্ধেশ্বরীর বিবাহ হয়। চন্দ্রবাবু মুন্সেফ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই গত হইয়াছেন। ইঁহাদের ললিতমোহন নামে একটি পুত্র এবং (১) যোগেন্দ্রমোহিনী ও (২) সরোজবাসিনী এবং (৩) নরেন্দ্রমোহিনী নামে ৩টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অল্প বয়সে মারা যান; সরোজবাসিনী ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত দণ্ডীরহাটের বসু-বংশের হীরালাল বসুর সহিত বিবাহিতা হন এবং নরেন্দ্রমোহিনী হুগলীর নিকটবর্ত্তী চন্দনপুর-বাসী সিদ্ধেশ্বর বসুর সহিত বিবাহিতা হন। সিদ্ধেশ্বর ১৩৩৯ সালে দেহত্যাগ করেন। ললিত-মোহন অকৃতদার।

স্বর্গীয় রাসবিহারী বসু

শ্রীযুক্তা রাজবালা বসু

রাসবিহারী হুগলী জেলার অন্তর্গত বসুয়া-বনপুর গ্রামের হীরালাল মিত্র মহাশয়ের কন্যা রাজবালাকে বিবাহ করেন। হীরালালবাবু একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। রাসবিহারী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কানুনগোর কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর অধীনে বর্দ্ধমান জেলার শিবপুর কোলিয়ারীতে অডিটার ও জমিদারী-ম্যানেজারের কার্য্য করিতে থাকেন। ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তথায় ১৩।১২।১৯১৭ সালে ৫৯ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ৫টী পুত্র ও ১টী কন্যা:— (১) অতীন্দ্রকুমার (২) যতীন্দ্রকুমার (৩) শচীন্দ্রকুমার (৪) রাধা রমণ (৫) প্রফুল্লকুমার এবং প্রতিভাময়ী। পুত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত এবং গবর্ণমেণ্টের বা সওদাগরী আফিসে কর্ম্ম করিতেছেন। প্রতাপপুরের প্রপিতামহ আমলের বাটী জ্যেষ্ঠ পুত্র অতীন্দ্রকুমার সংস্কার ও পুনঃ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক "বসু-কুটীর" নাম রাখিয়াছেন। অপর সরিকগণ তাঁহাদের এই বাটীর নিজ নিজ অংশ এই পঞ্চভ্রাতার পক্ষে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা এই বাটীতে বসবাস করিতেছেন। এই বসু-কুটীরে গৃহদেবতা ৺"শ্রীধর" নারায়ণশিলা স্থাপিত আছেন এবং তাঁহার নিত্য-সেবার বন্দোবস্ত আছে। রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবাহ করেন নাই; অপর সকলেই বিবাহিত।

তৃতীয়বার হরচন্দ্র হুগলী দেবানন্দপুরের দত্তমুন্সী-বংশীয় বাবু উমাচরণ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা মোক্ষদাকুমারীকে বিবাহ করেন। এই দত্তমুন্সী-ভবনেই কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পক্ষে হরচন্দ্রের ৫টী পুত্র ও ২টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র অবিনাশচন্দ্র বসুই জীবিত অবশিষ্টগণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অবিনাশচন্দ্রের জন্ম ১২৮১ সালের ৫ই ভাদ্র ইং ২০শে আগষ্ট ১৮৭৪। অবিনাশচন্দ্র পুলিশ সব-ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া

পরে ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯২৭ সালের ১১ই নভেম্বর তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার জন্য ১৯০৪ সালে পৈত্রিক ভিটার নিকট প্রতাপপুর ষ্ট্রীটে একখানা বাড়ী ক্রয় করেন। তিনি উহা মাতার নামানুসারে "মোক্ষদাকুটীর" নামেঅভিহিত করিয়া তথায় বসবাস করিতেছেন। ইদানীং তিনি বাটীর সংলগ্ন আরও ২ বিঘা জমি খরিদ করিয়া ফল ও ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি ১২৯৯ সালের ৩রা ফাল্গুন তারিখে সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষানুরাগী পরলোকগত হরগোবিন্দ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমার পাণিগ্রহণ করেন। হরগোবিন্দবাবু রাজসাহী কলেজের স্থাপয়িতা ও প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। অবসর-অন্তে কাকিনা এবং দিঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুর-দিগের Guardian tutor-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশবাবু গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে থাকিবার সময় বীর-ভূম জিলা স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উপস্থিত তাঁহাদের কলিকাতার ১৩নং কালিদাস সিংহ গলির বাটীতে বাস করিতেছেন। অবিনাশবাবুর ৩টী পুত্র—(১) অমূল্যচন্দ্র (২) সন্তোষকুমার (৩) মনতোষকুমার; তিনটীরই বিবাহ হইয়াছে ; এবং কন্যা দশটী—(১) স্বর্ণনলিনী (২) শিখরবাসিনী (৩) সরযূবালা (মৃতা) (৪) অচলবালা (মৃতা) (৫) বীণাপাণি (মৃতা) (৬) লাবণ্যপ্রভা (মৃতা) (৭) স্নেহলতা (৮) খুকুবালা (মৃতা) (৯) পুষ্পলতা এবং (১০) সুধাহাসিনী ; শেষোক্ত দুইটী অবিবাহিতা। তাঁহার মাতুল গিরীন্দ্রকুমার দত্তের (ইনি পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডের পদে শেষ নিযুক্ত ছিলেন।) অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মাতামহ-বংশে আর কেহ নাই। কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ডিঃ মিত্র, এল-আর-সি-পি, এল্‌-এল-আর-সি-এস, অবিনাশচন্দ্রের মাসতুতা ভ্রাতা ছিলেন। হরচন্দ্র দ্বিসপ্ততি বৎসর

বয়সে হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া-বিলোপ হওয়ায় ১৮৯৪ সালে ১৬ই জুলাই সন্ধ্যার সময় পরলোক প্রয়াণ করেন। ইনি কিছুকাল গভর্ণমেণ্টের পেন্‌সন্ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার চরিত্র ও ধার্ম্মিক স্বভাবের জন্য হুগলী সহরতলীতে তিনি সাধারণের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

কাশীনাথের পঞ্চম পুত্র যাদবচন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে Senior Scholarship পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তিনি চুঁচুড়া-কাঁকশিয়ালী সাকিনের বাবু বিশ্বেশ্বর সরকারের কন্যা মাতঙ্গিনীকে বিবাহ করেন। বাবু উমাপ্রসন্ন সরকার মাতঙ্গিনীর ভ্রাতা। যাদব চন্দ্র প্রথমে ঢাকা কমিশনার-অফিসে একটী পদ পাইয়া তথায় কার্য্য করিতে-ছিলেন এবং পরে যশোহর ও কুমিল্লাতেও কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি কলিকাতায় Revenue Boardএ বদলী হইয়া আসেন। ইহার পর তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তঃপাতী জলেশ্বরের লবণ-চৌকির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হন। এস্থানে তাঁহার কার্য্য-কলাপ কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। ফলে তাঁহাকে ডেপুটী কালেক্টরের পদে মনোনীত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি একার্য্যে যোগদান করিবার পূর্ব্বেই জ্বরবিকার রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৮৬১ সালে ৩০এ জুন তারিখে ৩৪বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি দুইটি পুত্র (১) বিপিনবিহারী ও (২) লালবিহারী এবং দুইটী কন্যা (১) হেমলতা (২) স্বর্ণলতাকে রাখিয়া যান। যাদবচন্দ্রের প্রকৃতি অতি অমায়িক ও উদার ছিল এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র (ইনি তখন ব্যবহারাজীবী ছিলেন ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সি-আই-ই, বাবু শ্যামা-

চরণ দে (যিনি এসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল হইয়াছিলেন), ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গুরুচরণ দাস, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি-আই-ই, সব জজ বাবু নরোত্তম মল্লিক, কলিকাতা ছোট আদালতের জজ রায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এবং সব জজ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার (সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা) মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাদবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিনবিহারী তাঁহার ঢাকায় অবস্থান-কালে বাঙ্গালা ১২৫৫ সালের ৩রা আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। বিপিন-বিহারী প্রথমে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইং ১৮৬৪ সালে মাসিক ১৪৲ টাকার গভর্ণমেণ্ট-বৃত্তির সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭০ সালে হুগলী কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে বি-এ পাস করেন। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি পাটনা কমিশনার অফিসে কেরানীর পদে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৭৪ সালে প্রধান সহকারীর পদে উন্নীত হন। পরে তাঁহাকে ডেপুটী কালেক্টারের পদের জন্য দুইবার মনোনীত করা হয়। কিন্তু ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ না ঘটায় তিনি গভর্ণমেণ্টের চাকরী ১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি বিহার প্রদেশের সারণ জেলার অন্তর্গত হাতোয়া রাজ-এষ্টেটে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯০ সালে উক্ত রাজ্যের দেওয়ান ম্যানেজার বাবু ভুবনেশ্বর দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করিলে বিপিনবিহারী উক্ত রাজ্যের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন এবং ৬ বৎসরকাল ঐ কাজ করেন। ভুবনেশ্বরবাবু বিপিনবাবুর পিসতুতো ভাই। ১৮৯৬ সালে অক্টোবর মাসে মহারাজা স্যার কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী বাহাদুর, কে-সি-এস-আই মহোদয় পরলোক গমন করিলে উক্ত এষ্টেট গভর্ণমেণ্টের কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে

আসে। গভর্ণমেণ্ট একজন অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান্‌কে ম্যানেজার ও হাতোয়া-রাজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন এবং বিপিনবাবুকে মাসিক ৫৫০৲ টাকা বেতনে সহকারী ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন। ঐ পদে তাঁহার বেতন ৭০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ঐ পদে অতি উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী তত্ত্বাবধায়কের সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় হাতোয়া রাজ-এষ্টেটের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। তদানীন্তন ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে তিনি রাজপ্রতিনিধির নিকট সম্মান-সূচক প্রতিষ্ঠাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সার্ভে এবং সেটেলমেণ্টের কার্য্যে এবং দুর্ভিক্ষ-নিবারণ-কল্পে কর্ম্মকুশলতার বিশেষ পরিচয় দেওয়ায় তিনি ১৮৯৯ সালে গভর্ণমেণ্ট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। মধ্যে মধ্যে তিনি ১২০০৲ বেতনে ম্যানেজারের পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্যপরিচালনা করিয়াছেন। ১৯০৪ সালে তিনি রাজ-এষ্টেট হইতে মাসিক ২১০৲ বৃত্তি-গ্রহণে অবসর গ্রহণ করেন এবং হুগলী সহরতলীতে পিপুলপাতা মহল্লায় তাঁহার নবনির্ম্মিত ভবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। ইহার সন্তান-সন্ততিগণ পরে ঐ ভবনের "বিপিনভবন" নামকরণ করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে তিনি বহুমূত্র পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং ১৯০২ সালে তাঁহার 'হিমোফিজিয়া' হইয়াছিল। কলিকাতার সিমলাপল্লীর ৺দ্বারিকানাথ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা গিরিবালাকে বিপিনবিহারী বিবাহ করেন। বাঁকিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার ৬টী পুত্র ও দুইটী কন্যা:—(১) নলিনবিহারী, (২) পুলিন-বিহারী, (৩) অনিলবিহারী, (৪) শিশিরবিহারী, (৫) নীরদবিহারী, (৬) কুমুদবিহারী এবং (১) ইন্দুবালা ও (২) অমিয়বালা; তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়পুত্র এবং কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি ১৯০৫ সালের ১৮ই অক্টোবর বাং ১৩১১ সালের ১লা কার্ত্তিক ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পিপুলপাতার বাটীতে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বৃদ্ধা জননীও শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। পুত্রশোকে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র লাল-বিহারী তখন তাঁহাকে পাটনা-বাঁকিপুরে লইয়া যান। কিন্তু শোকের-গুরুভার এই বৃদ্ধার ক্রমশঃ অসহনীয় হইয়া পড়ে। তিনি ১৯০৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার বাং ১৩১২ সালের ২১শে মাঘ ৭২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। ৺কাশীধামে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিপিনবিহারীর মৃত্যুর পরে হাতোয়া-রাজ তাঁহার পুত্রগণকে ৫০০০৲ টাকা এবং তদীয় পত্নীকে মাসিক ৭৫৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন।

যাদবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র লালবিহারী ১৮৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৯ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত তিনি পাটনা কমিশনার আফিসে কর্ম্ম করেন। ১৯১১ সালে তিনি ঐ অফিসে হেড এসিষ্টেণ্টের কর্ম্ম ত্রয়োদশ বৎসর করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি হাতোয়া-রাজের গৃহস্থালী বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বহুমূত্র পীড়ায় ভুগিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় মহারাজ বাহাদুর দয়াপরবশ হইয়া পূর্ণ বেতনে ঐ পদে রাখিয়া দেন। শেষ বয়সে উদরীরোগে তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছিল। গত ১৯৩২ সালে ১০ই মে বাং ২৭শে বৈশাখ ১৩৩০ সালে রাত্রি ১১।৫০ মিঃ সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমানবিহারীর গর্দ্দানিবাস বাসাবাটীতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। তাঁহার ৫টী পুত্র—(১) বিমানবিহারী, (২) বঙ্কিমবিহারী, (৩) বিজনবিহারী, (৪) বনবিহারী, (৫) বিমলবিহারী এবং ৪টী কন্যা—(১) শিবরাণী, (২) বীণাপাণি, (৩) রাধারাণী ও (৪) পুষ্পরাণী। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করেন। চারিটী কন্যারই বিবাহ

হইয়াছে। ১৮৮১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখ বাং ১২৮৮ সালে ১১ই ফাল্গুন শনিবার লালবিহারী পাটনা-বাঁকিপুর মুরাদপুরের ৺প্রসন্নকুমার সিংহ মহাশয়ের পঞ্চম কন্যা বিনোদবালার পাণিগ্রহণ করেন। বাঁকিপুর-মুরাদপুরে লালবিহারী একখানি বাটী ক্রয় করেন এবং বাটীর নাম "লালকুটীর" রাখিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নামানুযায়ী ঐ রাস্তার নাম "লালবিহারী বসু লেন" হইয়াছে।

যাদবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার হুগলী জেলার পরঞ্চপুর গ্রামের কার্ত্তিকচরণ ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। পরঞ্চপুর মহানাদের নিকটবর্ত্তী। হেমলতা বহুপূর্ব্বে স্বর্গে গিয়াছেন; তাঁহার তিনটী পুত্র সন্তান—(১) শরৎচন্দ্র (২) শিরীশচন্দ্র (৩) শিখরনাথ। শিরীশচন্দ্র অল্প বয়সে মারা যান। কনিষ্ঠ শিখরনাথ কলিকাতা ৩ নং অখিল মিস্ত্রি লেনের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ পালের কন্যা সরোজিনীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার (১) সত্যেন্দ্রনাথ ও (২) শচীন্দ্রনাথ নামে ২টী পুত্র এবং (১) সত্যশোভা (২) সত্যপ্রভা (৩) সত্যসুধা ও (৪) ঊষা নামে ৪টী কন্যা আছে। সত্যশোভার জেলা ২৪পরগণার রামনগর গ্রামের শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত বিবাহ হয় এবং তাঁহাদের ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা হইয়াছে। কলিকাতা চোরবাগানের শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত সত্যপ্রভার বিবাহ হইয়াছে; পরে সত্যপ্রভা এবং সত্যসুধারও বিবাহ হইয়াছে। শিখরনাথ কলি- কাতার ম্যাকলীন কোম্পানীর আফিসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি ৩০।১২।৩১ তারিখে বিসূচিকা রোগে তাঁহাদের ৮নং অখিল মিস্ত্রি গলির বাটীতে মারা যান। জ্যেষ্ঠ শরৎচন্দ্র নিজ এবং শিখরনাথের পরিবারবর্গকে লইয়া ঐ বাটীতে বসবাস করিতেন। শরৎচন্দ্র হুগলী দশঘরাগ্রামের বেণীলাল বসুর কন্যা হরিদাসীকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার ৩টী পুত্র—(১) সত্যানন্দ (২)সচ্চিদানন্দ ও (৩) সাধনানন্দ। তিনি পূর্ব্বে ই-বি-রেলওয়ের পে-ক্লার্কের কর্ম্ম করিতেন।

যাদবচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা স্বর্ণলতাকে ২৪ পরগণা নৈহাটীর সরকার-বংশের ভগবানচন্দ্র সরকার মহাশয় বিবাহ করেন। কার তারক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় তারকচন্দ্র সরকার মহাশয় ভগবানবাবুর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ছিলেন। ২৪পরগণা বসিরহাট মহকুমার মধ্যে ইঁহাদের জমিদারী ও নীলকুঠী ছিল। ভগবানবাবু অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ২টী পুত্র—(১) প্রিয়ম্বদ (২) সত্যম্বদ এবং একটি কন্যা সরোজিনী। প্রিয়ম্বদ একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া ১৯১৮ সালে মারা যান ; তিনি হুগলী ব্যাজড়া গ্রামের বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী অনিলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ২টী পুত্র—(১) নরেন্দ্র (মৃত) ও (২) ধীরেন্দ্রনাথ এবং একটি কন্যা নির্ম্মলা। হালিসহর কোণা গ্রামের হৃষীকেশ দত্তের সহিত নির্ম্মলার বিবাহ হয়। একটি কন্যা রাখিয়া নির্ম্মলা ১৩৩৯ সালের ১৪ই আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি ৯টায় পরলোক গমন করেন। শিশু কন্যাটী (নাম বেলা) মাতামহী দ্বারা অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, ২৮।৪।৩৫ তাং মারা গিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ হুগলী কলেক্টরীর কেরাণী। ৫।৮।৩৫ তাং চন্দন নগরের কমলাবালার সহিত ধীরেনের বিবাহ হইয়াছে। কাল্না গ্রামের শশধর বসুর সহিত সরোজিনীর বিবাহ হইয়াছিল, উভয়েই ৪টী পুত্র ও ২টী কন্যা রাখিয়া গত হইয়াছেন।

সত্যম্বদ বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের বঙ্কটেশ্বর মিত্র মহাশয়ের কন্যা বিরাজাবালাকে ইং ১৯০৫ সালে বিবাহ করেন। বিরজা ইং ৫।১।২৯ তারিখে তাঁহাদের পিপুলপাতার বাটীতে সন ১৩৩৫ সালের ২রা পৌষ শনিবার মারা যান। সত্যম্বদের ১টি পুত্র রমেন্দ্রকুমার ও ৩টী কন্যা (১) হিমানী (২) মাধুরী (৩) মীরা। সত্যম্বদ উপস্থিত হাতোয়া রাজ-এষ্টেটে কর্ম্ম করিতেছেন।

ফরাসী চন্দননগরের অন্তর্গত সাহুলি বটতলার শম্ভুচন্দ্র দত্ত মহাশয়

কাশীনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণির পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার (১) হীরালাল (২) ভুবনেশ্বর ও (৩) কেদারেশ্বর নামে ৩টী পুত্র ছিল। হীরালাল পাটনা বিভাগের কমিশনরের রেভিনিউ এসিষ্টেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর হাতোয়া রাজ-এষ্টেটের দেওয়ান-ম্যানেজার ছিলেন। কেদারেশ্বর কিছুদিন চম্পারণ জেলার ছোট আদালতে প্রধান কেরানীর কাজ করিয়া তরুণ বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। হীরালালের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ২৬ বৎসর কাল তাঁহার পিতৃব্য ভুবনেশ্বরের স্বর্গগমনের পর হাতোয়া-রাজের দেওয়ানের কার্য্য করেন। তাঁহার যেমন উদার হৃদয়, মনও তেমনই দৃঢ় ছিল। ১৯২৫সালে দেবেন্দ্র নাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ ঐ ষ্টেটের দেওয়ানের কাজ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বি-এ ১৯১৪সালে ২৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র এবং রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ মিত্র, C. I. E. মহোদয়গণের পিতৃব্য ২৪ পরগণা হালিসহর কোণা গ্রামের উমাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত কাশীনাথের দ্বিতীয় কন্যা পদ্মমণির বিবাহ হয়। তাঁহারা উভয়েই গত হইয়াছেন। পদ্মমণি প্রায় ৯০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন। তিনি বিধবা হওয়ার পরে প্রতাপপুরে ভ্রাতা হরচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংসারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ বাটীতে "শ্রীধর" নারায়ণশীলা স্থাপিত করিয়া তাঁহারই সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঐ বাটীতে ১৩০৬ সালে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। নৃত্যকালী নাম্নী তাঁহাদের একটি কন্যা ছিল। চন্দননগরের মধ্যবর্ত্তী গোন্দলপাড়ার দুর্গাচরণ রায় মহাশয়ের সহিত নৃত্যকালীর বিবাহ হয়। নৃত্যকালীর একটি পুত্র ছিল; শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরের মিত্র-পরিবারে কাশীনাথের

তৃতীয়া কন্যা বিন্দুবাসিনীর বিবাহ হয়। এই পরিবারের কতক অংশ পাটনা দানাপুরে আসিয়া বসবাস করিতেছে। তিনি শৈশবেই বিধবা হন। নিস্তারিণী নামে তাঁহার একটি কন্যা ছিল। ২৪ পরগণার বারাকপুরের নিকট ইছাপুরের দাস-বংশের যদুনাথ দাসের সহিত নিস্তারিণীর বিবাহ হয়। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন এবং ৬০ বৎসর বয়সে ইং ১৯০৯ সালে হুগলীর "বসুকুটীরে" দেহত্যাগ করেন। ইদানীং তিনি মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

বিপিনবিহারী বসু

যাদবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিনবিহারী ৩রা আশ্বিন, সন ১২৫৫ ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বৎসর বয়সে পিতার অকাল মৃত্যু হওয়ায় বিপিনবিহারীর পড়াশুনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। জ্যেষ্ঠতাত হরচন্দ্র অবশ্য ভ্রাতার পরিবারের সকল ভারই গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁহার আয় অল্প অথচ পোষ্য অনেক ছিল; সেইজন্য যাদবচন্দ্রের মৃত্যুতে এই সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিপালন অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল। যাহা হউক, নিজের চেষ্টায় জ্যেষ্ঠতাত ও মাতার তত্ত্বাবধানে এবং শিক্ষকদিগের সাগ্রহ যত্নে বিপিনবিহারী ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৪৲ টাকার সরকারী বৃত্তিলাভ করেন। পিতৃবন্ধু সদরালা (সব্‌জজ) ৺নরোত্তম মল্লিক মহাশয় বিপিনবিহারীকে লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সাহায্য করিতেন। বিপিনবিহারী নিজেও সহপাঠীদিগের নিকট হইতে বই চাহিয়া আনিয়া আগাগোড়া স্বহস্তে নকল করিয়া লইতেন।

বাল্যাবধিই বিপিনবিহারীর স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিক্ষকেরা তাঁহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, নিজেরা উদ্যোগী হইয়া তাঁহার

চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহাতে পীড়ায় কিছু উপশম হইলে তিনি পরীক্ষা দিতে সমর্থ হন। দুই বৎসর পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলী কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পরে বহুদিন যাবৎ কঠিন রক্তামাশয় রোগে ভুগিয়া তাঁহার এক বৎসর পড়ায় বড়ই অসুবিধা হইয়াছিল। এই সময় তাঁহায় জীবন-সংশয় হয়। তথাপি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ইনি দ্বিতীয় বিভাগে হুগলী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কিছুদিন সংস্কৃত ভাষায় এম্-এ এবং আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার হেতু তাঁহার পাঠ আর অগ্রসর হইল না। তিনি যখন পিতৃহীন হন (১৮৬১ সাল), সেই সময় দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরচন্দ্রের সহিত স্বীয় পিতার বিশিষ্ট বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বোর্ড অফ্ রেভিনিউর সিনিয়র মেম্বর মিঃ (পরে স্যার) এলেঞ্জো মনির (Mr. afterwards Sir Alanzo Money, K. C. M. G., C. B.) নিকট গিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানাইলেন। তাহাতে তিনি তাঁহাকে বি-এ পাশ করিতে উপদেশ দেন এবং পাশ করিতে পারিলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন।

বি-এ পাশ করিয়া ১৮৭০ সালের আগষ্ট মাসে তিনি মিঃ মনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু সেই সময় মিঃ মনি চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া স্বদেশ-যাত্রা করিতেছিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেন না। তথাপি স্বদেশ-যাত্রার অভিমুখে পাটনায় নামিয়া কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিপিন-বিহারীর জন্য সুপারিশ করিয়া গেলেন। তাহার ফলে তিনি পাটনা কমিশনার অফিসে ৭০৲ বেতনে একাউণ্টেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনি কিছুদিন হেড্ ক্লার্কের কার্য্য করেন। পরে

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ১০০৲ বেতনে ঐ পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়া ১৮৭৬ সালে ১৫০৲ মাহিনায় পাকা হন। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতার গুণে তিনি বেলি, মন্‌লি ও হ্যালিডে প্রভৃতি কমিশনার ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৮৯৭ সালে ডেপুটি কলেক্টরের পদপ্রার্থিগণের তালিকায় তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে ঐ পদে মনোনীত করা হয় নাই। ১৮৮২ সালে আরও দুইবার ঐ পদ লাভ করিবার সুযোগ না হওয়ায় তিনি ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন। এই সময় ভুবনেশ্বর দত্ত মহাশয় হাতোয়া-রাজের (সারণ জিলায়) ম্যানেজার-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইদানীং ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তাহার মাতুল-পুত্র বিপিনবিহারীকে স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী, কে-সি-আই-ইর নিকট সুপারিশ করেন। মহারাজা বাহাদুর ইঁহার দক্ষতা ও সততার কথা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন এবং তাঁহার রাজ-দরবারে চাকুরী লইবার বিষয় তাঁহাকে স্বয়ং পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন। উক্ত পত্র পাইয়া বিপিনবিহারী চাকুরী বদলীর দরখাস্ত করেন। কিন্তু দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়াতে তিনি ১২ বৎসরের সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া মহারাজা বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন যে, তিনি তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে রাজী আছেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ সালে ৩০০৲ মাহিনায় হাতোয়া-রাজের তত্ত্বাবধায়ক-পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরবাবু ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ রাজকার্য্যের ভার বিপিনবিহারীর উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ১৮৯০ সালে ডিসেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে বিপিনবিহারী ৫৫০৲ বেতনে হাতোয়া-রাজের ম্যানেজার-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ঐ পদে তিনি ছয় বৎসর কাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রধানতঃ বিপিনবিহারীর উদ্যোগেই হাতোয়ার মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বাঙ্গলার তদানীন্তন গবর্ণর স্যার এশলে ইডেন্ ঐ স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন বলিয়া উহার নাম "ইডেন্ স্কুল" রাখা হয়। স্কুলটি এখনও বর্ত্তমান আছে এবং সকল ছাত্রই এখানে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করে। বিহারে এইরূপ অবৈতনিক বিদ্যালয় খুব বিরল। সাধুতা ও কর্ম্মকুশলতার গুণে বিপিন-বিহারী রাজা ও প্রজা উভয়েরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করেন। তিনিও রাজ্যের উন্নতি ও প্রজার সুখ-সুবিধার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে জমিদারীর আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি শত শত কূপ ও বহু পুষ্করিণী খনন করান ও নানাস্থানে স্কুল, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী ও হাঁসপাতাল স্থাপন করেন এবং বহু রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই সকল কার্য্যে স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের পূর্ণ সহানুভূতি ও উৎসাহ ছিল।

নূতন ক্যাডেষ্ট্রাল সার্ভে ও সেট্‌লমেণ্টের ফলে রাজ্যের আয়-বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইলে মহারাজা বাহাদুর বিপিনবিহারীকে উপযুক্ত পুরস্কার-প্রদানের বাসনা প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হাতোয়ার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে গোহত্যার জন্য হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হইবার উপক্রম হয়! সেই সময় বিপিনবিহারী নিজের জীবন সংশয় করিয়া রাজ্যের অস্ত্রধারী শাস্ত্রী লইয়া গোলমাল থামাইয়া দিলে সরকারের নিকট প্রশংসাভাজন হইলেন। সেই কারণ এবং ক্যাডে-ষ্ট্রাল সার্ভে ও সেট্‌লমেণ্টের কর্ম্মে তাঁহার অসাধারণ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া তদানীন্তন (১৮৯৪) পাটনা-ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার মিঃ ফোর্‌বস্ তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে চাহিলে মহারাজা বাহাদুর আপত্তি করিয়া বলেন যে, তিনি নিজেই সার্ভে-সেটেলমেণ্টের কাজ শেষ হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন। কিন্তু বিপিনবিহারীর দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাজা

বাহাদুরের ইং ১৮৯৬ সালে অকালে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইল না। স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী-দিগকে মাসিক বেতন ছাড়াও মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত পুরস্কারও দিতেন। বিপিনবিহারীও চাকুরীর প্রথম হইতেই মহারাজা বাহাদুরের এতদূর বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রভুভক্তিতে সাতিশয় প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে বহুমূল্য শাল, দোশালা, বেনারসী ও কিংখাপের পরিচ্ছদ, ঘড়ি ও নগদ মুদ্রা—সর্ব্বসমেত প্রায় ৬০০০৲ মূল্যের দ্রব্যাদি পারিতোষিক দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের শ্রাদ্ধো-পলক্ষে ১২০০৲ দান করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর অতিশয় দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি বৎসরের অধিকাংশ কালই পূজাপাঠ ও তীর্থধর্ম্ম করিয়া কাটাইতেন। জমীদারী দেখার ভার বিপিনবিহারীর উপর ন্যস্ত ছিল। বিপিনবিহারীও কায়মনোবাক্যে জমিদারীর উন্নতির জন্য যত্নশীল ছিলেন। জমীদারীর আয় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় ২,০০,০০০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বার্ষিক ১২,০০,০০০৲ টাকায় পরিণত হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে মহারাজা বাহাদুরের অকাল মৃত্যু হইলে হাতোয়া-রাজের পরিচালন-ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত হইল। অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ন মিঃ এ-এম্ মার্কহাম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৫০০৲ মাসিক বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং বিপিনবিহারী ৫৫০৲ মাসিক বেতনে প্রথম সহকারী ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময় বিহার অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা দিল। ইহার নিবারণ-কল্পে হাতোয়া-রাজ বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বিপিনবিহারী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া হাতোয়া-রাজ-এলাকায় দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কার-স্বরূপ পরে সরকার সহকারী ম্যানেজারের পদপ্রাপ্তির সময় হইতে তাঁহার বেতন ১৫০৲ টাকা

বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং এই বাবদে তিনি মোট ২৫০০৲ বক্রী বেতন একসঙ্গে পাইয়াছিলেন। বিপিনবিহারী একজন সুদক্ষ প্রতিভাশালী কর্ম্মী বলিয়া খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় হাতোয়া-রাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার চিররুগ্ন শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তী-উপলক্ষে তিনি রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রশংসা-সূচক প্রতিষ্ঠাপত্র প্রাপ্ত হন। সার্ভে-সেটেলমেণ্টের কর্ম্মে ও দুর্ভিক্ষ-নিবারণের কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। বিপিনবিহারী সময় সময় ১২০০৲ বেতনে অস্থায়ীভাবে ম্যানেজারের কাজও করেন। বহুমূত্র ও দৌর্ব্বল্যজনিত পীড়ায় প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২১০৲ মাসিক বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর যে পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন তাহা নানাকারণে দুর্ভাগ্যক্রমে আর তিনি পূর্ণমাত্রায় পাইলেন না। অতঃপর তিনি হুগলী সহরের পিপুলপাতী মহল্লায় তাঁহার নবনির্ম্মিত বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। পরে তাঁহার পুত্রেরা ঐ গৃহের নাম "বিপিন-ভবন" রাখিয়াছেন। এইখানেই ১লা কার্ত্তিক ১৩১২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে) বিপিনবিহারী ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হাতোয়া-রাজ তদীয় পুত্রগণকে ৫০০০৲ এবং তদীয় পত্নীকে মাসিক ৭৫৲ বৃত্তি দান করেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনবিহারী কলিকাতা সিমুলিয়া-নিবাসী ৺ লক্ষ্মী-নারায়ণ বসুর ভাগিনেয় এবং স্বনামধন্য ডাক্তার স্যার কৈলাসচন্দ্র বসুর পিসতুতো ভ্রাতা ৺দ্বারিকানাথ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা

গিরিবালাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের ছয় পুত্র ও দুই কন্যা হয়। বিপিনবিহারী এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালবিহারী উভয়েই সাতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতাও পুত্রগতপ্রাণা ছিলেন। বিপিনবিহারীর মৃত্যুর দারুণ শোকে তিনি মুহ্যমান হইয়া বাতুলতাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বঙ্গাব্দ ১৩১২ সালের ২১শে পৌষ (ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ সালে) বাঁকীপুরে মুরাদপুর মহল্লার মাখানীর কূয়া পল্লীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লালবিহারীর বাসাবাটীতে ৭২ বৎসর বয়সে প্রায় ৪ মাস ভুগিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিপিনবিহারী বসুর বংশধারা

১। নলিনবিহারী বসু (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—জন্ম পাটনা, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১রা মার্চ্চ; সান্নিপাতিক জ্বরবিকারে ৯ দিন ভুগিয়া ৯ বৎসর বয়সে বাঁকীপুরে তাঁহার খুল্লতাতের বাসায় ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭ সালে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শৈশবে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল।

২। পুলিনবিহারী বসু (২য় পুত্র)—জন্ম পাটনা, ইং ১৪ই জুলাই, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ; মৃত্যু ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯০৯ খ্রীঃ কলিকাতায়। ইনি বি-এ অবধি পড়িয়াছিলেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোণা, হালিসহর এবং হুগলী-নিবাসী স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র, সি-আই-ই, এবং স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সি-আই-ই মহোদয়গণের তৃতীয় ভ্রাতা সব ডেপুটি ৺হরিশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী হেমনলিনীর সহিত ১৮৯৮ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ইঁহার বিবাহ হয়। পুলিনবিহারী কিছুকাল হাতোয়া-রাজের সব এসিষ্ট্যাণ্ট
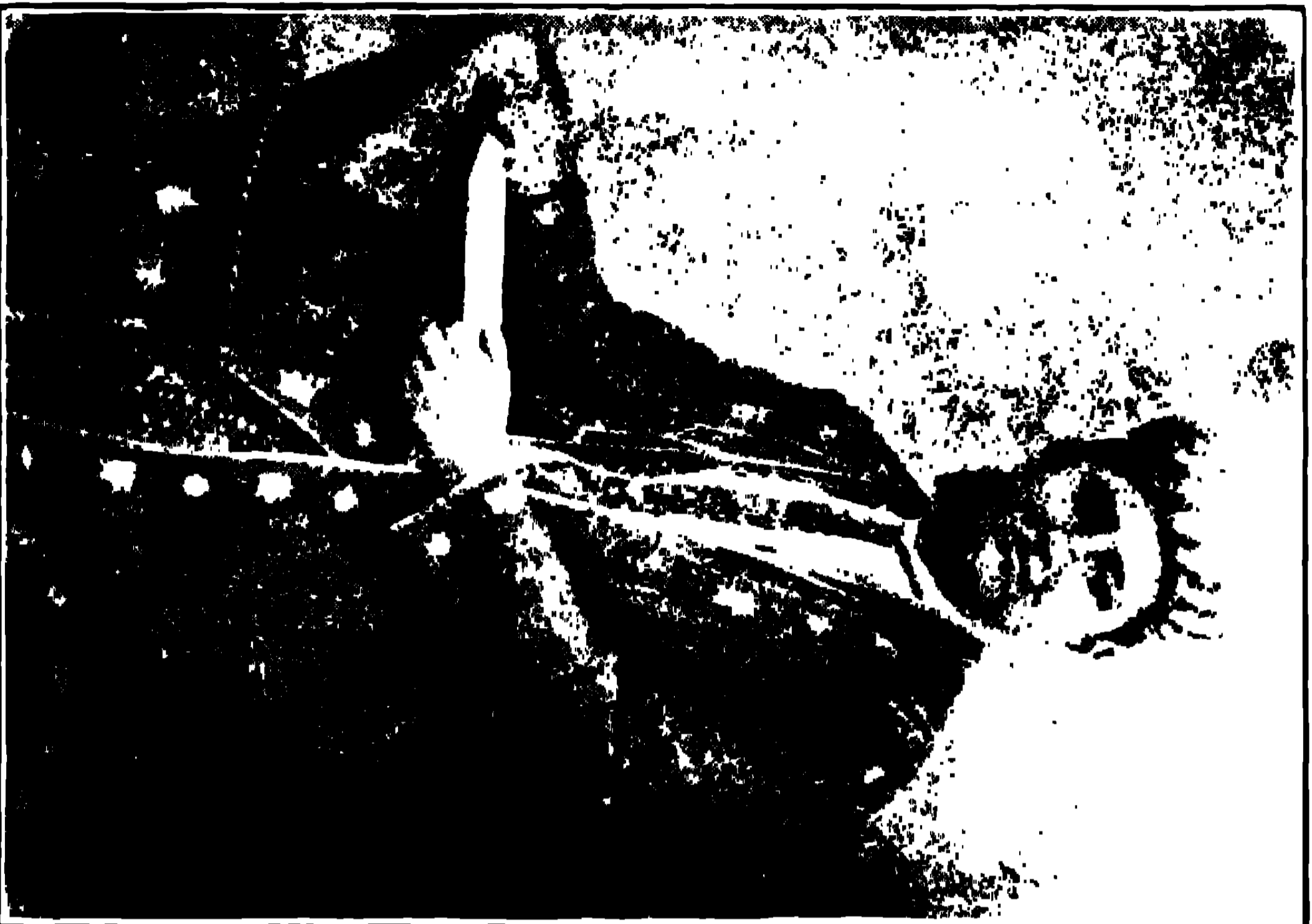
স্বর্গীয় পুলিনবিহারী বসু
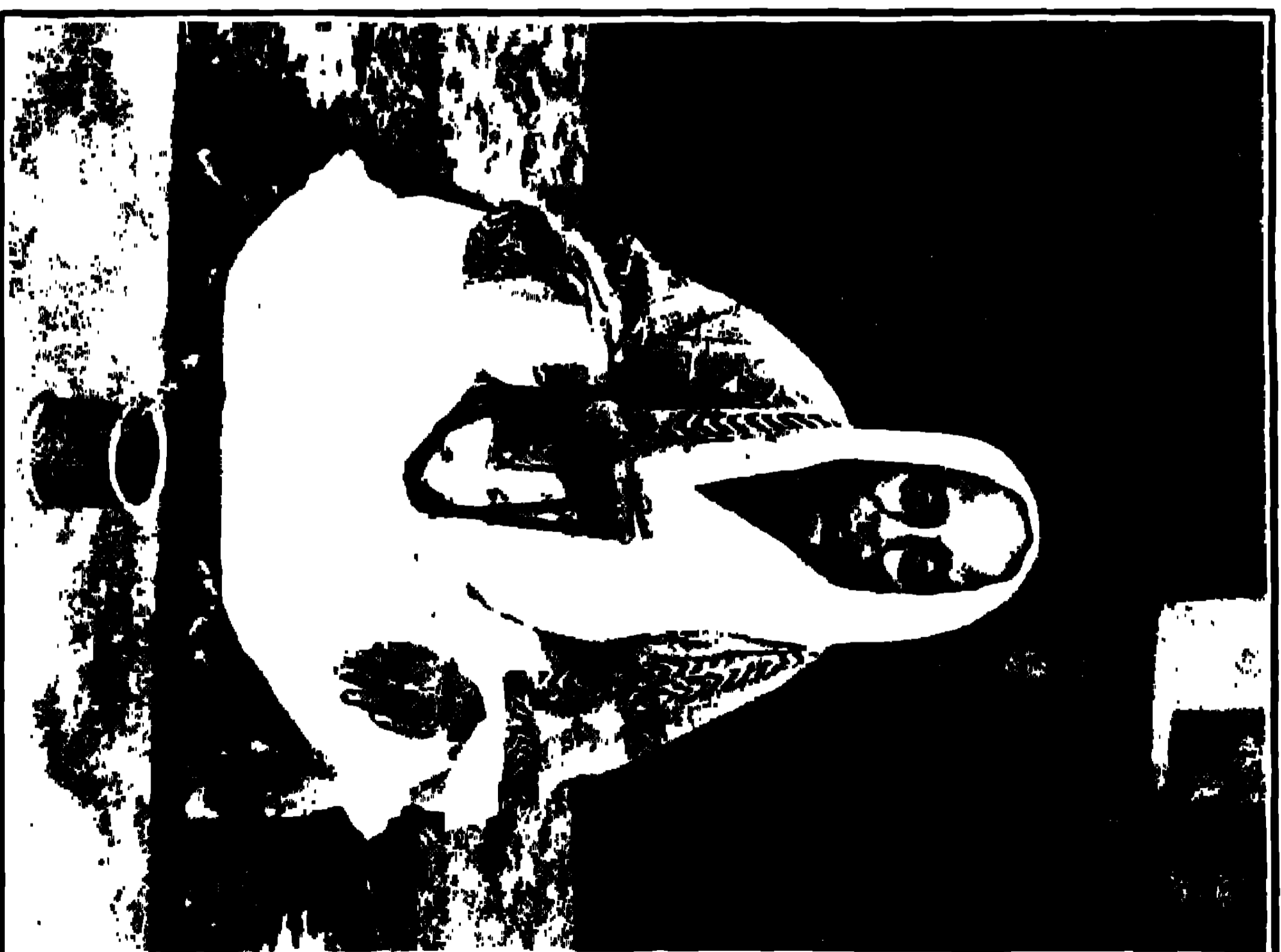
স্বর্গগতা মাতঙ্গিনী বসু

ম্যানেজারের কাজ করেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদ প্রাপ্ত হন। সর্ব্বপ্রথম পাটনায় থাকিয়া ইনি সাহাবাদ জেলায় বকসার মহকুমায় বদ্‌লি হন। পরে ১৯০৪ সালে অক্টোবর মাসে পিতার ভগ্নস্বাস্থ্য ক্রমশঃ আরও খারাপ হইয়া পড়ায় তাঁহার সুপারিশে পুলিনবিহারী হুগলীতে বদলি হইলেন। এই সময় মিঃ ডি-এম কেরি হুগলীর কলেক্টর ছিলেন। ইনি বড় জবরদস্ত অফিসার ছিলেন। কিন্তু পুলিনবিহারী অতি অল্পসময়েই কর্ম্ম-কুশলতার প্রভাবে তাঁহার বিশেষ প্রীতিভাজন হইলেন। এমন কি, একটা নামজাদা ডাকাতের দল ধরাইয়া দেওয়ায় কেরি সাহেব পুলিনবিহারীকে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ-পদে মনোনীত করিবার গভীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতার অমত হওয়ায় সেই পদ লইতে স্বীকৃত হন নাই। আরও ১ বৎসর পরে খাসমহল ও সমস্ত জেলায় সেটেলমেণ্টের কার্য্য-ভার প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ বি-দে পুলিনবিহারীর কার্য্যদক্ষতায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সরকারের নিকট তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করিবার জন্য মনোনীত করেন। এইরূপে তিনি আরও দুইবার ডিভিসনাল কমিশনরদিগের দ্বারাও মনোনীত হইয়াছিলেন। পরে ১৯০৮ সালে মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত হইয়া কিছুকাল সেখানকার ছোট সেটেলমেণ্টের কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। এই সময় মিঃ ডি ওয়েষ্টন (পরে বিহার উড়িষ্যার বোর্ড অব রেভেনিউ-এর মেম্বর হয়েন) মেদিনীপুরের কলেক্টর। তিনি পুলিনবিহারীকে ভালবাসিতেন। এখানে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হন এবং কয়েক মাস ভুগিয়া মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

পুলিনবিহারীর দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র জীবিত ও একটী কন্যা মৃতা—

(১) সুধাবতী—জন্ম ২৪শে ভাদ্র, ১৩০৯ (ইং ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯০২) কোণায়। শ্রীরামপুর মহকুমার (হুগলী জেলা) বড়া গ্রাম-নিবাসী ৺যজ্ঞেশ্বর বসুর দৌহিত্র শ্রীমান্ সুহাসকুমার ঘোষের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। সুহাসকুমারের পূর্ব্বনিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে।

(২) খাসী নাম্নী কন্যা—মৃতা।

(৩) বীরেন্দ্রকুমার—জন্ম ১৫ই শ্রাবণ ১৩১৪ সাল (ইং ৩১শে জুলাই, ১৯০৭) হুগলীতে। পক্ষাঘাতে শৈশবে ইঁহার একটি পা খোঁড়া হইয়া যায়। হুগলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়া ইনি হুগলী কলেজে আই-এ অবধি পড়েন। পরে বোলপুর শ্রীনিকেতন হইতে গোপালন ও হাঁসমুরগী-পালনবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি এখন-দুগ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

(৪) লাবণ্যময়ী—জন্ম মেদিনীপুর, ৩রা পৌষ, ১৩১৫ সাল (ইং ১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৮)। শ্রীরামপুরের উকীল বাকসা-নিবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র সুধীরকুমারের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। সুধীরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুশীলকুমার কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও রিপণ ল-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। উপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺ যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এলাহাবাদের প্রথিতনামা ব্যবহারাজীবী ছিলেন।

৩। অনিলবিহারী বসু (৩য় পুত্র)—জন্ম হাতোয়া ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। প্রথমে হাতোয়া রাজ স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে এফ-এ পড়েন। দুই এক বৎসর কলিকাতায় কোন বণিক অফিসে কাজ করিবার পর ইনি ১৯১১ সালে হাতোয়া-রাজের সংসার-বিভাগে হেডক্লার্ক-পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালে হাতোয়া-রাজের "ভোরে" কেন্দ্রের সার্কেল অফিসারের

পদ লাভ করেন। ১৯২১।২২ সালে কালাজ্বরে ভুগিয়া ইঁহার ভ্রাম্যমান কর্ম্মচারীর যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ইনি ১৯২৩ সালে ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ বিভাগের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট-রূপে হেড্ কোয়ার্টার্সে বদলী হন। সময়ে সময়ে ট্রেজারী অফিসার এবং এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে কার্য্য করিবার পর ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে ইনি দ্বিতীয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে উন্নতি হইয়াছেন। ইনি হাতোয়া-রাজের একজন সুযোগ্য ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। খাজনা এবং জমী-সংক্রান্ত বিভাগ ইঁহার হস্তেই ন্যস্ত আছে। কমিশনর ও জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হাতোয়া-রাজের অফিস পরিদর্শন করিয়া ইঁহার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য বরদাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি ইদানীং পূজার্চ্চনায় অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন। অনিলবিহারী ১৯০৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার বাগবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় ভবনাথ সেনের তৃতীয় পুত্র হেমনাথ সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিভাবতীকে বিবাহ করেন। ১৯১৬ খৃঃ বিভাবতী মারা যান। ইঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত এবং এক পুত্র মৃত—(১) নীলিমা—জন্ম বাগবাজার, ১০ই এপ্রিল ১৯১১ সাল। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে ইঁহার কলিকাতা ইটালি-নিবাসী শ্রীমান্ বিষাদেন্দু বিশ্বাসের সহিত বিবাহ হয়। দুঃখের বিষয়, মধ্যে মধ্যে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হওয়ায় দুইবার ইঁহাকে রাঁচির মানসিক আতুরালয়ে বাস করিতে হইয়াছে। একটি পুত্র-সন্তান সপ্তম মাসে প্রসব করিয়া রক্তহীনতা হেতু ২৮।১২।৩৪ তারিখে শুক্রবার ইঁহার অকাল-মৃত্যু হয়। শিশু পুত্রটি আন্দাজ ১ ঘণ্টা কাল জীবিত ছিল। (২) কমলা—জন্ম বাগবাজার, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯১২ সাল। ১৯২৫ সালে কলিকাতা গড়পারের শ্রীযুক্ত অরিন্দম মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মোহনচাঁদ মিত্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। মোহনচাঁদ দালালের কাজে নিযুক্ত আছেন। ইঁহার মাতামহ ৺বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত একজন নাম-

জাদা মুৎসুদ্দি ছিলেন। (৩) রবীন্দ্রকুমার—জন্ম হাতোয়া, ৬ই জানুয়ারী ১৯১৫। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় ইনি প্রথমে মাতামহীর নিকট পালিত হন। কৈশোরে পিতার নিকট থাকিয়া হাতোয়া-রাজ ইডেন স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে পাটনা কলেজ হইতে আই-এ পাশ করিয়া ঐ কলেজেই বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। খেলাধূলায় ইনি বেশ পারদর্শী। ক্যারম, পিংপং প্রভৃতি খেলায় এবং কলেজের নাটকাভিনয়ে ইনি কয়েকটী পদক ও পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ক্রিকেট খেলায় বিশেষতঃ বল দেওয়ায় ইনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

৪। ইন্দুবালা (জ্যেষ্ঠ কন্যা)—জন্ম, হাতোয়া, ২৩শে শ্রাবণ ১২৯৪ সাল (ইং আগষ্ট ১৮৮৭)। বংশবাটীর সিংহ-পরিবারের শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বি-এর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারা বর্ত্তমানে পাটনা বাঁকীপুরে আছেন। চন্দ্রনারায়ণ রাজসাহীর বীরকুৎসা জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন; এখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। ইঁহাদের দুই কন্যা—মৃণালিনী) (জন্ম ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯০১ সন) ও নিভাননী (জন্ম ১৯০৪ খৃঃ); উভয়েরই বিবাহ হইয়াছে। ২৪পরগণার বজবজ্ থানার অন্তর্গত মৌখালি গ্রাম-নিবাসী ডাক্তার বদনচন্দ্র ঘোষের সহিত প্রথমার বিবাহ হয়; ইঁহার তিনটি কন্যা। দ্বিতীয়া কন্যার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত বিবাহ হয়। সুরেন্দ্রনাথের পিতা রুড়কীতে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন। সেইখানে লেখাপড়া শিখিয়া সুরেন্দ্রনাথ ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ারের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া এখন কলিকাতায় এসিষ্ট্যাণ্ট ফ্যাক্টরী-ইন্সপেক্টরের পদে মাসিক ৪৫০৲ বেতনে নিযুক্ত আছেন। সুরেন্দ্র-নাথের জ্যেষ্ঠতাত ৺শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয় যুক্তপ্রদেশস্থিত করদ রাজ্য রামপুর ষ্টেটের চিফ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

৫। **শিশিরবিহারী** (৪র্থ পুত্র)—জন্ম হাতোয়া, ১২৯৫ সালের

২৫শে অগ্রহায়ণ (ইং ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ খৃঃ) । ইনি হাতোয়া রাজ স্কুল, বাঁকিপুর টি-কে ঘোষ একাডেমী ও হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। প্রথমে কলিকাতায় 'ষ্টেটসম্যান' সংবাদ-পত্রের অফিসে পাঁচ বৎসর কাজ করিয়া ইনি ১৯১৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বিশ্বস্ত সহকারী ও রেখালেখকের (confidential assistant & stenographer) পদ প্রাপ্ত হন। পরে রেজিষ্ট্রারের অফিসে উচ্চ সহকারীর(senior assistant) পদে উন্নীত হন। ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাটনায় খুল্লতাত-পুত্রদিগের নিকট যাইয়া ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হন। অতঃপর ঐ ব্যাধি বহু পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিলেও আর কর্ম্মক্ষম না হওয়ায় দীর্ঘকাল অবকাশ লইবার পর ইনি ইং ১৯৩২ সালের মধ্যভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি ব্যারাকপুর টিটাগড়ের চক বৌবাজারের ৺অমৃতলাল দাস মহাশয়ের পঞ্চমী কন্যা তরুবালার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার তিন পুত্র (১) অমরেন্দ্রকুমার—জন্ম ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬ (ইং ১৩ই ডিসেম্বর ১৯১৯) ; (২) সমরেন্দ্রকুমার—জন্ম ১লা পৌষ ১৩২৮ সাল (ইং ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২১) ; (৩) মিহিরেন্দ্র কুমার—জন্ম ৩রা আশ্বিন ১৩৩৩ সাল, (ইং ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬)।

৬। নীরদবিহারী (৫ম পুত্র)—জন্ম হাতোয়া, ২৭শে বৈশাখ ১৩০০ সাল (ইং ১৮ই মে ১৮৯৩) ; হাতোয়া রাজ স্কুল ও বাঁকীপুর টি-কে ঘোষ একাডেমিতে প্রথমে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি হুগলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং হুগলী কলেজ হইতে আই-এ পাশ করেন। ১৯১৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পড়েন। অতঃপর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বিহার ও উড়িষ্যা

প্রদেশের সেক্রেটারিয়েটে ফাইন্যান্স-বিভাগে প্রবিষ্ট হন। মধ্যে কিছুদিন রাজস্ব-বিভাগেও কাজ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে "বোর্ড অব রেভিনিউ"র উচ্চস্তরে বদলী হইয়াছেন। সার্ব্ব-জনিক এবং সামাজিক কার্য্যে ইনি বিশেষ উৎসাহী। ১৩২২ সালের দামোদর-বন্যার সময় হরিপাল থানার অন্তর্গত গ্রামে গ্রামে ইনি আর্ত্তের সেবা করিয়াছিলেন। ইনি ২২শে বৈশাখ ১৩২৪ (ইং ৫ই মে ১৯১৭) সালে বর্ত্তমান হাতোয়ার মহারাজা বাহাদুর গুরুমহাদেবাশ্রমপ্রসাদ সাহীর গৃহ-শিক্ষক গোয়াড়ীকৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী পলাশডাঙ্গা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত বসন্তকুমার সরকার মহাশয়ের পঞ্চমী কন্যা রমলার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার এক পুত্র ও তিন কন্যা—

(১) রেবা—জন্ম হাতোয়া, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩২৫ (ইং ৮ই জুন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৪০ সালে চাঁদড়া-(হুগলী) নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মধ্যম পুত্র দেবেন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ বিহার ও উড়িষ্যার পুলিশ-বিভাগে রীডার (রেখা-লেখক) সব্-ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য করেন। দেবেন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী। রেবা পাটনা উচ্চ ইংরাজী রাজা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে

(২) তরুণকুমার—জন্ম হাতোয়া, ১৩ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২৮ সাল (ইং ২৯শে জুলাই ১৯২১)। খেলাধূলায় বেশ পারদর্শী। ব্যায়াম ও বাৎসরিক খেলাধূলার উৎসবে স্কুলে এবং সার্ব্বজনিক সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ২। ৩ বার পারিতোষিক লাভ করিয়াছে। ইং ১৯৩৩ খৃঃ ফুটবল ম্যাচ খেলায় পারদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

(৩) রেণু—জন্ম হাতোয়া, ১২ই আশ্বিন, শনিবার ১৩৩০ সাল (ইং ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

(৪) রেখা—জন্ম নেড়ুয়া চন্দননগর (হুগলী), সোমবার ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল (ইং ৮ই জুলাই ১৯৩০)।

৭। কুমুদবিহারী (৬ষ্ঠ পুত্র)—জন্ম হাতোয়া, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ (ইং ২৫শে মে ১৮৯৪)। হাতোয়া, হুগলী ও কলিকাতায় প্রথমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইনি বাঁকীপুর টি-কে ঘোষ একাডেমী হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ১৯১২ খৃঃ উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন বঙ্গবাসী কলেজে আই-এ পড়িয়া কলিকাতায় জেনারেল পোষ্ট অফিসে কর্ম্ম করেন। পরে ১৯১৬ খৃঃ হাতোয়া-রাজের সংসার-বিভাগে নিযুক্ত হন। খেলা-ধূলা এবং ব্যবসার দিকে ইঁহার প্রবল উৎসাহ। বর্ত্তমানে হুগলীতে পেট্রোল ও মণিহারীর ব্যবসায় করিতেছেন। ১৯১৮ খৃঃ আগষ্ট মাসে ইনি লাহোরের ডি-এ-ভি কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ এম-এ মহোদয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দিরাকে বিবাহ করেন এবং ১৯২৫ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বিপত্নীক হন। ইঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত এবং একটী কন্যা মৃতা—

(১) হীরেন্দ্রকুমার—জন্ম কলিকাতা, ৭ই আগষ্ট, ১৯২০। ১৯৩৪ খৃঃ মার্চ্চ মাসে লাহোরের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

(২) গৌরী—জন্ম লাহোর, জানুয়ারী, ১৯২২। এক বৎসরের ভিতরেই রুগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ মারা যায়।

(৩) ইলা—জন্ম হাতোয়া, ২০শে নভেম্বর, ১৯২৩।

৮। অমিয়াবালা (কনিষ্ঠা কন্যা)—জন্ম হাতোয়া, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩০২ (ইং ডিসেম্বর ১৮৯৫) ছাপরার ডাক্তার বাবু অপূর্ব্ব দাসের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাস, এম-বির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইং ১৯১৩ সালে ১৮ বৎসর বয়সে ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লালবিহারী বসু

যাদবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র লালবিহারী হুগলী সহরে ৩রা ভাদ্র মঙ্গলবার ১২৬৪ সাল (ইং ১৮ই আগষ্ট, ১৮৫৭) চতুর্দ্দশী তিথি পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া ইনি মাতা, ভ্রাতা ও এক ভগিনীর সহিত জ্যেষ্ঠতাত হরচন্দ্রের আশ্রয়ে পালিত হন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ইনিও মাতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতার মত দেখিতেন। প্রথমে হুগলী ব্র্যাঞ্চ স্কুলে শিক্ষা পাইয়া ইনি ইং ১৮৭২ সালে ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত হওয়ায় মাতার সহিত পাটনায় বিপিনবিহারীর নিকট চলিয়া যান এবং সেখানে পাটনা কলিজিয়েট স্কুল হইতে ১৫৲ সরকারী বৃত্তি লইয়া ইং ১৮৭৫ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাটনা কলেজে কিছুদিন এফ-এ পড়িয়া কলিকাতায় মেট্রোপলিটন (বিদ্যাসাগর) কলেজে গমন করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য পড়া ছাড়িতে বাধ্য হন এবং পাটনায় ফিরিয়া আসেন।

পাটনায় আসিয়া ১৮৭৯ খৃঃ লালবিহারী কমিশনার-অফিসে প্রবেশ করেন। ১৮৯৮ সালে হেড এসিষ্টাণ্টের পদে উন্নীত হইয়া সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর কাল ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। স্বীয় কার্য্যের গুণে উচ্চতম কর্ম্মচারী এবং সহকর্ম্মীগণের—উভয়েরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সামাজিক কর্ম্মে এবং পরোপকার-বৃত্তিতে ইঁহার সমান অনুরাগ ছিল। এজন্য এবং অমায়িক স্বভাবের হেতু, কি বাঙ্গালী কি বিহারী, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি ছোট কি বড়, সকলের নিকটেই ইনি সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ হিসাবেও ইনি পাটনায় একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। বাঁকীপুর-শূরোদ্যান (বাঙ্গালী আখড়া) ও হরিসভার সহিত ইনি বহুকাল ঘনিষ্ঠভাবে

স্বর্গীয় লালবিহারী বসু শ্রীযুক্তা বিনোদকুমারী বসু

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী বসু স্বর্গীয়া প্রতিভা বসু

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সন ১৩০০ সালে অন্যান্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের সহযোগিতায় শূরোদ্যানে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেন এবং যতদিন বাঁকীপুরে ছিলেন ততদিন মহাপূজার একদিনের খরচ নিজের মাতার নামে বহন করিতেন। ইনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। অনেক বন্ধুর ঋণভার ইনি স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। কমিশনর-অফিস হইতে ১৯১১ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া লালবিহারী হাতোয়া-রাজের সংসার-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই সময় ইঁহার পিসতুতো ভায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হাতোয়া-রাজের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই ইঁহাকে সেখানে লইয়া যান। এখানেও স্বীয় কর্ম্মপটুতা, সাধুতা ও মধুর প্রকৃতির গুণে ইনি সকলেরই সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধা মহারাণীসাহেবা, মহারাজা বাহাদুর এবং রাজকন্যা ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন। সফরে গেলে ইনি না হইলে তাঁহাদের চলিত না। প্রজা-সাধারণও তাঁহাদের দুঃখের প্রতিকারের জন্য ইঁহার শরণ লইতেন। রাজসরকার ইঁহার কার্য্যে এতদূর প্রীত ছিলেন যে, যখন অসুস্থতা নিবন্ধন ইনি ১৯২৪ সালে হাতোয়া হইতে চলিয়া আসেন তখন কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্য না করিলেও ইঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। মহারাণীসাহেবার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পরবৎসর একবার হাতোয়ায় গমন করিলেও বেশীদিন আর সেখানে অবস্থান করিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর হইতেই ইনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন এবং ইঁহার পদ দুইটি শুকাইয়া যাইতেছিল। ইদানীং পা দুইটি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান তাঁহার প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে মূত্রাশয়ের কঠিন পীড়ায় চারি মাস ভুগিয়া ১৩৩৯ সালের ২৭শে বৈশাখ মঙ্গলবার (ইং ১০ই মে ১৯৩২) বেলা ১১টা ৫৪মিঃ সময়ে পাটনা গর্দ্দানিবাগে স্ত্রী-

পুত্র-পরিজন-বেষ্টিত হইয়া ইনি অমরধামে গমন করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে দ্বিতীয় জামাতার মৃত্যুতে ইনি অতীব মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে বাঁকীপুর মুরাদপুরে ইনি একটা বাড়ী ক্রয় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মিউনিসিপ্যালিটি—বাড়ীটি যে পথের উপর অবস্থিত—উহার নাম উঁহার নামানুসারে রাখেন। তাঁহার বিধবা পত্নীর জন্য হাতোয়া-রাজ মাসিক ৩০৲ টাকার বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

১২ই ফাল্গুন ১২৮৮ সালে (ইং ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮২) লালবিহারী বাঁকীপুরের স্বনামখ্যাত প্রসন্নকুমার সিংহের পঞ্চম কন্যা বিনোদকুমারীকে (জন্ম ১৮৭২ খ্রীঃ) বিবাহ করেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা। লালবিহারী পুত্রদের সকলকেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন এবং কন্যাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন। বিপিনবিহারী ও পুলিন-বিহারীর মৃত্যু হইলে ইনি ভ্রাতার পুত্র-কন্যাদিগের ভার লন এবং তাহাদের শিক্ষা ও বিবাহ দেন। ইনি থিওজফিক্যাল সোসাইটীর সভ্য ছিলেন।

লালবিহারী বসুর বংশধারা

১। বিমানবিহারী বসু—জন্ম সবজীবাগ, বাঁকীপুর, ৮ই চৈত্র, বুধবার, ১২৯৫ (ইং ২০শে মার্চ্চ, ১৮৮৯) রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকা। বাঁকীপুর টি-কে ঘোষ একাডেমি হইতে ১৯০৪ খৃঃ প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি পাটনা কলেজে এফ-এ ও বি-এ অধ্যয়ন করেন। তৃতীয় বার্ষিক হইতে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিবার সময় ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া উইলসন মেমোরিয়াল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৮ খৃঃ বি-এ পাশ করিয়া ইনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পড়িতে যান।

১৯১২ খৃঃ এম-এ ডিগ্রি লাভ করিয়া ত্রিপুরা জিলার রায়পুর গ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সুনামের সহিত হেড মাষ্টারের কর্ম্ম করেন। ইং ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া বিহার ও উড়িষ্যা সেক্রেটারিয়েটের উচ্চ স্তরে কর্ম্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট (appointment) বিভাগে কাজ করিয়া রেভিনিউ-বিভাগে ১৯২০ খৃঃ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকেন। সেই সময় নব-সূচিত মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার-প্রবর্ত্তনের জন্য অস্থায়ী রিফর্মস্ বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইলে ইনি উহার হেড্ এসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হন। ঐ অফিস উঠিয়া গেলে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য-সংক্রান্ত কাউন্সিল অফিসের হেড্ এসিষ্টাণ্ট হইয়া যান (জানুয়ারি, ১৯২১ খৃঃ)। পরে বোর্ড অব রেভিনিউর জন্য একজন উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন হইলে ইং ১৯২৫ সালে তিনিই উক্ত পদের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু তদানীন্তন হেড্ এসিষ্টাণ্ট মহাশয়ের অবসর-গ্রহণের আর অধিক দিন বাকী না থাকায় ঐ পদ তাঁহাকে দেওয়া হয়। ইং ১৯২৭ সালের ১৬ই জুলাই হইতে তিনি সুপারিনটেনডেণ্টের কার্য্য করিতেছেন। ইনি ইঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীদের অতীব বিশ্বাসের এবং অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের শ্রদ্ধার পাত্র। ইং ১৯৩২ সালের প্রথম ভাগে প্রাদেশিক ফ্রাঞ্চাইজ কমিটিতে নিজের অফিসের অতিরিক্ত কার্য্য সবিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করায় কমিটি তাঁহাদের বিবরণীতে সে কথার প্রশংসাসূচক উল্লেখ করেন।

কলেজে পাঠ্যাবস্থায় ইনি বন্ধুগণের সহিত বাঁকীপুরে সুহৃদ পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত পরিষদ্ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কলেজের টেনিস ক্লাবের ও কমন রুমের ইনি সেক্রেটারী ছিলেন। ইঁহার বিশেষ চেষ্টায় পাটনা নূতন রাজধানীতে "গেট পাব্লিক লাইব্রেরী" স্থাপিত হয়। সেক্রেটারিয়েট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সেক্রেটারিয়েট

কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স, রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রভৃতির সহিত ইনি বিশেষ-ভাবে সংযুক্ত। তিন বৎসর ইনি পাটনা নূতন রাজধানীর মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভ্যরূপে সুনামের সহিত কার্য্য করেন।

বিমানবিহারী ইং ১৯২৯ সালে জুন মাসে হুগলী প্রতাপপুরে গঙ্গার ধারে একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া পিতৃদেবের নামানুসারে উহার নাম "লালকুটীর" রাখিয়াছেন। ১৯৩১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে দার্জ্জিলিং জিলার পরিত্যক্ত সেনানিবাস তাক্‌দায় একখানি বাড়ী কিনিয়া স্বর্গগতা পত্নীর নামে উহার "প্রতিভা-নিবাস" নামকরণ করেন।

ইনি দেশ ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। গৌহাটী, কামাখ্যা, ঢাকা, দার্জ্জিলিং, কারসিয়ং, পরেশনাথ, বৈদ্যনাথ, মধুপুর, রাঁচির হুডু জলপ্রপাত, হাজারিবাগ, জামসেদপুর, গয়া, বরাবর পাহাড়, ডেহরি, কোইলোয়ার, পুরী, ভুবনেশ্বর, কনারক, বেনারস, চুনার, বিন্ধ্যাচল, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কানপুর, আগ্রা, মীরাট, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, দেরাদুন, মুশৌরী, লাহোর, অমৃতসর, তক্ষশিলা, শ্রীনগর, রাওলপিণ্ডি, পেশোয়ার, লাণ্ডিকোটাল, খাইবার গিরিবর্ত্ম, আবু পর্ব্বত, জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, আজমীর, গোয়ালিয়র, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, উতকামণ্ড, মথুরা, কাঞ্চী, তিনেভেল্লী, গাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, শ্রীরঙ্গম, শ্রীরঙ্গপত্তন, শিবসমুদ্রম, (কাবেরী-প্রপাত), বাঙ্গালোর, মহীশূর, কোলার স্বর্ণখনি, ভদ্রাবতী লৌহ-কারখানা, জিয়ারসোপ্পা জলপ্রপাত, দ্বারসমুদ্র, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কন্যা কুমারিকা প্রভৃতি উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকল দ্রষ্টব্য স্থানই পরিদর্শন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র নীরদবিহারী প্রায় সকল স্থানেই তাঁহার সহিত গমন করেন। ইহা ব্যতীত বাল্যকালে তাঁহার মেসো মহাশয়ের আবাস-স্থান জব্বলপুরেও গিয়াছিলেন।

৪ঠা বৈশাখ ১৩২১ সালে (ইং ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে) ইনি

কলিকাতা খিদিরপুর-নিবাসী প্রমথনাথ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রতিভার পাণিগ্রহণ করেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩২৯ সালে (ইং ৭ই জুন ১৯২২) গর্দ্দানিবাগে, বেলা প্রায় ৫টার সময় বিমানবিহারীর পত্নীবিয়োগ হয়। ইঁহার তিন পুত্র—(১) বৃন্দাবনবিহারী ওরফে বিকাশ-বিহারী—জন্ম হাতোয়া, ২৬শে মাঘ, সোমবার, ১৩২৪ সাল (ইং ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮) রাত্রি ১টা। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছেন। ইঁহার চিত্রাঙ্কনে বিশেষ অনুরাগ। (২) বৈকুণ্ঠবিহারী—জন্ম কলিকাতা, খিদিরপুর, ১৭ই ভাদ্র বুধবার, ১৩২৬ সাল (ইং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯১৯) বেলা প্রায় ৩টা। মৃত্যু,—গর্দ্দানিবাগ, পাটনা, ৩০শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৩১ (ইং ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪), বেলা ১২টা ৫০ মিঃ; (৩) বারিদবিহারী ওরফে বংশীবিহারী, জন্ম ১৬নং বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা, ১১ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩২৭ (ইং ২৬শে নভেম্বর, ১৯২১) রাত্রি ৩টা ৪০মিঃ। উপস্থিত দেওঘরে রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করিতেছে। ভারত-সম্রাটের রজত জুবিলী উপলক্ষে বিহার গবর্ণমেণ্ট ১৩৩৫ সালের ৬ই মে তারিখে পাটনার ডিভিজনাল দরবারে বিমানবিহারীকে ১টী Silver Jubilee Medal প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

২। শিবরাণী—জন্ম মোরাদপুর, পাটনা, ১৮ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩০১ (ইং ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৪), রাত্রি প্রায় ১১টা। ইং ১৯০৫ সালের মে মাসে রাণাঘাটের বাবু চন্দ্রভূষণ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ক্ষেত্রমোহন বর্ত্তমানে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় কর্ম্ম করেন। ইঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা :—(রমেশচন্দ্র—জন্ম, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর, ২১শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩১৭ (ইং ৫ই মার্চ্চ ১৯১১), বেলা ৩টা—৪৯মিঃ। ইনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া দুইবার জেল খাটিয়াছেন।

(২) নরেশচন্দ্র—জন্ম, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর ১৩২২ (জুলাই ১৯১৫ খৃঃ); মৃত্যু গর্দ্দানিবাগ, পাটনা, ৮ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩২৯ (ইং ২০শে জুলাই ১৯২২)। (৩) অমলকুমার—জন্ম, রাণাঘাট, ১লা পৌষ, সোমবার, ১৩৩০ (ইং ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৩) সন্ধ্যা ৮টা ৪৫মিঃ। ৪। শর্ম্মিষ্ঠা—জন্ম, রাণাঘাট, ৭ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৪ (ইং ২৩শে জুলাই ১৯২৭) বিকাল ৫টা ৪৯মিঃ।

৩। বঙ্কিমবিহারী—জন্ম মোরাদপুর—পাটনা, ৭ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩০৫, মহানবমী (ইং ২৩শে অক্টোবর ১৮৯৪), রাত্রি প্রায় ১১টা, প্রথমে বাঁকীপুর টি-কে ঘোষের একাডেমিতে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি হাতোয়া ইডেন স্কুলে ভর্ত্তি হন। ইনি অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই পুরস্কার লাভ করেন। হাতের লেখা সুন্দর বলিয়া একবার রৌপ্য-নির্ম্মিত লেখনী প্রাপ্ত হন। প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় ঘটনাচক্রে ইহাকে কিছুদিনের জন্য পড়া ছাড়িতে হয়। ইহার শরীরও অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। ১৯১৬ সালে কলিকাতা কেশব একাডেমী হইতে ইনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষা দিবার সময় ইঁহার শরীর এতদূর খারাপ হইয়াছিল যে, পরীক্ষাগৃহে বিছানায় শুইয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয়; তৎসত্ত্বেও কেশব একাডেমীর পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। অতি অল্প সংখ্যার জন্যই ইনি বৃত্তি পান নাই। কিছুদিন আই-এ পড়িবার পর ইঁহার স্বাস্থ্য এরূপ ভাঙ্গিয়া যায় যে, ইনি পড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। অতঃপর বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ইনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন এবং সেখানে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ১৯১৭খ্রীঃ নভেম্বর মাসে কণ্ট্রোলার অব মিলিটারি একাউণ্ট্সের অফিসে প্রবিষ্ট হয়েন। ১৯১৮খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ইনি মহাসমর-সংক্রান্ত কার্য্যে স্বেচ্ছায় পারস্যের

শিরাজ নগরীতে গমন করেন। ঐ সময় শিরাজ অতিশয় দুরধিগম্য ছিল; যানবাহন এবং আহার ও বাসস্থানের কষ্টও সমধিক ছিল; পথে ভীষণ মরু-দস্যুর উৎপাত ছিল। ঐ সকল কারণে কেহ শিরাজে যাইতে চাহিত না। বঙ্কিমবিহারীর দল বন্দর আব্বাস হইতে তিন মাসে শিরাজে পৌঁছে; এই সময় কোনও দিন নুন-ভাত, কোনও দিন বা শুধু ফল খাইয়া কাটাইয়াছেন। একবার নিদ্রিতাবস্থায় দস্যু আসিয়া হাত-ঘড়ি খুলিয়া লইয়া যায়। এক বৎসর পরে ১৯১৯ খ্রীঃ ইনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। শিরাজে অবস্থান-কালে ইনি একবার কঠিনভাবে পীড়িত হন। সে সময়ে বসু-পরিবারের পূর্ব্ব-পরিচিত ডাক্তার ক্যাপ্টেন উপেন্দ্রমোহন গুপ্ত মহাশয় ইহার অশেষ যত্ন লন। ভারতে ফিরিয়া সেনাদলের হিসাব-রক্ষকরূপে লক্ষ্ণৌ, মীরাট, বেরেলি, লাহোর, রাওলপিণ্ডি, পেশোয়ার, ডেরাইসমাইল খাঁ, রজমাক প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া রেঙ্গুনে মিলিটারী একাউণ্টস্ আফিসে বদলি হন এবং কিছুদিন মৈমিওতেও অবস্থান করেন। স্বাস্থ্যলাভের আশায় মাঝে মাঝে ছুটী লইয়া শিলং, দার্জ্জিলিং, ডেরাডুন, পুরী, করাচী, বোম্বাই, আবুপর্ব্বত প্রভৃতি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়াছেন, কিন্তু নষ্ট স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পান নাই। ইনি বিবাহ করেন নাই।

৪। বীণাপাণি—জন্ম—মোরাদপুর—পাটনা, ১১ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩০৭ (ইং ১৬ই জুলাই ১৯০০)। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে হুগলী জিলার চাঁদড়া-বলাগড়ের মিত্র-পরিবারের এবং বারাণসী-ধামের গণেশমহল্লার উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাতকুমারের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। প্রভাতকুমার বি-এ, এল-টি পাশ করিয়া সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ পাইয়াছিলেন এবং লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট জুবিলি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বহুদিন ধরিয়া অধ্যাপনা করেন। স্বীয় স্বভাব ও চরিত্রের বলে ইনি তথায় ছোট বড় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

মূত্রাশয়ের পীড়ায় সমস্ত চিকিৎসা তুচ্ছ করিয়া আত্মীয়-বন্ধুদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইনি লক্ষ্ণৌ সহরেই ইং ১১ই আগষ্ট ১৯৩১ সালে অকালে পরলোক গমন করেন। বীণাপাণির দুই কন্যা ও এক পুত্র ঃ—(১) নবলতা—জন্ম রাঁচি ২২শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩২২ (ইং ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৬)। ৫ই বৈশাখ ১৩৩৭ সালে (ইং ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০) কাশী জঙ্গমবাড়ীর উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমলানন্দ, এম্-এর সহিত শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার একটি কন্যা এপ্রিল মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। (২) পশুপতিকুমার—জন্ম, গণেশমহল্লা কাশী, ১৭ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩২৮, (ইং ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২১ সাল)। (৩) প্রীতিলতা—জন্ম, গণেশমহল্লা কাশী, ১৬ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩২৯, (ইং ৩০শে জানুয়ারী ১৯২৩)।

৫। বিজনবিহারী—জন্ম মোরাদপুর পাটনা, ২৭শে পৌষ শনিবার ১৩০৮ (ইং ১১ই জানুয়ারী ১৯০২), বেলা প্রায় ১০টা। বাঁকিপুর টি-কে ঘোষের একাডেমিতে, রাঁচি জিলা স্কুলে এবং হাতোয়া রাজ ইডেন স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইনি শেষোক্ত স্কুল হইতে ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষা। বয়স কম থাকার জন্য ইনি পূর্ব্ব বৎসর পরীক্ষা দিতে পান নাই। পরীক্ষায় পাশ হইয়া ইনি হাতোয়া রাজের ১০৲ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। নিউ কলেজ হইতে আই-এ এবং পাটনা কলেজ হইতে ইং ১৯২২ সালে ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি-এ পাশ করেন। অতঃপর দুই বৎসর রেখা-লিখন শিক্ষা করেন। ইং ১৯২৪ সালে বিহার উড়িষ্যা সেক্রেটারিয়েট ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঐ বৎসর ডিসেম্বর

মাসে বিহার প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন বিভাগে প্রবিষ্ট হন। ১৯৩০ খৃঃ মে মাস হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত লেজিস্‌লেটিভ বিভাগের উচ্চস্তরে কর্ম্ম করিতেছেন। ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৩ (ইং ১০ই মার্চ্চ ১৯২৭) সালে কালনা-নিবাসী বক্সারের উকীল অবিনাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা বীণাপাণিকে (মঞ্জুলিকা) বিবাহ করেন। ইঁহার এক কন্যা—অলকা—জন্ম, গর্দ্দানিবাগ, পাটনা, ১৬ই আষাঢ়, শনিবার ১৩৩৫, (ইং ৩০শে জুন ১৯২৮ সাল) বেলা ৩টা ২৫ মিঃ এবং একটি পুত্র—বিজলীবিহারী—জন্ম গর্দ্দানিবাগ—ইং ৩।৩।৩৫ বাং ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪১ সাল, শনিবার রাত্র ১টা ৩০ মিঃ সময়। বিজনবিহারী এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৬। রাধারাণী—জন্ম মোরাদপুর, পাটনা, ১৩ই শ্রাবণ ১৩১১ (ইং ২৮শে জুলাই ১৯০৪), বৃহস্পতিবার রাত্রি। ২৪ পরগণার যদুরহাটী পল্লীর স্বর্গীয় চারুচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্র-কুমারের সহিত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সালে, (ইং মে মাস ১৯১৬) ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। মণীন্দ্রকুমার বিহার ও উড়িষ্যা সেক্রেটারি-য়েটের পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের উচ্চস্তরে কর্ম্ম করেন। ইঁহার, তিন কন্যা ও এক পুত্র :—(১) ইলা—জন্ম, গর্দ্দানিবাগ, পাটনা, ২২শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩২৬ (ইং ৫ই মার্চ্চ ১৯২০) ভোর ৬টা ৩০মিঃ। (২) জীবনকুমার—জন্ম, মোরাদপুর, পাটনা, ২৭শে পৌষ, বৃহস্পতিবার ১৩২৯ (১১ই জানুয়ারী ১৯২৩) রাত্রি ১২টা ৪৫ মিনিট। (৩) রমা—জন্ম, মোরাদপুর, পাটনা, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৩১ ইং ২৯শে নভেম্বর ১৯২৫) বেলা ৯॥০ টা। (৪) মীরা—জন্ম, গর্দ্দানিবাগ, পাটনা, ২৫শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার ১৩৩৩ (ইং ১২ই নভেম্বর ১৯১৬) ভোর ৪টা ২০ মিঃ। মৃত্যু—ঘাটশিলা,

সিংহভূম, ২৪শে জ্যেষ্ঠ সোমবার ১৩৩৫ (ইং ৪ঠা জুন ১৯২৮) বেলা প্রায় ৯টা।

৭। বনবিহারী—জন্ম, মোরাদপুর, পাটনা, ২৭শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩১৩ (ইং ১৩ই নভেম্বর ১৯০৬) বেলা প্রায় ১০টা। হাতোয়া রাজ স্কুল, রাঁচি জিলা স্কুল এবং পাটনা হাই স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শেষোক্ত স্কুল হইতে ইং ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে অনেক পারিতোষিক পান। ১৯২৫ সালে পাটনা নিউ কলেজ হইতে আই-এ, ১৯২৭ সালে পাটনা কলেজ হইতে বি-এ এবং ১৯২৯ সালে পাটনা কলেজ হইতে বি-এল পাশ করেন। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাটনা হাইকোর্টের চেম্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ইনি ফুসফুসের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর রাঁচির ইটকী স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করেন। আরোগ্য লাভ করিয়াও চিকিৎসকদিগের পরামর্শ-মত কোন কাজকর্ম্ম করিতে-ছেন না। উপস্থিত মাসিক পত্রে ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন।

৮। পুষ্পরাণী—জন্ম, মোরাদপুর, পাটনা, ৫ই পৌষ ১৩১৭ (ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯১০) মঙ্গলবার রাত্রি ১০টা ২০ মিনিট। ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (ইং ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১১) সাল, নদীয়া, শান্তিপুর-নিবাসী স্বর্গীয় হরিদাস সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র আশুতোষের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। আশুতোষ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বৃত্তিলাভ করিয়া ইতিহাসের পুরাতত্ত্বশাখায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের প্রচার-বিভাগে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন কার্য্য করিবার পর ইনি ১৯২৩ সাল হইতে বিহার ও উড়িষ্যায় পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল অফিসে কার্য্য করিতেছেন। পুষ্পরাণীর দুই পুত্র ও এক কন্যা :—(১) সন্তোষকুমার—জন্ম, মোরাদপুর, পাটনা, ৯ই

চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩৩২ (ইং ২৩শে মার্চ্চ ১৯২৬) সাল, সন্ধ্যা প্রায় ৭টা।(২) মনতোষকুমার—জন্ম, মুরাদপুর, পাটনা, ৪ঠা ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৫ (ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ সাল), বেলা ৪টা ৫৫ মিঃ। (৩) দীপ্তি—জন্ম, মোরাদপুর, পাটনা, ৫ই আশ্বিন, মঙ্গলবার ১৩৩৮ সাল, (ইং ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১) বেলা প্রায় ১১টা।

৯। বিমলবিহারী—জন্ম, হাতোয়া, ২৮শে মাঘ, সোমবার ১৩১৯ (ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ সাল,) রাত্রি ১৷৹ টা। বাঁকীপুর রামমোহন রায় সেমিনারী হইতে ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পাটনা কলেজ হইতে আই-এ এবং ১৯৩৩ সালে বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। ইনি এখন পাটনা কলেজে অর্থশাস্ত্রে এম্-এ পড়িতেছেন।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ৺হরচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নী ভবতারিণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইং ১৮৫৯ সালের এপ্রেল মাসে ইঁহার জন্ম। ইনি হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ও পাটনা কলিজিয়েট স্কুলে প্রথম বিদ্যাভ্যাস করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বসুয়া-বনপুর গ্রামের বাবু হীরালাল মিত্র (এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার্) মহাশয়ের একমাত্র কন্যা রাজবালার পাণিগ্রহণ করেন। হুগলী-বাবুগঞ্জে হীরালালবাবু একটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ প্রায়ই ঐ বাটীতে বসবাস করিতেন। রাসবিহারী প্রথমে গবর্ণমেণ্টের কাননগো-পদে প্রবেশ করেন এবং উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৮৯৮ সালে সাহাবাদ জেলায় Sir Charles

Stevenson-Moore, I. C. S. বাহাদুরের শ্বশুরের এষ্টেট-ম্যানেজারের পদে বাহাল হন। উক্ত ষ্টেট বিক্রীত হওয়ার পরে ইনি Andrew Yule Co-র স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। উক্ত কোম্পানী তাঁহাদের পাট-কলের ব্যবসার কাজ বন্ধ করার জন্য তাঁহাকে সিরাজগঞ্জে পাঠান। তাহার পরে ১৯০০ সালে উক্ত কোম্পানীর আসানসোলের নিকটবর্ত্তী শিবপুর কোলিয়ারী এষ্টেটের অডিটর ও জমিদারী-ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতির সহিত ঐ কার্য্য করিতে থাকেন। ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা-কালে তাঁহার বহুমূত্র পীড়া হয় এবং ১৯১৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি কর্ম্মস্থানেই পরলোক গমন করেন।

রাসবিহারী বসুর সন্তান-সন্ততি

১। শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু এম্-এ, বি-এল; ইনি ১৮৮৮ সালে ২৬শে মে (বাং ১২৯৪ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ) শনিবার সন্ধ্যা ৬—৮টা মিঃ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান—কলিকাতা কালিদাস সিংহের গলিতে মাতুলালয়ে। ইঁহার প্রথম বিদ্যাভ্যাস ২৪ পরগণার বসিরহাট স্কুলে; পরে হুগলী ফ্রি চার্চ্চ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং কলিকাতা মেট্রোপলিটান (আধুনিক বিদ্যাসাগর কলেজ) হইতে এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Post-graduate শিক্ষার্থীরূপে ইতিহাসে এম-এ উপাধি লাভ করেন। ১৯১৪ সালে University Law College হইতে B. L উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৯১৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে হাওড়াতে ওকালতিতে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯১৭ সালে ১লা ডিসেম্বর ইঁহার পিতার স্থানে Messrs. Andrew Yule and Co.র অডিটর

ও জমিদারী-ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং ১৯২৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করেন। ১৯২২ সালে ইনি Indian Territoral Force-এ যোগদান করেন। ইনি অকৃতদার। পরে কিছুদিন হুগলী কোর্টে ওকালতি করিয়া শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন উপস্থিত দিল্লীতে আছেন। ১৯০৯ সালে ইঁহার বহুমূত্র পীড়া হয়। সকল শরীকগণ প্রতাপপুরের ৺কাশীনাথ বসুর খরিদাবাটীর স্বত্ব ১৩৩০ সালে তাঁহাকে এবং তাঁহার ভ্রাতাগণকে ছাড়িয়া দেওয়ায় ইঁহারই অর্জ্জিত অর্থে ঐ বাটীর পূর্ণসংস্কার হইয়া কতক অংশ দ্বিতলে পরিণত হইয়াছে। উক্ত বাটী "বসুকুটীর" নামে অভিহিত হইয়াছে।

২। শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু ১৮৯১।২৫শেফেব্রুয়ারী (বাং ১২৯৮ সালের ১৪ই ফাল্গুন) বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪টা ৪০ মিঃ সময় 'বসুকুটীরে' ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে ২৪ পরগণা বসিরহাট স্কুলে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া পরে হুগলী ফ্রি চার্চ্চ স্কুল ও কলিকাতায় তৎকালীন General Assembly's Institution ও Morton Institution হইতে Matriculation দিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। পরে ১৯১০ সালে ১৪ই জুন হইতে Messrs. Macneil & Co.র Freight বিভাগে কার্য্য করিতেছেন এবং হেড্ ক্লার্কের পদে সম্প্রতি উন্নীত হইয়াছেন। ১৯১৯ জুন মাসে ইনি হুগলী জেলার জেজপুর-নিবাসী শ্রীযুত মণীন্দ্র-কুমার মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা উমারাণীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে একটি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উমারাণী পরলোক গমন করেন। কন্যাটি তাঁহার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিল। তৎপরে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইনি দ্বিতীয়বার ২৪ পরগণা মজিলপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শতদলের পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার ৩টী পুত্র এবং ২টী কন্যা হইয়াছে। (১) অজিতকুমার ওরফে ভাসু—জন্ম প্রতাপপুর মোক্ষদা-

কুটীরে ১১ই আষাঢ় ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার রাত্রি ১০।৪৮ মিঃ সময়। (২) অসিতকুমার ওরফে শিশু—জন্ম বসুকুটীরে, ১০ই আশ্বিন ১৩৩১ শুক্রবার বৈকাল ৫।৫৮ মিঃ সময়। (৩) পুত্র—জন্ম বসুকুটীরে ২রা মাঘ ১৩৩৫ মঙ্গলবার বেলা ২।১৭ মিঃ সময়ে; মৃত্যু মজিলপুর মাতুলালয়ে, ৩১শে বৈশাখ ১৩৩৬ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৫।৫০ মিঃ নিউ-মোনিয়ায়। (৪) কন্যা সবিতারাণী ওরফে গঙ্গা—জন্ম বসুকুটীরে ৩১শে আষাঢ় ১৩৩৭ বুধবার, প্রাতে ৬।৫০ মিঃ সময়ে। (৫) কন্যা সনকারাণী —জন্ম বসুকুটীরে ১৮ই মাঘ, ১৩৪১, শুক্রবার বৈকাল ৩টা ৩মিঃ সময়ে (ইং ৩।৩।৩৫)।

৩। শ্রীশচীন্দ্রকুমার বসু এম-এ; ১৮৯৪ সালে ১১ই জুন (বাং ১৩০১ সাল ২৯শে জ্যৈষ্ঠ) সোমবার ইঁহার জন্ম বসুকুটীরে হয়। হুগলী বাবুগঞ্জের একটী পাঠশালায় ইঁহার বিদ্যারম্ভ। পরে ১৯১০ সালে Scottish Church Collegiate School হইতে প্রবেশিকা, ১৯১৬ সালে Metropolition College হইতে আই-এ এবং ১৯১৭ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ধন-বিজ্ঞানে (Political Economy) এম-এ উপাধি গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের Accountant-General, Central Revenueএর অফিসে Auditor নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সালে ইনি Subordinate Accountant Service পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ১৯২৮ সালের এপ্রেল হইতে ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস অবধি উক্ত অফিসে Superintendent-এর পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। তদবধি মধ্যে মধ্যে করিতেছেন। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে ইনি কৃষ্ণনগর পলাসডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুত বসন্তকুমার সরকার মহাশয়ের ৬ষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলার পাণিগ্রহণ করেন। বসন্তবাবু হাতোয়া-রাজ এষ্টেট হইতে অবসর

গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, গত ২৫।৫।৩৫ তারিখে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি হাতোয়ার বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের গৃহশিক্ষক ছিলেন। শচীন্দ্র কুমারের দুই পুত্র এবং ৪টী কন্যা হইয়াছে ঃ—(১) বিজলীপ্রভা ওরফে গীতারাণী—জন্ম হতোয়ায়, ১৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩২৮ সাল, বেলা ১০.২০মিঃ সময়। (২) অরুণকুমার ওরফে পুসু—জন্ম প্রতাপপুর মোক্ষদাকুটীরে, ৮ই বৈশাখ ১৩৩০ সাল শনিবার প্রাতে ৬।৫০মিঃ সময়। (৩) অজয়কুমার ওরফে বাসু—জন্ম বসু-কুটীর ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ বৃহস্পতিবার বেলা, ১।১৫মিঃ সময়। (৪) যমুনা—জন্ম নূতন দিল্লী ৪নং লেক স্কোয়ারের বাসাবাটীতে, ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ রবিবার রাত্রি ২।৩০মিঃ, মৃত্যু—দিল্লীর ঐ বাটীতে ২৫শে আষাঢ় ১৩৩৯ শনিবার রাত্রি ১১।৩মিঃ সময়, Meningitis রোগে। (৬) বরুণা—জন্ম দিল্লীর ঐ বাটীতে, ১লা আশ্বিন ১৩৩৮ শুক্রবার প্রাতে ৬।৫৫মিঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়। (৬) একটি কন্যা দিল্লীতে ২৮।৩।৩৪ তাং বেলা ১১।৩০ সময়ে অষ্টম মাসে জন্ম, পর দিবস মৃত্যু বৈকালে ৩।৫০মিঃ সময় (৭) পঞ্চম কন্যা—জন্ম দিল্লীতে ২১শে আষাঢ় ১৩৪৩ সাল, শনিবার মধ্য রাত্রি ষ্টাণ্ডার্ড ১২টা ৩৪মিঃ সময়ে—ইং ৭।৭।৩৫ ; ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের ভূকম্পনে এতদ্দেশে, বিশেষতঃ বিহার প্রদেশে ভয়ানক ক্ষতি হয় এবং বহু ব্যক্তিকে গৃহশূন্য করিয়া ফেলে। তাঁহাদের সাহায্যার্থ মহামান্য বড়লাট সাহেব বাহাদুর একটী "Earthquake Fund" খুলিয়া সাধারণের কষ্ট যথাসম্ভব বিমোচন করেন। ঐ Fundএর হিসাব audit সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম-সহ কাজ করার জন্য Lord Willingdon ১৯।২।৩৫ তারিখে শচীন্দ্রকুমারকে ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

৪। প্রতিভা ওরফে ভবানী—ইঁহার জন্ম ১৮৯৬ সালে বসিরহাটে। খিদিরপুরের ঘোষ-পরিবারের শ্রীযুত বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ

পুত্র শ্রীমান কমলকৃষ্ণ ঘোষের সহিত ১৩১৯ সালে ইঁহার বিবাহ হয়। কমলকৃষ্ণ রেঙ্গুন হইতে Overseership পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Howrah Municipalityতে সহকারী Assessorএর পদে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের উপস্থিত বাস ১৩নং বেলতলা রোড, ভবানীপুর। তথায় ৺রাধাবল্লভ বিগ্রহ স্থাপিত। বর্ত্তমানে ইঁহার প্রভাতকুমার, প্রতাপকুমার ও প্রণবকুমার—এই তিন পুত্র জীবিত আছে। প্রভাতকুমার ওরফে চাঁদ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে।

৫। শ্রীরাধারমণ বসু—১৯০০ সালে ২৯শে আগষ্ট (১৩ই ভাদ্র) বুধবার রাত্রি ৩টা ৩০ মিঃ বসুকুটীরে ইঁহার জন্ম। ১৯১৯ সালে Matric প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাইনিং ক্লাসে দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। ইহা ত্যাগ করিয়া ১৯২১ সালে জামসেদপুরে Messrs. Tata Iron & Steel Co. Ltd.-এ কর্ম্ম পান এবং এক্ষণে ঐ কোম্পানীর কারু-বিভাগে Foremanএর পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৯২৬ সালের মে মাসে ২৪ পরগণা জয়নগর-বাসী শ্রীযুত হরিশচন্দ্র দে মহাশয়ের প্রথম কন্যা শ্রীমতী কমলার পাণিগ্রহণ করেন। হরিশচন্দ্রবাবু উপস্থিত ভবানীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। রাধারমণের প্রথম পুত্র তথায় ১৬|২|৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করে ও ২|৬|৩০ তারিখে মারা যায়। পরে ১৩৩৭ সালের ২৯শে চৈত্র (ইং ১২|৪|৩১) তারিখে রবিবারে জামসেদপুরে আর একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে।

৬। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু—জন্ম ৬ই জানুয়ারী ১৯০৩ (বাং ২২শে পৌষ ১৩০৯ সাল), মঙ্গলবার বেলা ৩|৩০, বাবুগঞ্জ বসুকুটীরে। Metropolitanএ বিদ্যালাভ করিয়া ১৯২০ সালে Victoria Memorial Institution হইতে প্রথম বিভাগে Matric পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে I.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে Government Commercial Institute

শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র বসু

স্বর্গগতা মনোরমা বসু ৮।৭।১৯২১

হইতে Shorthand ও Typewriting পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অল্পদিন বর্দ্ধমানের School Inspector Office এ কার্য্য করিয়া Bengal Pottery Work-এ কাজ করেন এবং ১৯২৯ সালে অক্টোবর মাসে উহা ত্যাগ করিয়া বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ চুরুট-বিক্রেতা Messrs. Carreras Ltd.এর কলিকাতায় Viceroy Gold Office-এ তদবধি নিযুক্ত আছেন। ১৯৩৩ সনে উক্ত কোম্পানী খিদিরপুরে Carreras (India) Ltd. নামে সিগারেটের কারখানা খুলিয়াছেন। ১৯২৮ সালের মার্চ্চ মাসে হুগলীর অন্তর্গত দিগনসা গ্রামবাসী শ্রীযুত কালাচাঁদ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী সুধারাণীর পাণিগ্রহণ করেন। কালাচাঁদ বাবুর পিতা ৺রাধানাথ সেন মহাশয় পেনসেন-ভোগী সব জজ ছিলেন এবং হুগলী সহরে বাবুগঞ্জ মহল্লায় তিনি নিজ বাটী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রেরা এখন ঐ বাটীতেই আছেন। ইঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা :—(১) অসীমকুমার ওরফে সোনা—জন্ম ৮।১১।২৯ (২২শে কার্ত্তিক) ১৩৩৬ শুক্রবার প্রাতে ৭।২৫ বাবুগঞ্জে মাতুলালয়ে; (২) পদ্মাবতী—জন্ম ২৪।১০।৩১ (৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৮) শনিবার রাত্রি ১০।৭মিঃ বাবুগঞ্জে মাতুলালয়ে (৩) অচিন্ত্যকুমার—জন্ম ভাদ্র ১৩৪১ সোমবার বাবুগঞ্জ মাতুলালয়ে রাত্রি ১১টার সময় (ইং ৩।৯।৩৪)।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, ২৪ পর্য্যায়, ৺ হরচন্দ্র বসু মহাশয়ের তৃতীয়া পত্নী মোক্ষদাকুমারীর গর্ভজাত। হরচন্দ্র বসুর পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে একমাত্র অবিনাশবাবুই জীবিত আছেন। অবিনাশবাবুর জন্ম—ইং ২০শে আগষ্ট ১৮৭৪ (বাং ৫ই ভাদ্র, ১২৮১ সাল), বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময়—প্রতাপপুরের পুরাণো বাটীতে

(ইহা এক্ষণে 'বসুকুটীর' নামাঙ্কিত হইয়াছে)। তখন বাটীতে ৺লক্ষ্মীমাতার পূজা হইতেছিল। ইনি প্রথমে অল্পদিন হুগলী নর্ম্মাল স্কুল ও ফ্রি চার্চ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া, ৪ বৎসর হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে পাঠান্তে পাটনা কলিজিয়েট স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে ১৮৯৩ সালে এন্‌ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বাঁকীপুরের ৺দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "মোরাদপুর কটেজ" নামক বাটীতে তিনি ঐ সময় দুই বৎসর কাল ছিলেন। পরে পুনঃ বাটীতে আসিয়া হুগলী কলেজে দুই বৎসর কাল এফ-এ পড়িয়াছিলেন। ইনি ১৩।২।১৮৯৩ তারিখে হুগলী টাউনের নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুর গ্রামের বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মনোরমার পাণিগ্রহণ করেন। পুলিশ বিভাগের প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইং ২৩।১০।১৮৯৬ হইতে সব-ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যে নিয়োজিত হন এবং তিন মাস কাল ভাগলপুরের পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষার পরে প্রথমতঃ ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী থানায় দুই বৎসর কাল ঐ পদে কর্ম্ম করেন এবং ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত ঐ জেলার মধ্যেই খড়দহ, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, বারাকপুর, কুলপি, বরাহনগর প্রভৃতি থানায় ঐ পদে কাজ করিয়া ১৯১০।১১ সালে অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হন। ১৯১০।১১ সালে ইনি ঐ জেলায় বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন এবং ১৯১২ সালে কিছুদিনের জন্য তিনি হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ইন্‌স্পেক্টরের পদে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে ইনি স্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া ২৪ পরগণার সদর "বি" মহকুমার ভার-প্রাপ্ত ছিলেন। ১৯১৪ সাল হইতে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় এবং ১৯১৬ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত ঐ জেলার সদর "ডি" মহকুমার ভারপ্রাপ্ত থাকিয়া বেঙ্গল সি-আই-ডি বিভাগে ৭।৮।১৯১৬ হইতে ঐ পদে কর্ম্ম করিয়া ১১।৩।২৭ তাং হইতে দীর্ঘ বিদায়ে থাকা-কালে

বর্দ্ধমান জেলায় কাগজে কলমে বদলী হন কিন্তু ঐ কার্য্যে যোগদান না করিয়া ১১।১১।২৭ তাং হইতে ১৭১।/০ মাসিক পেনসনে অবসর গ্রহণ করেন। পুলিশ-বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করার জন্য ইনি কতকগুলি অর্থ পুরস্কার ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট হইতে একবার একটী সোণার হাত-ঘড়ি ও একবার দুইটী রূপার পকেট-ঘড়ি ও চেন পাইয়াছিলেন। বঙ্গের মাননীয় গভর্ণর নিজ হস্তে ঐ ঘড়ি দুইটী প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। সি-আই-ডি বিভাগে প্রায় দ্বাদশ বর্ষ কাল নিযুক্ত থাকা-কালে উঁহাকে বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই কর্ম্মসূত্রে যাইতে হইয়াছিল ; ঐ সকল স্থানে এবং তৎপূর্ব্বে তিনি যে সকল থানা বা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সদ্ব্যবহার জন্য সকল স্থানেই তিনি জনসাধারণের এবং নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের প্রিয় এবং বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের আন্তরিক সাহায্য পাওয়ায় তাঁহার কার্য্যেরও বিশেষ সুবিধা হইত। ইঁহার পত্নী মনোরমার জন্ম ১৮ই অক্টোবর ১৮৮১, (বাং ৩রা কার্ত্তিক ১২৮৮ সাল), মঙ্গলবার, ৪টা ৩মিঃ সময়, মাতামহ হুগলি কাঁচশিয়ালা সাকিনে রায়সাহেব মহেন্দ্রলাল বসুর বাটীতে। উক্ত রায়সাহেব স্থানীয় জমিদার, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। তিনি কাঁচশিয়ালার সম্ভ্রান্ত ও পুরাতন বসু-বংশীয়। মহামান্য হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বনামধন্য ৺ সারদাচরণ মিত্রের সহোদরা কৃষ্ণকামিনীকে মহেন্দ্রবাবু বিবাহ করেন। এই পরম ধার্ম্মিকা বহুগুণসম্পন্না মহিলা মনোরমার মাতামহী ছিলেন এবং অল্প বয়সে মাতৃহীনা হওয়ায় মনোরমা তাঁহারই নিকটে অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোরমার গর্ভে অবিনাশবাবুর ৩ পুত্র, ১০ কন্যা জন্মে। ইং ১৮।৬।১৯২৩ তাং শেষ কন্যাসন্তানের জন্মগ্রহণের পর হইতে মনোরমা নানাপ্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে থাকেন এবং ১৯২৮

সালের ৮ই জুন (বাং ১৩৩৫ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখ) মঙ্গলবার রাত্রি ৯-৪৩ মিঃ সময় মোক্ষদাকুটীরে নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। মনোরমা অতিশয় বুদ্ধিমতী ও মধুর-প্রকৃতি, উদার-স্বভাবা, লোকপ্রিয়া, নানাগুণসম্পন্না ও আদর্শ-গৃহিণী ছিলেন এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও যত্নে পুত্রেরা সুশিক্ষা পাইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন। হিন্দুদিগের তীর্থ ও পীঠস্থানসমূহ দর্শনের ইচ্ছা অবিনাশচন্দ্রের বরাবরই আছে। সরকারী কার্য্য করিতে থাকার কালে এবং অবসর-গ্রহণের পরে তিনি যে সমস্ত পীঠ ও তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—গঙ্গাসাগর, ভৈরব, নন্দীকেশ্বর, বক্রেশ্বর, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথধাম, কাশীধাম, গয়াধাম, বিন্ধ্যাচল, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যাধাম, বশিষ্ঠাশ্রম, অশ্বক্রান্ত, উমানন্দ ভৈরব, নবদ্বীপ প্রভৃতি। পত্নীবিয়োগের পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য অতিশয় ভগ্ন হইয়াছে এবং কয়েক বৎসর হইতে তিনি অধিকাংশ কাল ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। তথায় তিনি সদ্‌গুরু পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভারতী শঙ্কর তীর্থ মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার ও অস্ত্র-চিকিৎসক কর্ণেল করুণাকুমার চাটার্জ্জি এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী আনিস্ উজ্ জামান্ খাঁ ইঁহার পাটনা কলিজিয়েটের সহপাঠী ছিলেন এবং তখন হইতে কবিভূষণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিশেখরের সহিত এবং আনিস সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়।

অবিনাশবাবুর সন্তান-সন্ততি

১। অমূল্যচন্দ্র বসু M. B. নামান্তর মণি—ইঁহার জন্ম ১৮৯৫ সাল ২৯শে জানুয়ারী (বাং ১৩০১ সালের ১৬ই মাঘ) শুক্রবার রাত্রি ১২।৩০ মিঃ

সময়ে প্রতাপপুর বসুকুটীরে। ইঁহার প্রথম শিক্ষা বাটীতে। ১৯০৫ সাল হইতে মাতামহের নিকট বীরভূম শিউড়িতে থাকিয়া তথাকার জেলা-স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ১৯১২ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে হুগলী কলেজে এক বৎসর আই-এস্-সি পাঠান্তে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে ঐ পরীক্ষায় ১৯১৪ সালে উত্তীর্ণ হন ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯২১ সালে তথা হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী গুস্করা গ্রামে নিজে ডিসপেন্সারি খুলিয়া ডাক্তারী করিতেছেন। ১৯২৩ সালের ২৩শে জুলাই ২৪ পরগণায় অন্তর্গত বারাকপুরের নিকটবর্ত্তী ইচ্ছাপুর-বাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অনিলা ওরফে ইলাকে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার তিন পুত্র ঃ—(১) অমিয়চন্দ্র—জন্ম ইং ৮ই এপ্রিল ১৯২৭ (বাং ২৫ চৈত্র ১৩৩৩) শুক্রবার, বেলা ১টা ১৮ মিঃ সময়ে বাসন্তী সপ্তমীতে। (২) অখিলচন্দ্র—জন্ম ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৮ (বাং ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) মঙ্গলবার রাত্রি ১২টা ৩৭ মিঃ সময়ে। (৩) অমৃতচন্দ্র—জন্ম ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ (বাং ১৯শে ভাদ্র ১৩৩৮), শনিবার শেষরাত্রি ৪টা ১১মিঃ সময় নবমী তিথিতে। সকলেরই নিজ বাটী মোক্ষদাকুটীরে জন্ম। গুস্করায় চিকিৎসা-কার্য্যে অমূল্যচন্দ্রের সুখ্যাতি লাভ হইয়াছে এবং তিনি স্থানীয় স্কুলের কমিটীর মেম্বার ও ট্রেজারারের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরে এবং তাঁহার আন্তরিক যত্নে ও চেষ্টায় ঐ স্কুল উচ্চ ইংরাজী স্কুলে উন্নীত হইয়াছে ও স্কুলের নিজস্ব পাকা ইমারত নির্ম্মিত হইয়াছে।

২। সুবর্ণনলিনী নামান্তর মেনী—১৮৯৬ সালের ২৩শে জুন (বাং ১৩০৩ সালের ১০ই শ্রাবণ শুক্রবার বেলা ১১টার সময় বসুকুটীরে ইঁহার জন্ম। হাটখোলার দত্ত-পরিবারের ৺ বংশীবদন দত্ত মহাশয়ের পুত্র বাবু ললিতমোহন দত্ত সাব-এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জেনের সহিত মোক্ষদাকুটীরে

ইঁহার বিবাহ ১৩১৩ সালের ২৫শে মাঘ সম্পাদিত হয়। ইঁহার কৃষ্ণকিশোর নামে এক পুত্র এবং শোভাময়ী ও সুষমাময়ী নামে দুই কন্যা আছে। কৃষ্ণকিশোর ইং ১৭ই মে ১৯১১ সালে (বাং ৩রা জৈষ্ঠ ১৩১৮ সালে) মোক্ষদাকুটীরে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯১৭ সালে মার্চ্চ মাসে হুগলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্যাম্বেল স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে ১৯৩১ সালে মে মাসে বেঙ্গল ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসর ঐ স্কুলে হাউস-সার্জ্জেনের কার্য্য করিয়া এক্ষণে চিকিৎসা-কার্য্য করিতেছেন। প্রথমা কন্যা শোভাময়ী ওরফে গোলাপের জন্ম মোক্ষদা-কুটীরে ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯ বৃহস্পতিবার রাত্র ১টা ৯ মিঃ সময়ে। ১৩৩০ সালে ২২শে জ্যৈষ্ঠ হুগলী চুঁচুড়া বড়বাজারের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণ ঘোষ, বি-এ,বি-এলএর সহিত ইঁহার বিবাহ মোক্ষদাকুটীরে হয়। ইঁহাদের ৩টী কন্যা জন্মিয়াছে; তাহাদের নাম (১) তৃপ্তিরাণী—জন্ম ১৭।১।৩০, ৫-৫৫ অপরাহ্নে, (২) দীপ্তিরাণী—জন্ম ২।১২।৩২ প্রাতে ৮।৩০ সময়ে, (৩) ছবি—জন্ম ১০।১১।৩৪, রাত্রি ১০টা ১১॥০ মিঃ সময়ে। বিভূতিভূষণ হুগলী কোর্টে ওকালতি করেন।

৩। সুষমাময়ী—১৯১৬ সালের ২৮শে মার্চ্চ সোমবার রাত্র ২টা ১০মিঃ সময়ে দিনাজপুর টাউনের বাবুবাড়ি সাকিনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্তের ভাড়াটিয়া বাটীতে ইঁহার জন্ম—১৩৪০ সনের ২৯শে শ্রাবণ। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়াবাসী ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমার মিত্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। গত ২২।৯।৩৪ তাং শনিবার প্রাতে ৭টা ৪ মিঃ সময় ইঁহার একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে। সুধীর কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিসে কর্ম্ম করেন।

৪। শিখরবাসিনী—১৮৯৭ সালের ২১শে অক্টোবর (বাং ১৩০৪

সালের ৮ই কার্ত্তিক) রবিবার অপরাহ্নে ২টার সময়ে নৈহাটী বাড়ুজ্যে-পাড়ায় কুমুদিনী দেব্যার ভাড়াটিয়া বাটীতে ইহার জন্ম হয়। ১৯০৮ সালে ২৩শে এপ্রিল ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বেলঘরিয়া-বাসী ৺অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্রের সহিত ইহার বিবাহ 'মোক্ষদাকুটীরে' হয়। চণ্ডীচরণ ই-আই রেলওয়ের অধীনে হাওড়ায় কাজ করেন। ইহাদের প্রথম সন্তান পদ্মাসীনার জন্ম ১২।১২।১৯১৪ ; গত ১৩।১০।১৯২৯ তারিখে মারা গিয়াছে। উপস্থিত পাঁচ পুত্র—(১) সমীরচন্দ্র—জন্ম কলিকাতায় ২৭।৭।১৯১৭ শনিবার বেলা ৯টা ৮ মিঃ সময়ে, (২) সুনীরচন্দ্র—জন্ম কলিকাতায় ৫।৮।১৯১৯ মঙ্গলবার বেলা ১০টার সময়ে, (৩) মিহিরলাল—জন্ম কলিকাতায় ২২শে ফাল্গুন ১৩৩১ সাল প্রাতে ৯টা ৯ মিঃ সময়ে, (৪) তিমিরচন্দ্র —জন্ম 'মোক্ষদাকুটীরে' ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ বুধবার অপরাহ্ন বেলা ৩টা ১মিঃ সময়ে এবং ২টী কন্যা, (৫) ছবিরাণী—জন্ম শুক্ষরায় ২০শে মাঘ ১৩৩৬ সোমবার রাত্রি ৮টা ৫০মিঃ সময়ে, (৬) ছায়ারাণী—জন্ম বেলঘরিয়ায় ১২শে কার্ত্তিক ১৩৩৮ বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে বারটার সময়, (৭) পুত্র—জন্ম ২৮শে বৈশাখ ১৩৪১ সাল শুক্রবার—বেলঘরিয়ায় প্রাতে ৬টা ১৪মিঃ ৪০ সেঃ সময়ে। চণ্ডীচরণ সাহিত্যানুরাগী এবং মধ্যে মধ্যে বাংলা পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া থাকেন।

৮২। সরযূবালা নামান্তর টুনি—১৩০৫ সালের কার্ত্তিক মাসে ইঁহার জন্ম নৈহাটীতে কুমুদিনী দেব্যার ভাড়াটীয়া বাটীতে হয়। বর্দ্ধমান জেলার মেমারী রেলষ্টেশনের সন্নিহিত দত্তপাড়া পল্লীর ৺উমাচরণ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ দত্তের সহিত ১৯১০ সালের ২২শে জানুয়ারী ইঁহার বিবাহ বরাহনগর-কুটীঘাটায় হয়। যতীন্দ্রবাবু কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী। বর্ত্তমানে ইঁহারা হুগলী জেলার আকুনা গ্রামে (মগরা রেল-ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী) স্থায়ীভাবে

বসবাস করিতেছেন। ১৯২০ সালে ১৬ই জুন সরযূবালা কলিকাতা শ্যামাপুকুরের বাসাবাটীতে বেরিবেরি রোগে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে ইঁনি জ্যোৎস্না ওঃ তরুবালা নামে একটি কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার আরও দুই কন্যা জন্মিয়াছিল কিন্তু অধিক দিন জীবিত থাকে নাই। কলিকাতা ১২।৫ বাগবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষের সহিত ১০।৮।১৯২৮ তাঃ জ্যোৎস্নার বিবাহ হয়। তাহাদের একটি কন্যা —নিয়তিরাণী—জন্ম ৬ই মাঘ ১৩৩৫, শনিবার রাত্রি ৩টা ২৪মিঃ সময়ে, দুইটী পুত্র—(১) নিশীথ—জন্ম ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সাল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ৫মিঃ (২) অসিত—জন্ম ১০ই চৈত্র ১৩৩৯ সাল, শুক্রবার ভোর ৪টার সময়। ১৩৪১ সালে ২৪শে শ্রাবণ তারিখে তাহার আর একটি পুত্র হইয়াছে—শনিবার বেলা ৯টা ২০মিঃ সময়ে।

৫। অচলবালা নামান্তর পুন্তে—১৩০৭ সালে ১৪ই কার্ত্তিক 'বসু-কুটীরে' ইঁহার জন্ম। সহর হুগলী-বাবুগঞ্জের স্বর্গীয় মাখনচন্দ্র সেন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান নফরচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার বিবাহ ৮।৬।১৯১২ তাং 'মোক্ষদাকুটীরে' হয়। চুঁচুঁড়া খড়ুয়াবাজারে ইঁহার একটি বড় পুরাতন লোহার জিনিষের দোকান আছে। ইঁহাদের ৬টি সন্তান :— (১) আভারাণী ওঃ বুড়ি—জন্ম ভবানীপুর ১৬ই কার্ত্তিক ১৩২১ সাল, সোমবার রাত্রি ৪টা ৩০মিঃ সময়ে, (২) সমরেন্দ্রনাথ ওঃ গোপাল—জন্ম কলিকাতায় ২।৩।১৯১৭ বেলা ২টা ৪০মিঃ সময়ে, (৩) শরদিন্দু নাথ ওঃ দুলাল—জন্ম বাবুগঞ্জে নিজ বাটীতে ১৭।৭।১৯১৯, বৃহস্পতিবার বেলা ২টা ৪০মিঃ সময়ে, (৪) সুধীন্দ্রনাথ ওঃ কমল—জন্ম কলিকাতা শ্যামাপুকুরে ২৩শে মাঘ ১৩২৯ মঙ্গলবার (৫) শুভারাণী—জন্ম 'মোক্ষদা-কুটীরে' ২১শে ভাদ্র ১৩৩৩ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ৫৮মিঃ সময়ে ও (৬) লিলি—জন্ম 'মোক্ষদাকুটীরে' ২০শে পৌষ ১৩৩৫ শুক্রবার ইং ৪।১।১৯২৯ বেলা ১০টা ৫৪মিঃ সময়ে। শেষোক্ত সন্তানের জন্মের কিছুদিন পরেই

৭।২।১৯২৯ তাং বৃহস্পতিবার বেলা ৯টার সময়ে অচলবালা সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া তাঁহার অগ্রগামী মাতার নিকট পরমধামে গমন করেন। শিশুকন্যাটি অচলের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সুবর্ণনলিনীর নিকট অতিযত্নে প্রতিপালিত হইতেছে। নফরচন্দ্র দ্বিতীয় পক্ষে অচলবালার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত বিমলেন্দু ও শিবকুমার নামে দুই পুত্র আছে। ১৩৪০।৪ঠা ফাল্গুন শুক্রবারে বাবুগঞ্জের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অবনীভূষণ মিত্রের সহিত আভারাণীর বিবাহ হইয়াছে। ১৩৪১।২২শে পৌষ (ইং ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৫) সোমবার প্রাতে ৮।৫২ মিঃ সময়ে আভারাণীর প্রথমা কন্যা জন্মিয়াছিল। গত ২০শে শ্রাবণ ১৩৪২ সালে মারা গিয়াছে। (২) শ্রীমান সমরেন্দ্র গত ১৯৩৩ খৃঃ হুগলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে আই-এ অধ্যয়ন করিতেছে এবং শরদিন্দু গত মার্চ্চ মাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজে আই-এ পড়িতেছে।

৬। সন্তোষকুমার বসু—বি-এস-সি (এঞ্জিনিয়ার) ; ১৯০২ সালের ৬ই মার্চ্চ বাং ১৩০৮ সালে ২২শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার দিবস ৯টা ১০মিঃ সময় জেলা ২৪পরগণার বসীরহাট মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপনগর গ্রামে ইহার জন্ম হয়। সন্তোষকুমার প্রথমে বাটীতে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া পরে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলে, আড়িয়াদহ স্কুলে, বসিরহাট স্কুলে, ডায়মণ্ড হারবার স্কুলে, হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে, ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউসনে, বালুরঘাট হাই ইং স্কুলে ও কলিকাতা শ্যামবাজারের টাউন স্কুলে পাঠান্তে শেষোক্ত স্কুল হইতে ১৯১৮ সালে মার্চ্চ মাসে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২০ সালে মার্চ্চ মাসে সিটি কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ভর্ত্তি হন। তথা হইতে ১৯২৬ আগষ্ট মাসে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানি-ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় বি-এস-সি ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে সন্তোষ ৪ মাস কাল হাওড়ায় বার্ণ কোম্পানীর (Burn & Co. কারখানায় শিক্ষানবীশ অবস্থায় ছিলেন। ১৯২৩ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৫ নভেম্বর পর্য্যন্ত সন্তোষকুমার ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোরের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের মেম্বার ছিলেন। ইহার পর বৎসরাধিক কাল হুগলী ভদ্রেশ্বরের Angus Engineerjug Worksএর Draftsmanএর কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে কয়েকটি বন্ধুর সহিত একযোগে কলিকাতা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে The Eastern Eletric Co. নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাইতেছেন। ১৯২৫ সালে ১লা জুন সোমবার ২২নং কালিদাস সিংহ লেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সিংহ মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রভাতরাণীর সহিত শ্রীমান সন্তোষ- কুমারের শুভ পরিণয় 'মোক্ষদাকুটীরে' হয়। হেমন্তবাবুর পূর্ব্বপুরুষের আদি নিবাস হুগলী জেলার কনুইবাঁকা গ্রামে। হেমন্তবাবু বামার লরি কোম্পানীর (Balmer Lawrie & Co.) কাগজ-বিভাগের বেনিয়ান। সন্তোষকুমারের ৩টী কন্যা ও ১টি পুত্র (১) শান্তিরাণী—জন্ম ১৩৩২ সাল ২৭শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টা ৫০মিঃ ইং ১১।৩। ১৯২৬; (২) শোভারাণী—জন্ম ৫ই মাঘ ১৩৩৪ রবিবার প্রাতে ৬টা ৫০মিঃ (ইং ২৯।১।১৯২৮ সাল); (৩) বাণীরাণী—জন্ম ২৭শে মাঘ ১৩৩৫ শনিবার প্রাতে ৯টা ৫৬ মিঃ সময়ে (ইং ৯।২।১৯২৯; সকলেরই কলিকাতায় মাতামহের আলয়ে জন্ম। পুত্রটিও ১৩৪১।১৭ই পৌষ বুধবার শেষরাত্রি ৪টা ১০মিঃ সময়ে (ইং ৩।১।৩৫) কলিকাতা ১০এ পঞ্চানন ঘোষের লেনে মাতুলালয়ে জন্মে। পুত্রের নাম প্রণবকুমার ওঃ শান্তনু। কলিকাতা শ্যামবাজারের টাউন স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় সন্তোষকুমার তাঁহার পিতার মাসতুতো ভ্রাতা ডাক্তার

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র L.R.C.P. & L.R.C.S. মহাশয়ের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাসাবাটীতে ছিলেন।

৭। বীণাপাণি—ইং ১৯০৩।৪ সালে ২৪ পরগণায় বারাকপুর সদর বাজারে ইঁহার জন্ম হয় এবং ৫ বৎসর বয়সে বরাহনগর কুটীঘাটায় বসন্ত-রোগে ১৯০৮ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৮। মনতোষকুমার বসু নামান্তর যুগলকিশোর—ইং ১৯০৮ সালে ২৫ আগষ্ট বাং ৯ই ভাদ্র ১৩১৫ সালে মঙ্গলবার রাত্রি ১০টা ৫৫ মিঃ সময়ে বরাহনগর কুটীঘাটায় ইঁহার জন্ম। ইঁহার প্রথম বিদ্যাশিক্ষা বাটীতে শিক্ষকের নিকট। মনতোষ ১৯১৭ সালে জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় Morton Institution-এ অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া ১৯২৫ সালে মার্চ্চ মাসে তথা হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে হুগলী কলেজে আই-এস-সি পাঠান্তে ১৯২৭ সালে মার্চ্চ মাসে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং হুগলী কলেজে ও কলিকাতা সিটি কলেজে বি-এস-সি পাঠান্তে ১৯৩০ সালে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৭ হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত মনতোষকুমার ইউনিভারসিটী ট্রেনিং কোরের দশম ব্যাটেলিয়নের মেম্বার ছিলেন। মনতোষ ১৫।১০।৩৩ তারিখ হইতে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের আফিসে কেরাণীর পদে কর্ম্ম করিতেছেন। ৯।৮।৩৩ তাঃ বুধবার নৈহাটী দত্তবাটীর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শান্তিলতার সহিত মনতোষের বিবাহ 'মোক্ষদাকুটীর' হইতে হয়। নৈহাটীর দত্ত-বংশ বনিয়াদী এবং সম্মানী। দেবেন্দ্রবাবু (Advocate) হুগলী জজকোর্টে ওকালতি করেন। নৈহাটী গৌরিভা সাকিনের স্বর্গীয় সবজজ রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ মহাশয় দেবেন্দ্রবাবুর শ্বশুর এবং শান্তিলতার মাতামহ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে মনতোষকুমার তাঁহার মাতার ন্যায় নিরামিষভোজী, পরোপকারী এবং দেবদেবীভক্ত। বাটীতে

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষা করিয়া নিকটবাসী গরীব ও দুঃস্থগণের পীড়ায় চিকিৎসা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন এবং কয়েকটী টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি কঠিন রোগগ্রস্ত লোককে পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপায় বাঁচাইতে পারিয়াছেন।

৯। লাবণ্যলতা ওরফে খুকু—১৯১০ সালে ৩১শে অক্টোবর সোমবার প্রাতে ৮:৪৬ মিঃ সময়ে ২৪ পরগণা বসীরহাটের শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াটিয়া বাটীতে ইহার জন্ম হয়। ১৯১৯ সাল হইতে সে পুনঃ পুনঃ জ্বরে ভুগিয়া ১৯২০ সালে ১১ই জুন বেলা ৩ ঘটিকার সময়ে শুক্রবার কলিকাতা ১৫এ ঝামাপুকুর লেনস্থ বাসাবাটিতে লিউকিমিয়া রোগে মারা যায়।

১০। স্নেহলতা ওরফে দুর্গা—১৯১২ সালে ১৭ই অক্টোবর তারিখে (১৩১৯ সালের ১লা কার্ত্তিক) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টা ১৪ মিঃ সময়ে 'মোক্ষদা-কুটীরে' ইহার জন্ম হয়। ঐ দিবস দুর্গাষষ্ঠী তিথি থাকায় ইহার ডাক নাম দুর্গা রাখা হয়। ১৩৩২ সালে ২৭শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হাল চুঁচুড়া মিএগার বেড়ে সাকিনের ৺ নিকুঞ্জবিহারী দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অবনীচন্দ্র দের সহিত ইহার বিবাহ হয়। নিকুঞ্জবাবুর আদি বাস বর্দ্ধমান জেলার বড় গ্রামে—মেমারীর নিকট। অবনী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের কলিকাতার ড্রয়িং অফিসে ড্রাফ্‌টস্‌ম্যানের কার্য্য করেন। ইঁহাদের একটী পুত্র অশোককুমার ওরফে গণেশ—জন্ম ৯ই কার্ত্তিক ১৩৩৪ সাল বুধবার বেলা ৮টা ২০ মিঃ সময়ে (ইং ২৬।১০।২৭ তারিখে) 'মোক্ষদা-কুটীরে' এবং ৪টি কন্যা (১) রেখা—জন্ম ১৭ই আশ্বিন ১৩৩৬ বৃহস্পতিবার (ইং ৩।১০।২৯) তারিখে বেলা ৭টা ৫৮ মিঃ সময়ে মিএগারবেড়ের বাড়ীতে, (২) রেবা—জন্ম 'মোক্ষদাকুটীরে' ১৩৩৭ সালের ৯ই কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি ৮টা ৪৯মিঃ (ইং ২৬।১০।৩০ তারিখে।) (৩) ইলা—জন্ম ১৩৩৮ সালে ৩০শে আশ্বিন শনিবার প্রাতে ৬টা ৩২মিঃ (ইং ১৭।১০।৩১ তারিখে)

মিঞাবেড়ের বাড়ীতে এবং (৪) ইভা—জন্ম ৯ই শ্রাবণ ১৩৪১ সাল বুধবার প্রাতে ৯টা ৪৫মিঃ সময়ে কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালে—ইং ২৫।৭।৩৪ তারিখে।

১১। খুকুবালা—ইং ১৯১৪ সালে ১৩ই অক্টোবর প্রাতে ৩টা ৫৪মিঃ ৩০ সেঃ সময় ভবানীপুর ২০নং রামমোহন দত্তের লেনস্থ বাসাবাটীতে ইহার জন্ম। ১৯১৫ সালে ২০শে নভেম্বর শনিবার প্রাতে ৫টা ৩০মিঃ সময়ে কয়েকমাসাবধি পেটের পীড়ায় ভুগিয়া দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাটের বাসায় খুকুবালা মারা যায়। তখন তাহার মাতা টাইফয়েড পীড়ায় ভুগিতেছিলেন।

১২। পুষ্পলতা—নামান্তর পুষ্পরাণী ১৩২৬ সালের ১৯শে ভাদ্র, (ইং ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯) রাত্রি ১০টা ৪৭মিঃ সময় কলিকাতা ১৫এ ঝামাপুকুর লেনস্থ বাসাবাটীতে ইহার জন্ম হয়।

১৩। সুধাহাসিনী নামান্তর খোকৃতা—কলিকাতার ১৫এ ঝামাপুকুর লেনের বাসাবাটীতে ১৩৩০ সালে ৩রা আষাঢ় সোমবার বেলা ১০টা ৩৬মিঃ সময় ইহার জন্ম হয়। ইহার জন্ম-পত্রিকা পরীক্ষায় গর্ভধারিণীর উপর ৭ বৎসর দৃষ্টি থাকা জানা যায় এবং ৫ বৎসর কাল নানাবিধ পীড়ায় কষ্ট পাইয়া ১৩৩৫ সালের ২৫শে চৈত্র ইহার মাতৃবিয়োগ হয়।

হুগলী প্রতাপপুরের বসু-বংশ

বংশলতা

রাম রাম বসু—(খড়দহ—২৪ পরগণা)
|
অযোধ্যরাম বসু ঐ
|
রামসুন্দর বসু ঐ
|
বংশীবদন বসু ঐ
বেচামণি—কোন্নগর

কাশীনাথ বসু
চন্দ্রমণি (বাকসা)

২। বিশ্বনাথ বসু
অন্নপূর্ণা
০

৩। গোলোকনথ বসু
০

৪। রাধানাথ বসু
উন্মাদগ্রস্ত হয়েন)
০

৫ কালীনাথ বসু
(গুরু কর্ত্তৃক হত)
০

কাশীনাথ বসুর সন্তান:

১ কমলকুমারী
শম্ভুচন্দ্র দত্ত
(শাহুলী,
বটতলা)

২ পদ্মমণি
উমাচরণ মিত্র
হালিসহর
কোণা

৩ কৃষ্ণদাস
প্যারীমণি
(কলাছড়া)

৪ ঈশানচন্দ্র
গোবিন্দমণি
(চুঁচড়া)

৫ গিরিশচন্দ্র
কামিনীমণি
(আন্দুল,
হাওড়া)

৬ হরচন্দ্র
১ থাকমণি চন্দননগর,
২ ভবতারিণী শ্যামসুন্দরপুর
৩ মোক্ষদাসুন্দরী
দেবানন্দপুর হুগলী

৭ যাদবচন্দ্র
মাতঙ্গিনী
কাঁকশিয়ালী
চুঁচুড়া)

৮ বিন্ধ্যবাসিনী
কৈলাশচন্দ্র মিত্র
কোন্নগর
হুগলী
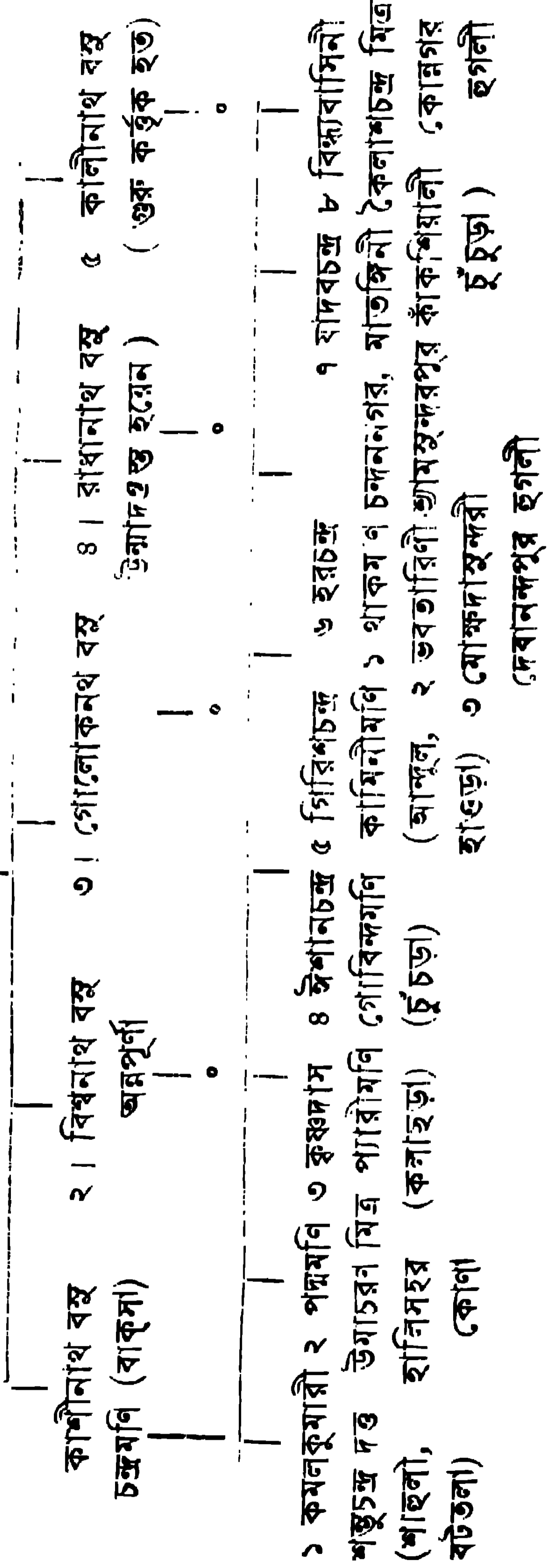
২। বিশ্বনাথ বসু
অন্নপূর্ণা
চণ্ডীদাস
৩। গোলোকনাথ
নীলমাধব
কন্যা
(পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশে বিবাহিতা)
১ কাদম্বিনী ২ নবীনকালী ৪ বসন্তকুমারী ৪ হেমন্তকুমারী ৫ বিহারী ৬ মনোমোহিনী ৭ রাজলক্ষ্মী ৮ নৃত্যকালী মোক্ষদা
পরাণ সেন নন্দলাল দে মাণিকলাল মিত্র ঈশান রুদ্র শ্যামাচরণ দত্ত পরাণ সেন ভগবতী দত্ত নিমাই রুদ্র বিহারী পাল
(জগদ্দল ২৪পং) কোন্নগর (জগদ্দল, ২৪পং)

কমল কুমারী
(কাশীনাথ বসুর প্রথমা কন্যা)
শম্ভুচন্দ্র দত্ত
(শাহুলী, বটতলা চন্দননগর)

১ হীরালাল দত্ত
কৃষ্ণকামিনী (বাবুগঞ্জ)

২ ভুবনেশ্বর দত্ত
(১) অজ্ঞাতনাম (রাজারামপুর)
(২) কুসুমকুমারী (বংশবাটী)

৩ কেদারেশ্বর দত্ত
কুসুমকুমারী (পালাড়া)

১ দেবেন্দ্রনাথ
বিনোদিনী (লক্ষ্ণৌ)

২ সৌদামিনী
ব্রজনাথ মিত্র (ব্যাজড়া)

৩ গিরীন্দ্রনাথ
সুরধনী (অমরপুর)

১ নরেন্দ্রনাথ
১ কিরণ (ঠনঠনিয়া মৃতা)
২ কিরণ (শিবপুর হাওড়া)

২ সত্যেন্দ্রনাথ
হরসুন্দরী
(বাঁকীপুর মৃতা)

১ যোগেন্দ্রনাথ
পুষ্পলতা (কলিকাতা)
বিবাহের অল্পদিন পরেই (কলিকতা)
যোগেন্দ্রের মৃত্যু হয়)

২ ব্রজেন্দ্রনাথ
স্নেহলতা

সোমেন্দ্রনাথ
ইন্দিরা

১ সুখলতা
ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ

২ মকর

৩ পার্ব্বতীচরণ

৪ লীলা

৫ শঙ্করমৌলী
ভবানীচরণ মিত্র

১ যবাদ্রনাথ ২ উমারাণী ৩ উষারাণী

১ নলিনবিজয় ২ নীলেন্দ্র নাথ (মৃত) ৩ কন্যা (মৃত)

পদ্মমণি
কাশীনাথ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যা
উমাচরণ মিত্র (কোণা)
১। নৃত্যকালী
দুর্গাচরণ
(গোন্দলপাড়া)
২। নবীনকালী
(৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু)
পুত্র
(৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু)
১ তারাপদ
নীহার
(বাসুর ডাঙ্গা)
২ শ্যামাপদ
মৃণালিনী
(সুজনবাগান) হুগলী
৩ কালীপদ
ওঃ মিণ্টু
(মৃত)
১ দুলালচাঁদ
কৃষ্ণদাস বসু
কাশীনাথ বাবুর প্রথম পুত্র
প্যারীমণি (কলাছড়া)
১। সারদাপ্রসাদ
নিস্তারিণী (পালপাড়া)
দেবেন্দ্র ওঃ মন্মথনাথ
সরযূ ওঃ ভগবতী (শান্তিপুর) মৃতা
২। মহেন্দ্রনাথ
রাধাবিনোদিনী (তাজপুর)
১ কন্যা (মৃতা)
২ নরেন্দ্রনাথ ওঃ সিদ্ধেশ্বর
৩ পুত্র (মৃত)
৪ বীরেন্দ্রনাথ (মৃত)
৫ পুত্র (মৃত)
৬ হরেন্দ্রনাথ (মৃত)
৭ পুত্র (মৃত)
৮ কন্যা (মৃতা)
৯ পঞ্চানন
নলিনী
(ব্যাটরা হাওড়া)

(ক) তুলসী
(নবাসন হাবড়া)
(খ) লক্ষ্মী ওঃ পুটুরাণী
(ঘাটেশ্বরা ২৪নং)
(গ) স্বর্ণলতা
(কলিকাতা চোরবাগান)
১। জটাধারী
২। পুত্র (মৃত)
৩। খুকী
৪। পুত্র
(ক) বীণাপাণি (কোন্নগর) (মৃতা)
(খ) কমলা (কোন্নগর)
১ কালীকিঙ্কর
২ পুত্র
(মৃত)
৩ রাধাগোবিন্দ
৪ কন্যা
(মৃতা)
১।২ যমজ কন্যা
(মৃত)
৩ দাশরথি
৪ প্রসাদ দাস
৫ চরণদাসী
৬ পুত্র
(মৃত)
৭ পুষ্পরাণী
৮ হারাধন
হরেন্দ্রনাথ (মৃত)
(ক) তুলসী (নবাসন)
(খ) লক্ষ্মী ওঃ পুঁটুরাণী (ঘাটেশ্বরা)
(গ স্বর্ণলতা (চোরবাগান)
(মৃতা)
২ কন্যা
(মৃত)
৩ কন্যা
(মৃতা)
১ কন্যা
(মৃতা)
২ ছবিরাণী
(মৃতা)
৩ পুত্র
(মৃত)
(মৃত)
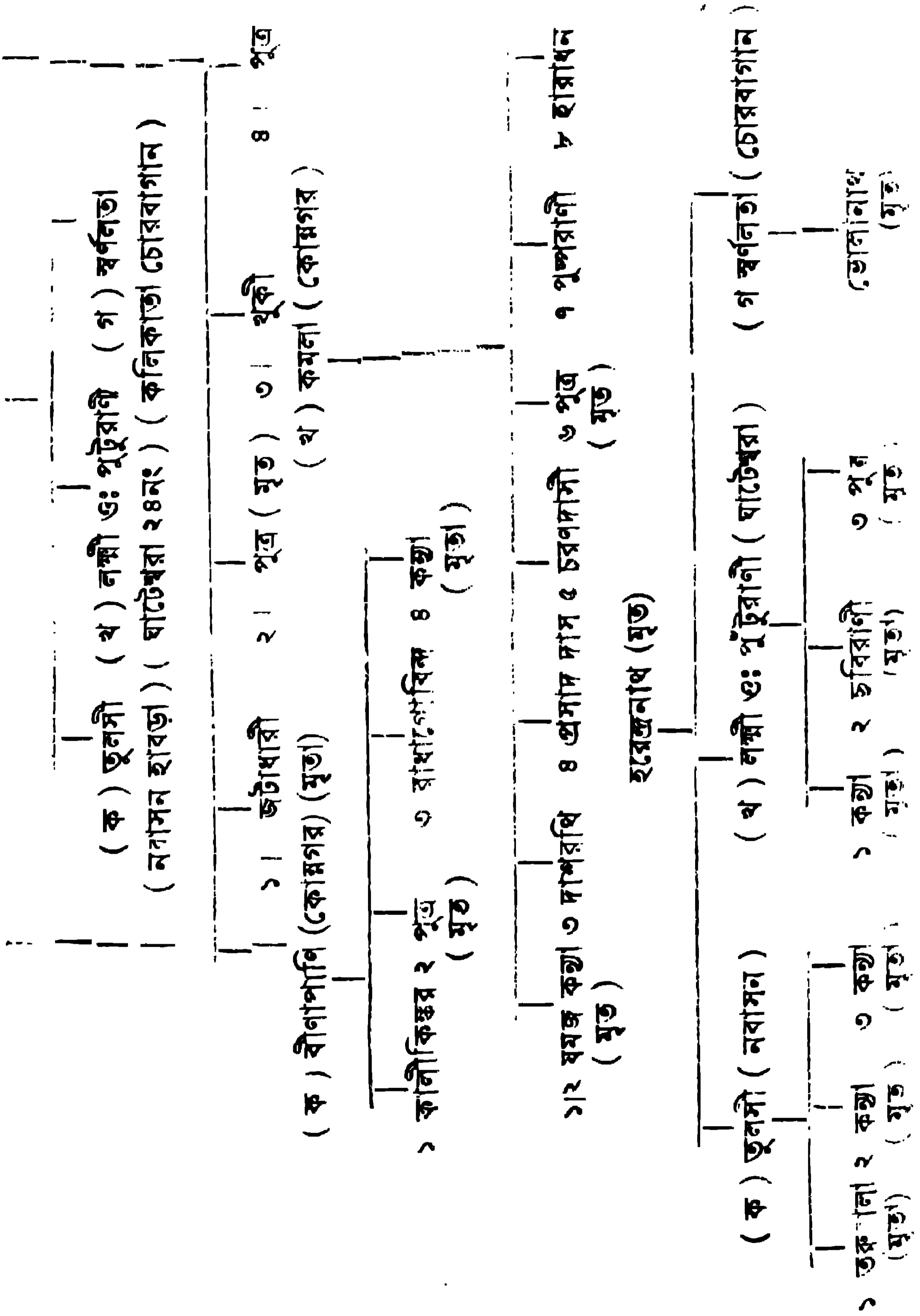
ঈশানচন্দ্র বসু
(কাশীনাথের দ্বিতীয় পুত্র)
গোবিন্দমণি (চুঁচুঁড়া)
|
মনোমোহিনী
গোপালচন্দ্র পালিত
(চন্দননগর)
|
•

গিরিশচন্দ্র বসু
(কাশীনাথের তৃতীয় পুত্র)
কামিনীমণি (আন্দুল)
|
•

হরচন্দ্র বসু
(কাশীনাথের চতুর্থ পুত্র)

- ১। থাকমণি (বাগবাজার চন্দননগর)
  - ১ ব্রজেশ্বরী — যাদবেন্দু সরকার (পালাড়া)
    - ১ গোলাপমণি — শীতলপ্রসাদ মিত্র
    - ২ অধরমণি — গগনপ্রসাদ মিত্র
    - ৩ লক্ষ্মীমণি — ভূতনাথ বসু
  - ২ বিনোদবিহারী (১৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু)
- ২। ভবতারিণী (শ্যামসুন্দরপুর কেওটা)
  - ১ সিদ্ধেশ্বরী — চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত (দেবানন্দপুর)
    - ১ যোগেন্দ্র মোহিনী — মহানন্দ মিত্র (কোন্নগর)
    - ২ সরোজবাসিনী — হীরালাল বসু (দণ্ডীর হাট)
    - ৩ নরেন্দ্রমোহিনী — সিদ্ধেশ্বর বসু (চন্দনপুর, হুগলী)
    - ৪ ললিতমোহন দত্ত (অবিবাহিত)
  - ২ রাসবিহারী — রাজবালা (বনপুর হুগলী)
- ৩। মোক্ষদাসুন্দরী (দেবানন্দপুর)

রাসবিহারী

১ অতীন্দ্রকুমার (অবিবাহিত) · ২ যতীন্দ্রকুমার (ক) উমারাণী (মৃত) (খ) শতদল · ৩ পুত্র · ৪ শচীন্দ্রকুমার নির্মলা · ৫ কন্যা (মৃতা) · ৬ প্রতিভা ওঃ ভবানী · ৭ পুত্র · ৮ রাধারমণ কমলা · ৯ প্রফুল্লকুমার সুধারাণী

কমলকৃষ্ণ ঘোষ (মৃত)

(জেজুড় হরিপাল) (মজিলপুর) (পলাশডাঙ্গা) (বেলতলা ভবানীপুর) (ভবানীপুর) (বাবুগঞ্জ)

১ বিজলীপ্রভা ওঃ গীতা · ২ অরুণকুমার ওঃ পুষু · ৩ অজয়কুমার ওঃ বাসু · ৪ যমুনা (মৃতা) · ৫ বরুণা · ৬ কন্যা (মৃত) · ৭ কন্যা

১ পুত্র (মৃত) · ২ অমলকুমার

১ অজিত ওঃ ভাসু · ২ অসিত ওঃ শিশু · ৩ পুত্র (মৃত) · ৪ শৈবারাণী ওঃ গঙ্গা · শনকারাণী

১ প্রভাতকুমার ওঃ চাঁদ · ২ যমজপুত্র ও কন্যা (মৃত) · ৩ ফাঁদ ওঃ টম্বল (মৃত) · ৪ প্রতাপকুমার ওঃ কালাচাঁদ · ৫ প্রণতকুমার ওঃ বুণ্ট

১ অসীমকুমার · ২ পদ্মরাণী · ৩ আচন্ত্যকুমার

মোক্ষদাসুন্দরী

(হরচন্দ্রের তৃতীয় ভার্য্যা)

১ পুত্র (মৃত) ২ কন্যা (মৃতা) ৩ অবিনাশচন্দ্র বসু ৪ কন্যা (মৃতা) ৫ পুত্র গাবুল (মৃত) ৬ ভীম (মৃত) ৭ পুত্র (মৃত)

ওঃ হাবুল

জন্ম—৫ই ভাদ্র ১২৮১

মনোরমা সেন (সেবানন্দপুর) (মৃতা)

বিবাহ ৩রা ফাল্গুন ১২৯৯

১ অমূল্যচন্দ্র — ওঃ মণি — সলিলা ঘোষ (ইচ্ছাপুর)

২ সুবর্ণনলিনী — ওঃ মেনি — ললিত দত্ত (হাটখোলা কলিঃ)

৩ শিখরবাসিনী — ওঃ ছেনি — চণ্ডীচরণ মিত্র (বেলঘরিয়া)

৪ সরযূবালা — ওঃ টুনি (মৃতা) — যতীন্দ্র দত্ত (আকনা)

৫ অচলবালা — ওঃ পুন্তে (মৃতা) — নফরচন্দ্র সেন (বাবুগঞ্জ)

৬ সন্তোষকুমার — প্রভাতরাণী সিংহ (বাদুড়বাগান কলিঃ)

৭ বীণাপাণি — মৃত্যু ৫।৬।০৯

১অমিয় ২অখিল ৩অমৃত

১ কৃষ্ণ ২ শোভনাময়ী ৩ সুষমাময়ী
ওঃ গোলাপ সুধীরকুমার
বিভূতিভূষণ ঘোষ মিত্র
(চুঁচুঁড়া) (বেলঘরিয়া)

১ তৃপ্তিরাণী ২ দীপ্তিরাণী ৩ খুকী
ওঃ বেলা

সুনীতকুমার

১ জ্যোৎস্নাময়ী ২ খুকী ৩ খুকী
ওঃ তরু (মৃতা) (মৃত)
নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ
বাগবাজার কলিকাতা

১ স্নিগ্ধরাণী ২ নিশিত ৩ অসিত ৪ পুত্র

১ পরিমল ও বুড়ি ২ সমরেন্দ্র ৩ সরদেন্দু ৪ সুধীন্দ্র ৫ শুভা ৬ লিলি
অবনীভূষণ মিত্র ওঃ গোপাল ওঃ দুলাল ওঃ কমল

কন্যা (মৃতা)

১ শান্তিরাণী
২ শোভারাণী
৩ বাণীরাণী
৪ প্রণবকুমার
১ পদ্মাসীনা (মৃতা)
২ সমীর
৩ সুনীল ওঃ সোনা (মৃত)
৪ খুকী (মৃতা)
৫ মিহির
৬ তিমির ওঃ পালোয়ান্
৭ ছবিরাণী
৮ ছায়ারাণী
৯ পুত্র
৮ মনতোষকুমার ওঃ যুগলকিশোর
৯ লাবণ্যলতা ওঃ খু (মৃতা)
শান্তিরাণী দত্ত নৈহাটী) (
১০ স্নেহলতা ওঃ দুর্গা
অবনীচন্দ্র দে
(মিয়ার বেড়, চুঁচুড়া)
১১ খুকুবালা (মৃতা) ওঃ দুর্গা
১২ পুষ্পলতা
১৩ সুধাহাসিনী ওঃ খোকৃতা
১ অশোককুমার ওঃ গণেশ
২ রেখারাণী
৩ রেবারাণী
৪ ইলারাণী
৫ ইভারাণী

যাদবচন্দ্র বসু
(কাশীনাথের পঞ্চম পুত্র)
১। বিপিনবিহারী বসু (রায় বাহাদুর)
গিরিবালা (কলিকাতা)
২। হেমলতা
কার্ত্তিকচরণ ঘোষ
(পরঞ্চপুর)
৩। স্বর্ণলতা
ভগবানচন্দ্র দে সরকার
(নৈহাটী)
৪। লালবিহারী বসু
বিনোদকুমারী
(মুরাদপুর, বাঁকিপুর)
১ শরৎচন্দ্র
হরিদাসী (দশঘরা)
২ শ্রীশচন্দ্র
(২১ বৎসর বয়সে মৃত্যু)
৩ শিখরনাথ (মৃত)
সরোজিনী
(কলিকাতা, চাঁপাতলা)
১ প্রিয়ম্বদ (মৃত)
অনিলা (ব্যাজড়া)
২ সরোজিনী
(মৃতা)
শশধর বসু
(কালনা)
৩ কন্যা
(মৃতা)
৪ সত্যম্বদ
বিরজা
(মৃতা)
(শ্রীকৃষ্ণপুর)
১ সত্যানন্দ
ওঃ সতু
২ সচ্চিদানন্দ
ওঃ কানু
৩ সাধনানন্দ
ওঃ হাবা
১ নরেন্দ্র
(মৃত)
২ ধীরেন্দ্র
কমলবালা
৩ নির্ম্মলা
হৃষীকেশ দত্ত
(হালিসহর, কোণা)
বেলা (মৃতা)
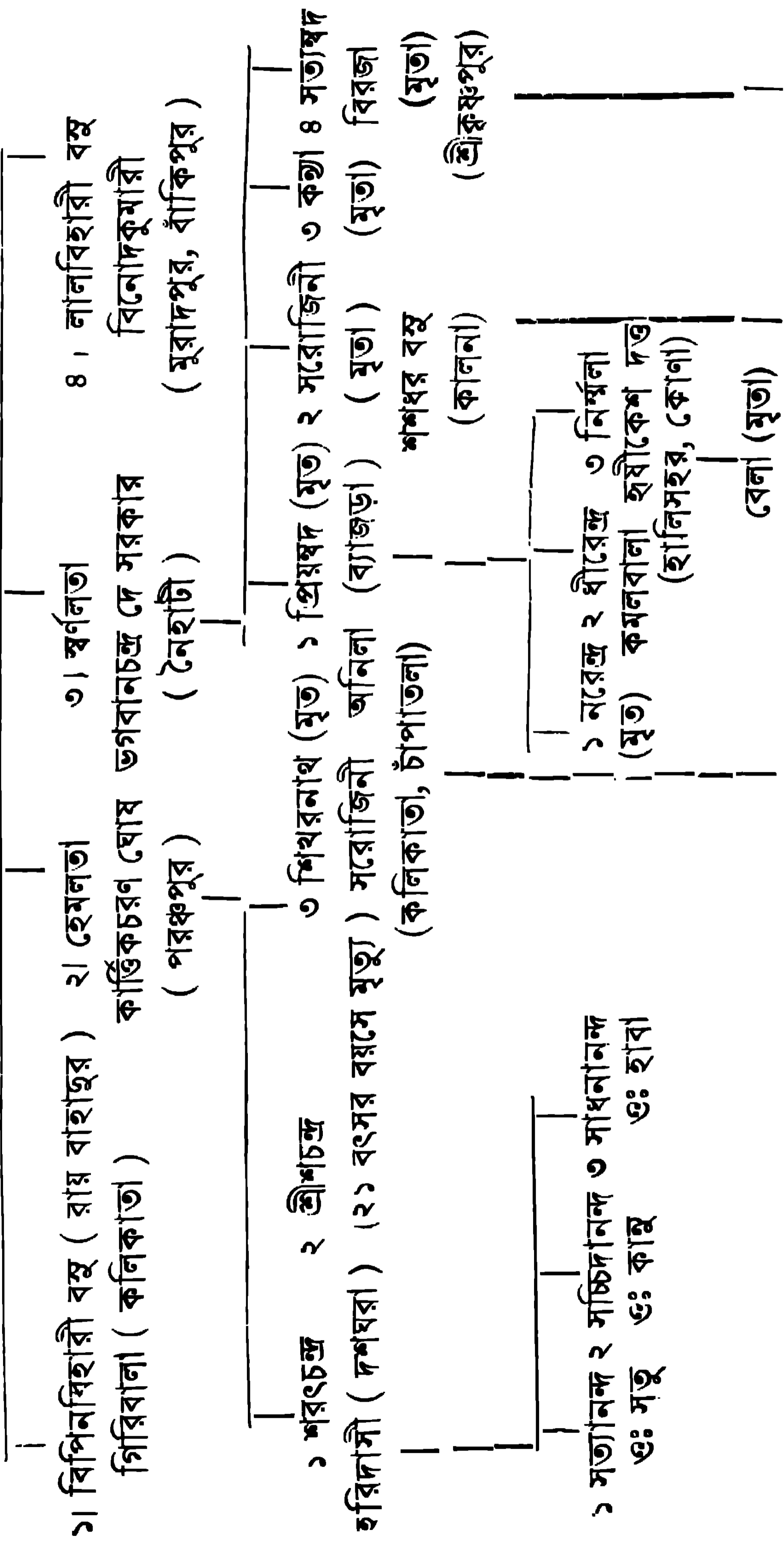
১ সত্যশোভা
ধীরেন্দ্রনাথ সরকার
(রামনগর, ২৪পঃ)
২ সত্যেন্দ্রনাথ
৩ শচীন্দ্রনাথ
৪ সত্যপ্রভা
হরেন্দ্রনাথ দত্ত
(কলিকাতা, চোরবাগান)
৫ সত্যসুধা
অনিলকুমার বসু
(বামুনমুড়া, বারাসত)
৬ উষা
১ রাম
২ সমরেন্দ্র
১ ললিতা
শান্তনুকুমার পালিত
(সমস্তিপুর)
২ প্রশান্তকুমার
৩ সুশান্তকুমার
৪ রবীন্দ্রকুমার
৫ নমিতা
১ শৈলবালা
শরৎচন্দ্র সরকার
কৃষ্ণনগর
২ সুধীরবালা
পঞ্চানন রায়
(সাহেবগঞ্জ)
৩ সুধাংশু
৪ হিমাংশু
৫ শুভাংশু
৬ শীতাংশু
১ রমেন্দ্রকুমার
২ প্রতিমা (মৃতা)
৩ হিমানী
ওঃ ভোমরা
৪ মাধুরী
ওঃ অপরা
৫ মীরা

রায় বিপিনবিহারী বসু বাহাদুর
(যাদবচন্দ্রের প্রথমপুত্র)
গিরিবালা (কলিকাতা)

১ নলিনবিহারী ২ পুলিনবিহারী ৩ অনিলবিহারী ৪ ইন্দুবালা ৫ শিশিরবিহারী ৬ নীরদবিহারী ৭ কুমুদবিহারী ৮ অমিয়বালা
ওঃ র‍্যাট (মৃত) ওঃ ডুন্থু (মৃত) বিভাবতী (মৃতা) ওঃ রাণী ওঃ ভোম্বল ওঃ মণি ইন্দিরা (কলিকাতা) (মৃতা)
হেমনলিনী (কোণা) (কলিকাতা) চন্দ্রনারায়ণ সিংহ তরুবালা রমলা (মৃতা) সতীশচন্দ্র দাস
(বাঁশবেড়ে) (বারাকপুর) (পলাশডাঙ্গা) (কলিকাতা)

কন্যা (মৃতা)

১ হীরেন্দ্রকুমার ২ কন্যা(মৃতা) ৩ ইলা

১ রেবা ২ তরুণকুমার ৩ রেণু রেখা
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
(চাঁদড়া—হুগলী)

১ অমরেন্দ্র ২ সমরেন্দ্র ৩ পুত্র (মৃত) ৪ মিহিরেন্দ্র

১ মৃণালিনী ওঃ মেনি
বাদলচন্দ্র ঘোষ (মৌখালি ২৪ পঃ)
২ নিভাননী ওঃ বেঁকী
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (রুড়্কি)
৩ পুত্র (মৃত)
১ বিমলা ওঃ লিলি (মৃতা)
বিধাদেন্দু বিশ্বাস
(কলিকাতা)
২ কমলা ওঃ শেলি
মোহনচাঁদ মিত্র
কলিকাতা))
৩ রবীন্দ্রকুমার
৪ পুত্র (মৃত)
১ মায়ারাণী
২ পুত্র (মৃত)
১ কন্যা
১ সুধাময়ী ওঃ ছেনি
সুহাসকুমার ঘোষ
(ইছাপুর, ২৪ পঃ)
২ কন্যা (মৃতা)
৩ বীরেন্দ্রকুমার
৪ লাবণ্যময়ী ওঃ ল্যাবি
সুধীরকুমার চৌধুরী
(বাক্সা—হুগলী)
১ কন্যা (মৃতা)
(ডোরা)
২ সবিতারাণা
ওঃ ইলা
৩ অমিতারাণী
ওঃ চনু
৪ সুরথকুমার
ওঃমন্টু
৫ নমিতা
ওঃ বেলা
৬ মমতা
১ সুধীরচন্দ্র
২ কার্ত্তিকচন্দ্র
৩ প্রবীরচন্দ্র
৪ প্রভাতচন্দ্র
৫ পুত্র
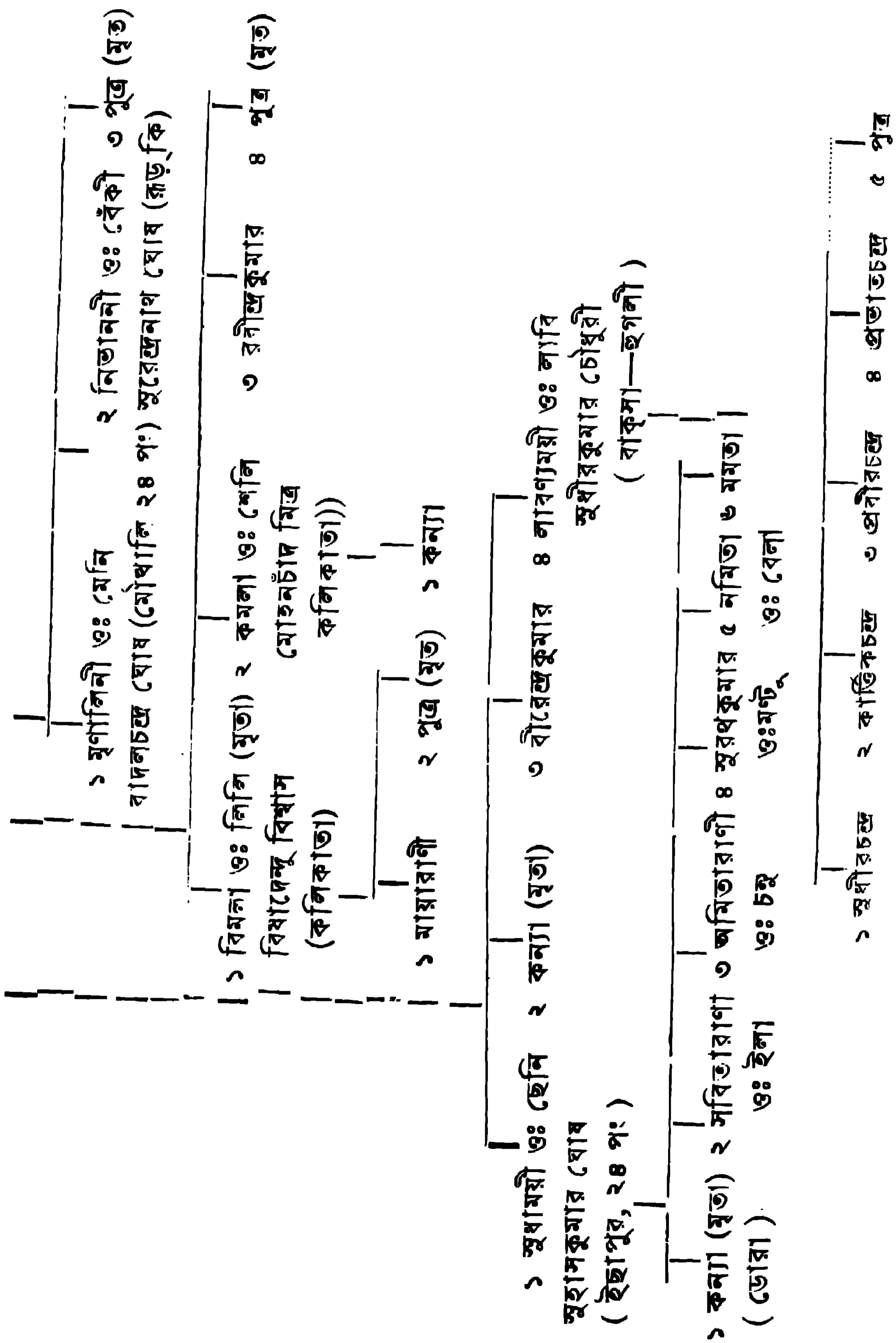
লালবিহারী বসু
(যাদবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র)
বিনোদকুমারী
(মুরাদপুর—বাঁকীপুর)
১ বিমানবিহারী ওঃ বদি প্রতিভা (মৃতা) (খিদিরপুর)
২ শিবরাণী ওঃ ক্ষেত্রমোহন দত্ত (রাণাঘাট)
৩ বঙ্কিমবিহারী ওঃ সাধন অবিবাহিত)
৪ বীণাপানি ওঃ প্রভাতকুমার মিত্র (মৃত) (বলাগড়, হুগলী)
৫ বিজনবিহারী ওঃ নন্দ বীণাপাণি (কালনা)
৬ রাধারাণী ওঃ মণীন্দ্রকুমার চন্দ্র (যদুরহাটি ২৪ পং)
৭ বনবিহারী ওঃ বিশ্ব
৮ পুষ্পরাণী ওঃ আশুতোষ সরকার (শান্তিপুর)
৯ বিমলবিহারী
১ বৃন্দাবন
২ বৈকুণ্ঠ (মৃত)
৩ বারীন্দ্র ওঃ বংশী
১ রমেশচন্দ্র
২ নরেশ (মৃত)
৩ অমলকুমার
৪ শর্ম্মিষ্ঠা
১ নবলতা ওঃ বিমলানন্দদোষ (জঙ্গমবাড়ী বেনারস)
কন্যা
২ পশুপতি নাথ ওঃ রাণু
৩ প্রীতি লতা ওঃ ছবি
১ অলকা
২ বিজলীবিহারী
১ ইলা ওঃ শান্তা
২ জীবন ওঃ অজিত
৩ রমা ওঃ মণ্টু
৪ মীরা (মৃতা)
১ সন্তোষ
২ মনতোষ (মৃত)
৩ দীপ্তি
৪ পুত্র

শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়-বংশের

রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বেদগর্ভ আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের একজন ঋত্বিক ছিলেন। তাঁহার পুত্র হল আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের নিকট গাঙ্গোলী গ্রাম পাইয়া ঐ গাঁঞি হন (কলিকাতা বাণী-মন্দিরের ৩য় সংখ্যক বংশাবলী)। ঐ বংশের শিশু বল্লাল সেন কর্ত্তৃক প্রথম কৌলীন্য-মর্য্যাদা ও কুলপতি উপাধি পান। শিশুর বংশধর রাঘব ঢাকা বেগে গ্রামে বাস করিয়া বেগের গাঙ্গুলী নামে অভিহিত হন। তাঁহার বংশের রাধামোহন প্রথম শান্তিপুরে বাস করেন। কুল-ভঙ্গের জন্য শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী কদমপুর বাথনা গ্রামে ২৫/ বিঘা ব্রহ্মত্বর জমি রাধামোহনের প্রতিষ্ঠিত ৺শিবনারায়ণের নামে দেবত্বর আছে। অবস্থাপন্ন না হইলেও নিষ্ঠাবান্ রাধামোহন কখনও কখনও দুর্গোৎসব করিতেন। প্রতিবাসীদের মধ্যে বিরোধ হইলে তিনি আনন্দসহকারে তাহার মীমাংসা করিতেন ও অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন; এইজন্য তাঁহাকে সকলে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তাঁহার ৪ পুত্র—রামযাদু, রামদাস, হরিপ্রসাদ ও শ্রীরামচন্দ্রকে লোকে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বলিত। কলিকাতায় সেগুণ কাঠের ব্যবসা করিয়া ইঁহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাঠের গোলা শান্তিপুরের লোকের নিকট অবারিত-দ্বার ছিল, সেখানে ছোট বড় সকলেই সমাদৃত হইতেন। তাঁহাদের শান্তিপুরের বাটীতে "বারমাসে তের পার্ব্বণের" অধিক হইত, দোল, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, বারকালী, রটন্তী ও রাসকালী পূজা, নিত্য শিবনারায়ণের সেবা ও বৈষ্ণবপার্ব্বণ ছাড়া বহু

পরিবারের বহু ব্রতাদিও ছিল। মাতৃ-শ্রাদ্ধে এত টাকা ইঁহারা ব্যয় করিয়াছিলেন যে, বহুকাল শান্তিপুরে এরূপ সমারোহের সহিত আদ্য-শ্রাদ্ধ হয় নাই। নিকট প্রতিবাসীদের জন্য পূজার পূর্ব্বে ইঁহারা নৌকায় বিস্তর জুতা আনাইতেন, নিজের নিজের পায়ের মত জুতা হৃষ্টচিত্তে প্রতিবাসীরা বাছিয়া লইতেন, যেন এক বৃহৎ পরিবার। শান্তিপুরে মিউনিসিপ্যালিটি হইলে রামযাদু কমিশনর ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র এই দুইটি কাজ ছাড়া বন্ধু-সভার কোষাধ্যক্ষ, করদাতাগণের সভার কোষাধ্যক্ষ, রামনগর বঙ্গ-বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য হন। অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রত্যেকটির উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিতেন, কারণ তিনি নিজে ছিলেন প্রকৃত কর্ম্মী। তাঁহার মৃত্যুর পরে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের Female Wardটি তাঁহার নামানুসারে Sreeram Chandra Ganguly Female Ward হইয়াছে ও তাঁহার একটি প্রস্তরফলক ঐ গৃহে আছে। তাঁহার বসতবাটী "শ্রীরামধামের" সংলগ্ন রাস্তাটির নাম "শ্রীরামচন্দ্র গাঙ্গুলী লেন" হইয়াছে। এই নামকরণ-উপলক্ষে একজন প্রধান কমিশনার লিখিয়াছিলেন, "প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিপুরের পিতৃস্থানীয়। শান্তিপুরের খ্যাতি তাঁহাদের পূতপদরজঃস্পর্শেই অর্জ্জিত হইয়াছে।" নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি আজীবন পরোপকার করিতেন ও সকলকে স্নেহ-যত্ন করিতেন। এইজন্য তাঁহার মৃত্যুতে ছোট বড়, স্ত্রী পুরুষ অনেক নিঃসম্পর্কীয় লোকের চোখের জল পড়িয়াছিল। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাঁহার সাধুতার প্রশংসা দেশপূজ্য স্যার গুরুদাস যেখানে সেখানে শতমুখে করিতেন। কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ উকীল মৃত্যুঞ্জয়বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র উকীল সারদাপ্রসাদকে বলেন, "বৈষয়িক ব্যাপারে শান্তিপুরের

গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করিবে না।" ইনি বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকের এইরূপ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ক্রিয়া-কর্ম্মে ও লোক-জন খাওয়াইতে ইঁহার এত আগ্রহ ছিল যে, পুরাতন বাড়ীর দুর্গোৎসবে যোগ দিয়াও নিজের নূতন বাড়ীতে পৃথক্ দুর্গা পূজা করিতেন ও তাঁহার পুত্রেরা এখনও পিতৃদেবের এই সদনুষ্ঠানটি বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার মত নিরহঙ্কার, নিরভিমান, সদালাপী, সরল ও পরোপকারী ব্যক্তি যে কোনও সমাজের ভূষণ। তিনি বড় ভাগ্যবান ছিলেন, শোক কাহাকে বলে জানিতেন না। ৬২ বৎসর বয়সে দুই পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র এবং এক কন্যা রাখিয়া এই স্বনামধন্য পুরুষ জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া ৺বারাণসীধামে দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে "বঙ্গবাসী" "সঞ্জীবনী" "অমৃতবাজার পত্রিকা" "Indian Mirror" "Statesman" প্রভৃতি সংবাদপত্র তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করেন।

৺শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র শান্তিপুরের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ও আজীবন দেশমাতৃকার একজন একনিষ্ঠ সেবক। অনেক দিন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া তিনি কর্ত্তৃপক্ষের ও সাধারণের নিকট যশস্বী হইয়াছেন। দাতব্য-চিকিৎসালয়ের সম্পাদক-রূপে উহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কিছুদিনের জন্য মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের সম্পাদকতা ও মিউনিসিপ্যাল ভাইস-চেয়ারম্যানের কাজ যশের সহিত করেন। যে শান্তিপুর Co-operative Credit Society দ্বারা এখন এত উপকৃত তাহারও মূলে ছিলেন ইনি প্রথমে সম্পাদক পরে সভাপতিরূপে। 'বন্ধু-সভার' ধন-রক্ষকের ও সম্পাদকের কাজ করিয়া ইনি সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন। ইনি শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের ও পূর্ণিমা-সম্মেলনের সহসভাপতি ও

বীর আশানন্দের ৺রাধাবল্লভ ঠাকুরের সেবাসমিতির সভাপতি এবং ইঁহার সভাপতিত্বে এই বীরের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি এত জনপ্রিয় যে, ভিন্ন ওয়ার্ড হইতে কমিশনর-পদ-প্রার্থী হইয়াও তিনি প্রথমবারেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রের "মা বাপ"—তাহাদের অভিযোগ যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টা করেন। নবীন ও প্রবীণদের সকল অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করাতে লোকে তাঁহাকে "Link between the old and the new" বলে। শান্তিপুরে সভাসমিতি হইলে তিনি হয় সভাপতি নয় বক্তা হন। কেহ কেহ তাঁহাকে "The grand oldman of Santipur" বলেন। তাঁহার সদালাপে ও সদ্ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও যখনই শান্তিপুরে যাইতেন সদলে তাঁহার অতিথি হইতেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী সরলা দেবীচৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য দেশনেতা ও সাহিত্যমহারথী শান্তিপুরে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন! কয়েক বার বড় বড় খুনী ও ডাকাতি মোকর্দ্দমায় তিনি কৃষ্ণনগরে Foreman of the Jury-র কার্য্য এরূপ সুন্দরভাবে করিয়াছিলেন যে জজসাহেব, উকীলগণ ও অন্য সকলে তাঁহার উপর শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। ইঁহার ৫ কন্যা ও ৬ পুত্র,—জ্যেষ্ঠ রাসবিহারী Passed Sub-overseer & Contractor.; দ্বিতীয় বনবিহারী Hardwar emerchant; তৃতীয় লালবিহারী Passed sub-overseer, বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিয়া দরিদ্রের বিশেষ উপকার করেন; চতুর্থ শৈলেন ২০ বৎসর বয়সে Bengali Double Companyর সহিত Mesopotamiaতে গত মহাযুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়া ৪ বৎসর সেখানে ছিলেন; পঞ্চম পূর্ণচন্দ্র E. B. Ry. Asst. Pay-clerk এবং ষষ্ঠ বিনয় ব্যবসায়ী।

১৯২১ সালে গোবিন্দবাবুর পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী (ব্যারিষ্টার মিঃ এ-সি ব্যানার্জ্জীর সহোদরা) শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দেবী স্বামী পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্রগণকে রাখিয়া ৪৯ বৎসর বয়সে অমরধামে গিয়াছেন। তদবধি ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। বয়স ৬৯, তথাচ এখনও মনপ্রাণ দিয়া তিনি দেশের ও দশের সেবা আনন্দ-সহকারে সাধ্যমত করিতেছেন। দেশের লোক তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করেন; কারণ তাঁহারা বলেন, "যতক্ষণ তিনি থাকিবেন শান্তিপুরের মান রক্ষা হইবে।"

৺শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গোপালচন্দ্র ১৮৮৬ সালে শান্তিপুর হইতে গভর্ণমেণ্ট বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি রৌপ্য পদক পাইয়া অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি ও মিঃ পার্সিভ্যাল প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গকে প্রীত করিয়াছিলেন। তাঁহার মাত্র ২১ বৎসর বয়সে ইংরাজিতে এম-এ পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিয় ছাত্রের যোগ্যতা দর্শন করিয়া টনি সাহেব বিনা আবেদনে তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক করেন। তাহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ইংলণ্ডের এক সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে বৃদ্ধ গুরু শিষ্যের খ্যাতি শুনিয়া স্নেহ ও গৌরবানুভূতি-ব্যঞ্জক একখানি পত্রে লেখেন—"I always considered you a meritorious Professor of English."

টনি সাহেবের স্বদেশ-প্রত্যাগমন হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া গুরু-শিষ্যের পত্রালাপ সাহিত্য ও দর্শনের দিক দিয়া ও নানাপ্রকার সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচনায় সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনের দিক দিয়া দেখিলে অমূল্য। গুরু-ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ গোপালচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে গুরুর একটি আলেখ্য উপহার দেন; তাহা এখনও কলেজের লাইব্রেরী-ঘর অলঙ্কৃত করিতেছে। স্যার আশুতোষের সভাপতিত্বে সেই আলেখ্যের আবরণ-উন্মোচন-উপলক্ষে গুরু-গুণকীর্ত্তনে গোপালচন্দ্রের বক্তৃতার কিয়দংশ Sir Richard

Temple উদ্ধৃত করেন in his Foreword to Tawney's Translation of the *Ocean of story* by Penzer in 10 Volumes Price Rs. 367/8/-

গোপালচন্দ্রের কর্ম্মজীবন বৈচিত্র্যময়। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে অধ্যাপকতা আরম্ভ করিয়া তিনি প্রথম হইতে অধ্যাপনায় যশঃ অর্জ্জন করেন। স্যার আশুতোষ এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "কলিকাতার বাইরে গোপালের মত ইংরেজির অধ্যাপক বড় নাই" এবং শেষে অবসর-গ্রহণের পরে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী-অধ্যাপক করিবেন ইহা স্যার আশুতোষ একাধিকবার বলিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যায়ের অধ্যাপকতা করিতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন ও নব-উড়িষ্যার নেতা ত্যাগী গোপ বন্ধুদাস উড়িষ্যার ভাবী নেতাদের শিক্ষাস্থান সাক্ষীগোপাল বিদ্যালয়ের ভার তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ৮।৯ বৎসর কৃষ্ণনগর, রাজসাহী ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপকতা করার পরে কোন বিশেষ কারণে কর্তৃপক্ষের সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে এক কথায় তিনি সরকারী কাজ ত্যাগ করেন। এই ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতারপরিচয় পাইয়া আশু বাবু, বলেন "আমি শিক্ষা-বিভাগের চাকরী ছাড়িয়াছিলাম, আর তুমি ছাড়িলে, যাহক আমার কাছে ওকালতি কর, অনেক অর্থোপার্জ্জন হইবে।" পদত্যাগের পর ৩ বৎসর তিনি মাতৃভূমির সেবা অধিক সময় করেন ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রভৃতি দেশনেতার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত দৌলতপুর কলেজের সম্পূর্ণ ভার তাঁহাকে দিতে চান। "যদি সংবাদপত্র সম্পাদনে তাঁহার সুসংযত অথচ শক্তিশালী লেখনী নিয়োজিত করিতেন, তবে তিনি তাঁহার লেখনী-প্রভাবে কালে দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকজীবনে

এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেন, নিঃসন্দেহ চিত্তে বলা যাইতে পারে কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনন্ত ভবিষ্যৎ গঠন-কার্য্যের জন্যই মনোনীত করিয়াছিলেন।"

ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর সার আলেকজাণ্ডার পেড্লার একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোপালবাবুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক-নির্ব্বাচনের পরে আশুবাবুকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন ও বলেন "What is he doing ? I wanted a strong man for the Dacca College. So I transferred him there but he committed official suicide by resigning". । এই ডিরেকটর পরে অধ্যক্ষ বিপিনবাবুর নিকট ইহার পুনরুক্তি করিলে গোপালবাবু তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলেন, "Neither did I commit official suicide nor have you restored me to official life……" কারণ তাঁহার বিশ্বাস মানুষের কর্ত্তৃত্ব নামমাত্র।

১৯০৪ সালে কটক কলেজ হইতে মোট ৪৯ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বি-এ পাশ করেন। তখন ডিরেক্টর পেড্লার সাহেব গোপালবাবুর পদ-ত্যাগের ৩ বৎসর পরে বিনা আবেদনে তাঁহাকে ঐ কলেজের জুনিয়র অধ্যাপকরূপে পাঠান ও অধ্যক্ষ বিপিনবাবুকে বলেন, তাঁহাকে বি-এ শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ানোর আংশিক ভার দিতে। ১৯০৫ সালে ঐ কলেজ হইতে ১০ জন বি-এ পাশ করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত তাঁহার হাত দিয়া ঐ কলেজ হইতে শত শত ছাত্র বি-এ পাশ করিয়াছেন ও ঐ কলেজে পরে ইংরেজি এম-এ শ্রেণী খোলা হয় এবং উহার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ ও বেসরকারী দেশনেতারা জানিতেন যে, র‍্যাভেন্স কলেজ ও তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। "তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্য ও সাহিত্য-রসের অনুভূতি যেমন কলেজের শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তেমন তাঁহার জীবন ও চরিত্র ছাত্রদের

জীবনে একটা পবিত্র আলো ও বাতাসের পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি যেমন তাঁহার সহযোগীদের সকল বিষয়ে সুপরামর্শদাতা ও সহৃদয় বন্ধু ছিলেন তেমন প্রতিষ্ঠান-পরিচালনায় অধ্যক্ষের পর অধ্যক্ষের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন।" ফলতঃ তিনি বার বার extension বিনা আবেদনে পাইয়াছিলেন ও তাঁহার প্রথমবার অবসর-গ্রহণের পর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের কোন প্রদেশ হইতে উপযুক্ত লোক না পাওয়াতে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী লাট সাহেবের সহিত কাগজ-পত্র লইয়া দেখা করিয়া তাঁহাকে পুনর্নিযুক্ত করেন। প্রথমবার অবসর-গ্রহণের পর গোপালবাবু ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশতঃ অর্দ্ধ-সমাপ্ত পাঠ্য পুস্তক সাঙ্গ করার জন্য কলেজে কিছুদিন বিনা বেতনে অধ্যাপকের কাজ করেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কলেজ-যাতায়াতের গাড়ী ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আজীবন বিদ্যাবিক্রয় করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শেষ জীবনে গাড়ীভাড়া দিয়া একটু বিদ্যা-দানের সুযোগ পাইয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য পালন করি।" রায় বাহাদুর দ্বারকা নাথ M. L. C. একবার পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার পূর্ব্বে শিক্ষা-বিভাগের বিশিষ্ট কয়েকজন ইংরাজকে বলিয়াছিলেন "Who will teach Shakespeare in this province after Gopal Babu's retirement?" কটকে আসিয়া ঐ রায় বাহাদুর কলেজে গোপালবাবুকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া বলেন, "I have come to pay my respects to the teacher of Shakespeare"। ৫৭ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বার অবসর গ্রহণ করিলেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধ উপেক্ষা করা অন্যায় মনে করিয়া কলেজের কার্য্য করিতে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯২৮ সালে তিনি তৃতীয়বার অবসর গ্রহণ করিলে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা তার-যোগে তাঁহাকে পাটনা কলেজে আর দুই বৎসরের জন্য অধ্যাপকতা করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক

দুর্ঘটনার জন্ম কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধ তখন তিনি রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। পরে গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে কয়েক মাস একটি মহারাজার Tutor Guardian ও মিশনারী সাহেব বন্ধুদের অনুরোধে হাজারিবাগ কলেজের অধ্যাপকতা করেন। ১৮৯২ জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনি ৪০ বৎসরের অধ্যাপক। ২৫ বৎসর চাকরী না হইলেও Secretary of State Local Government ও India Governmentএর বিশেষ Recommendationএ তাঁহার বিনা আবেদনে তাঁহাকে পূরা পেন্সন দিয়াছেন, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে Special promotion দিয়াছেন ও B & O Government তাঁহাকে অনেকদিন অস্থায়ী I. E. S. ও ১৯২৯ সালে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন : কর্ম্মজীবনে বার বার extension ও অবসর-গ্রহণের পর বার বার নিয়োগ অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি নিজে পূরা বিশ্বাস করেন—ইহার কারণ শুভগ্রহ ও পিতামাতার আশীর্ব্বাদ।

গোপালবাবু কয়েক বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow, Member, Board of Examiners ও উচ্চ পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার পুত্র পরীক্ষার্থী থাকিলে তিনি সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কখন দিতেন না স্যার গুরুদাসের পদানুসরণ করিয়া। Board of Examinersএর Member হইয়া তিনি যথাসম্ভব memberদের Paper-setting কমাইয়া Boardএর বাহিরের শিক্ষকদিগকে Paper-setter ও পরীক্ষক করাইয়াছিলেন।

গোপালবাবুর পাণ্ডিত্য, আত্ম-বিশ্বাস ও সৎসাহসের দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার কর্ম্মজীবনের এক মসী-যুদ্ধ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার ক্লাশ পরিদর্শন করিয়া একবার একটি সুপণ্ডিত ইংরেজ Director Visitors' Book-এ মন্তব্য লিখেন যে, গোপালবাবু একটি ইংরেজী শব্দের ভুল অর্থ করিয়াছেন। আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগাতে তিনি বিলাতে

বিশিষ্ট কয়েকটি পণ্ডিতকে পত্র লেখেন। তাঁহারাও এই অর্থ ভুল বলিলে অগত্যা তিনি New English Dictionaryর Sir James Murrayকে পত্র লিখিলেন ও যুক্তি দেখাইলেন কেন তিনি ঐ শব্দের ঐ স্থানে ঐরূপ Scotch অর্থ করিয়াছেন, যদিচ ঐ অর্থে ঐ শব্দের ইংরেজি ভাষাতে অন্য কোথাও প্রয়োগ নাই। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ ভুল বলা সত্ত্বেও গোপালবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি ভুল করেন নাই। ৬ বৎসর পরে New English Dictionর ary(ইংরেজি ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধান) একটি Volume প্রকাশিত হইলে গোপালবাবু মত সমর্থন করিয়া ঐ শব্দের ঠিক ঐ Scotch অর্থ দিয়া ঐ ছত্রটি উদ্ধৃত দেখিয়া একজন ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "গোপাল বাবুর যুক্তির জন্যই এই অর্থ ঐ অভিধানে গৃহীত হইয়াছে।" ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। তিনি ভূতপূর্ব্ব ডিরেকটরকে বিলাতে লিখিলে উত্তর পাইলেন না। পুনরায় লিখিয়া জানিলেন ভূতপূর্ব্ব ডিরেকটরকে একজন Scotch বলিয়াছিলেন যে, ঐ শব্দের Scotch ভাষায় ঐ অর্থ নাই। দেশনেতা শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস যখন Minister ছিলেন এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কাগজ-পত্র গোপালবাবুর নিকট চাহিয়াছিলেন কিন্তু কলহ করা বিশেষতঃ পরকে খাটো করিয়া নিজেকে বাড়ান তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং তিনি কাগজ পত্র দেন নাই।

তরুণ উড়িষ্যার নেতা গোপবন্ধু, হরেকৃষ্ণ, নীলকণ্ঠ, গোদাবরীশ, বিচিত্রানন্দ, ভুবনানন্দ, লিঙ্গরাজ, লোকনাথ, লক্ষ্মীধর তাঁহার ছাত্র। নীলকণ্ঠ তাঁহার প্রণীত "প্রণয়িনী" (Tennysonর "Princess" অবলম্বনে ।লখিত) এই গুরুর প্রেরণা হইতে উদ্ভূত বলিয়া গুরুর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। র‍্যাভেন্স কলেজের বর্ত্তমান অধ্যাপকগণের অধিকাংশই তাঁহার ছাত্র। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাঁহাকে ভক্তি করিতেন

এবং ইংরেজি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইলে কখন কখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রকাশ্য সভায় একদিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাঁহার প্রথমবার বিদায়-কালে তাঁহাকে "Great man" বলিয়াছিলেন। "I say great advisedly for it seems to me in whatever capacity we consider him he is entitled to that designation."

"তাঁহার উদার সরল মন, পবিত্র সুসংযত চরিত্র, সুমার্জ্জিত রুচি, ছাত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, আত্মীয়-স্বজন ও আশ্রিতের দুঃখ-মোচনেচ্ছা, মানবতার আহ্বানে উদ্দীপ্ত প্রাণ, এক কথায় তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব মনুষ্যমাত্রকেই মুগ্ধ ও অভিভূত না করিয়া পারে না"। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপদ দেখা দিলে তিনি আর্ত্তত্রাণে আত্মনিয়োগ করিতেন। এই জন্য উড়িষ্যার নেতা স্বর্গগত সুদামচরণ নায়ক রায় বাহাদুর বলিয়াছিলেন, "গোপালবাবুর নিকট সমগ্র উড়িষ্যা কৃতজ্ঞ"। সকল দিক দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্গাপূজার আবশ্যকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তিনি উড়িষ্যাতে কলেজ-ছাত্রদের মধ্যে প্রথমে দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তন করেন সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ হস্ত করিয়া। পরে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের বাহিরে সুদূর মান্দালে জেলে এই মহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন। শিক্ষাবিভাগের এক সহকর্ম্মী বন্ধু গোপালবাবুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "একদিকে তাঁর সহজ বন্ধুপ্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহপ্রবণ হৃদয়, সহানুভূতি-পূর্ণ প্রাণ, অন্য দিকে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, নির্ভীক সত্যবাদিতা তাঁহাকে মহামানবতার উচ্চ পদবী প্রদান করিয়াছে।"

যৌথ-পরিবারে গোপালবাবুর তুলনা সমাজে বিরল। তিনি সকলের সেবক। পিতাকে ও পরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিজ বাসা-খরচের উদ্বৃত্ত সমস্ত আয় দিতেন, নিজের জন্য বা স্ত্রী-পুত্রের জন্য কপর্দ্দকও রাখিতেন না। পিতামাতাকে দেবতা ও সন্তানগণকে বালগোপাল ভাবিয়া সেবা করেন। আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করা মানুষের প্রধান-

কর্ত্তব্যজ্ঞানে কাজ করেন। পুত্রদিগের বিবাহের সময় এক পয়সাও দাবী করেন না; বরং পূর্ব্বেই বলেন—"আমি আপনাদের মহাজন বা জমিদার নহি, ইচ্ছানুসারে মেয়ে জামাইকে যাহা দিবেন তাহাই আদরে গ্রহণ করিব।" প্রজাদের নিকট এত শিথিলভাবে খাজনা আদায় হয় যে, কলিকাতাতে বস্তির দরিদ্র প্রজার নিকট প্রায় ২।১ বৎসরের খাজনা বাকী থাকে। মফঃস্বলের প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় আরও কম। প্রজারা অবশ্য মুখে বলে, "আমরা রাম-রাজত্বে বাস করি"। একবার গ্রীষ্মের সময় Sorethroatএর জন্য ডাক্তার তাঁহাকে শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন। সেই সময়ে বাঁকুড়াতে জলাভাব শুনিয়া ঐ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মিচেলকে পত্র লিখিয়া জানেন যে, জলাচরণীয় নহে এরূপ জাতি যে গ্রামে বাস করিতেছে সেই গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা জলকষ্ট বেশী, কারণ সেখানে কেহ কূপ খনন করিয়া দিতেছে না। ইহা শুনিয়া সেই গ্রামে ২টি কূপ খননের খরচ শ্রীযুক্ত মিচেল সাহেবকে পাঠান; ঐ কূপ দুটি কাহার নামে হইবে সাহেব জানিতে চাহিলে উত্তর দেন "ঈশ্বরের নামে"। এই টাকা পাঠাইবার পরে তাঁহার সহকর্ম্মীরা ও কটকের অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তিরা প্রায় ১০০০৲ টাকা বাঁকুড়াতে পাঠান এবং ঐ টাকাতে যে দীঘি পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে তাহার নাম গোপাল বাবুর এবং অন্য দাতাদের ইচ্ছামত "Orissa tank" হইয়াছে। পরম ভক্ত ও দাতা ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কটকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৺ কটকচণ্ডীর প্রাচীন মন্দির প্রায় ২০০০৲ ব্যয় করিয়া সংস্কার করিয়াছেন। আজীবন সর্ব্ববিষয়ে বাহ্যাড়ম্বরের বিরোধী, তিনি ছেলের বিবাহে "পাকা দেখায়" ধূমধামের বিপক্ষ এবং ধূমধাম না করিয়া উদ্বৃত্ত টাকা যেখানে নৈসর্গিক বিপদ বেশী সেইখানে কখন কখন পাঠাইয়াছেন: বন্ধুদের ইহার উপর

আস্থা এত বেশী যে, স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু খুব অসুস্থ হইয়া ১৯২৭ সালের পূজার ছুটীতে ইঁহার সহিত কলিকাতা আসিবেন বলিয়া কলেজ বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত কটকে অপেক্ষা করিয়া রেল-গাড়ীতে বলিয়াছিলেন, "আপনার সঙ্গে আসিলাম কারণ ছেলেরা সঙ্গে নাই, যদি কিছু হয় আপনি আছেন"। জনৈক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মৃত্যু সন্নিকট আশঙ্কা করিয়া তাঁহার স্ত্রীর ও অবিবাহিতা কন্যা দুটির হাত ইঁহার ও জানকীবাবুর হাতে দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন (পণ্ডিতমহাশয় এখনও বর্ত্তমান ও তাঁহার কন্যা দুইটি সৎপাত্রস্থা)। মৃত্যুশয্যায় প্রতিবাসী ও আত্মীয়েরা স্বীয় স্ত্রীপুত্র-কন্যাদের অভিভাবকস্বরূপ ইঁহার নাম করিয়াছেন। আত্মীয়স্বজনেরা ইঁহার নিকট টাকা-কড়ি, গহনাপত্র রাখিয়া নিশ্চিন্ত হন। একবার কটকের উভয় দিকের নদী (মহানদী ও কাটজোড়ি) এক হইয়া যাইবে এরূপ ঘোষণা অধিক রাত্রে কর্ত্তৃপক্ষ করিলে গোপালবাবু প্রথমে আমানতকারীদের কথা ভাবিলেন। পরদিন প্রত্যুষে আমানতকারীদের প্রত্যেককে তাঁহাদের টাকা ও গহনা কোন ব্যাঙ্কে আছে ও প্রমাণস্বরূপ তাঁহার সোদরপ্রতিম ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধু সংস্কৃত-কলেজিয়েট স্কুলের তদানীন্তন হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাশ মহাশয়কে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিয়া ডাকগাড়ী রওনা হইলে নিশ্চিন্ত হইলেন। স্যার গুরুদাস ইঁহাকে এত স্নেহ করিতেন যে, অদ্যাপি তাঁহার কাগজ-পত্রের সঙ্গে গোপালবাবুর ২।১ খানি চিঠি যত্নে রক্ষিত আছে। কটকের আরবী ও পার্শীর অধ্যাপক লতিফ সাহেব একরাত্রে অসুস্থ হইয়া তাঁহার টাকার ভার লইবার জন্য ইঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান; কারণ তাঁহার কাছে তখন নগদ ৮।১০ হাজার টাকা ছিল। ইনি জীবিতাবস্থায় গোপালবাবুকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন, শেষাবস্থায় তাঁহাকে ও তাঁহার জীবনান্তে তাঁহার নাবালক পুত্রকে দেখিতে। ১৯৩১ সালের গ্রীষ্মের ছুটীতে মৃত্যুশয্যায় বিকারে ইনি অনবরত গোপালবাবুর

নাম করিতেছেন—অধ্যাপক নির্ম্মলবাবুর চিঠিতে শুনিবামাত্র গোপালবাবু তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ও এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিধবা স্ত্রীর ও ছোট ছোট পুত্র-কন্যাদের অভিভাবক।

ইঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও ভক্তির জন্য স্বামী ভোলানন্দ, ঠাকুর হরনাথ, সাধু তারাচরণ ও শ্রীশ্রীপ্রভুজী ইঁহাকে ও ইঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের বিশেষ স্নেহ করেন। পরমহংসদেবের শিক্ষায় ইনি সকল ধর্ম্মের ও সকল উৎসবের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং দোলের ব্যাখ্যা করিয়া ইনি বিহারী হিন্দু বন্ধুদের ও "Essence of Islam" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া মুসলমান ভ্রাতাদের মুগ্ধ করিয়াছিলেন। একটি খ্রীষ্টান কলেজে পরমহংসদেব সম্বন্ধে ইঁহার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া সেখানকার ইংরেজ অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন, "a stimulating lecture. I shall study the life of this wonderful man and speak on it later".

৩০ বৎসর ঘনিষ্ঠতার পর, এক প্রাচীন অধ্যাপক-বন্ধু গোপাল-বাবুর যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। "তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পিতা, আদর্শ গৃহী, আদর্শ কুটুম্ব, আদর্শ ভূস্বামী, আদর্শ স্বদেশ-সেবক, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ শিষ্য, আদর্শ শিক্ষক, একাধারে তাঁহাতে মানবের সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু কিন্তু সকল ধর্ম্মের সকল জাতির মহৎ চরিত্রে শ্রদ্ধাবান, তিনি বাঙ্গালী কিন্তু প্রাদেশিকতার অনেক উর্দ্ধে সকল দেশের সকল জাতির সঙ্গে প্রেমে ভালবাসায় সেবায় একীভূত। উড়িষ্যা তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছিল, অধ্যাপক রূপে নব-উড়িষ্যার তিনি একজন জন্মদাতা।" ছাত্র ও সহকর্ম্মীগণ এই আদর্শ শিক্ষকের একখানি তৈলচিত্র কলেজের হলে রাখিয়াছেন এবং শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর উহার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর গৌরব তিনি যে কেবল অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন তাহা নয়, তিনি তাহা উজ্জ্বল করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

উপসংহারে তাঁহার আদর্শ পরিবারের সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা আবশ্যক। তাঁহার মাতা এখনও জীবিতা, বয়স ৮৫। সম্পদে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তিনি কখন দেখেন নাই। তাঁহার বুদ্ধি প্রখর, স্মরণশক্তি এ বয়সেও আশ্চর্য্যজনক, পরিশ্রম করার ক্ষমতা পূর্ব্বে ছিল অপরিমেয়, দয়া অপার, পরদুঃখকাতরতা অসাধারণ এবং পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রবল। গোপালবাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরলা দেবীর শান্তস্বভাব, আজীবন রোগে অটল ধৈর্য্য, নিদারুণ শোকে জ্ঞানীসুলভ স্থৈর্য্য, গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও সত্যানুরাগ, দেবদ্বিজে ভক্তি, সকলের সহিত সদ্ব্যবহার এবং সকল অবস্থায় ধর্ম্মে ও ভগবানের দয়ায় অচল বিশ্বাস অতুলনীয়। তিনি আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা, আদর্শ পুত্রবধূ, আদর্শ শ্বাশুড়ী, আদর্শ ভ্রাতৃবধূ ও প্রকৃত রত্নগর্ভা।

তাঁহার প্রথমা কন্যা সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা হেমলতা বিবাহের পরেই ও কনিষ্ঠা কন্যা সুষমা অতি অল্প বয়সে মা-বাপকে ছাড়িয়া যান। কিন্তু ইঁহাদের পিতা ইঁহারা নাই একথা বিশ্বাস করেন না ও কাহাকে বলেন না। "সম্বন্ধ জীবনাবধি" হইলে মনুষ্যের ভালবাসা এত গাঢ় হইত না, ইহাই তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ও এই ধারণা তাঁহাকে শোকে শান্তি দেয় ও জীবন উপভোগ্য করে।

প্রথম পুত্র চারুচন্দ্র বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; M. A. Philosophyতে Gold-Medal পান ও হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া অল্পদিনে প্রতিপত্তি করেন। কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Logic পরীক্ষক ও আইন-অধ্যাপক ছিলেন; এখন মুনসেফ ও সর্ব্বজনপ্রিয়। তাঁহার "Studies in Hindu thought" তাঁহার শিক্ষাগুরু স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নামে উৎসর্গীকৃত। এই ক্ষুদ্র পুস্তক ভারতবর্ষের ও ইয়ুরোপের

শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইনি স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা। ইঁহার এক কন্যা গায়ত্রী।

দ্বিতীয় পুত্র বিমল এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া আলিপুর জজ আদালতে ওকালতি করেন, ইঁহার কাজকর্ম্ম বেশ আছে। ইহার প্রণীত "নির্ম্মাল্য" কাব্য-গ্রন্থ ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ Hardware merchant Messrs. K. C. Mukerjee and Sonএর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার এক পুত্র অশোককুমার।

তৃতীয় পুত্র অমল এম-বি, ডি-টি-এম, ডি-পি-এইচ। শেষ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত মাত্র ৩ জন Gold medal University হইতে পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন। এখন Calcutta Corporationএর Entomologist ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরর পরীক্ষক এবং যশস্বী চিকিৎসক। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ইঁহার কয়েকটি গবেষণা-পূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ ডাক্তারি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি কর্ণাল হইতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা পাইয়া সেখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা।

চতুর্থ পুত্র অনিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের I. A. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। এখন কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে ওকালতি ব্যবসায়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন! ইঁহার প্রণীত "ব্যবহার-তত্ত্ব" বাঙ্গালায় নূতন গ্রন্থ। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে

Calcutta Weekly Notes আড়াই কলমে ইহার সমালোচনা করিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ও ইংরেজী সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ইনি চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেন। Hardware merchant Messrs. Ram Lall Mukerjee & Sonএর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিজলীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে।

পঞ্চম পুত্র নিখিল B. L. Final-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট হইয়াছেন। ইঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ Principal James একবার লিখিয়াছিলেন, "writes very sensibly and with sympathy and insight" ও ইঁহার M. A. History paper পরীক্ষা করিয়া একজন External Examiner "brilliant" বলেন।

মধ্যমা কন্যা স্নেহলতা স্কুলে মেধার পরিচয় দেখাইয়া প্রাইজ ও মেডেল পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৪র্থ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এসসি পাশ করিয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে guaranteed post পাইয়া Railwayতে Indian Service-এ deputed হন। তাঁহার মত বুদ্ধিমান্, সাহসী ও পরিশ্রমী লোক বিরল। কলেজের অবকাশের সময়ে তিনি একবার অল্পদিনের জন্য Bird Co.র মফঃস্বলে একটী কাজ করেন। তাঁহাদের Deputy Manager তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা ও শ্রমশক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "He is destined to be Sir Rajendra Nath Mukherjee one day"। তিনি C. I. C. Ry. Gonstruction এর S. D. O. ছিলেন, পরে তাঁহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া তাঁহার উপর ২টী Sub-divisionএর ভার দেওয়া হয় ও সময়ের পূর্ব্বেই তাঁহাকে

Barwardia Executive Engineer করা হয়। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে বাঘ বাহির হইয়াছে শুনিয়া নিজের rifle load করিয়া নীচে রাখিয়া রাত্রিতে নিজে মটর ট্রলি হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ বন্দুকের গুলি বাহির হইয়া তাঁহার বামহস্তের উপর লাগে। ঘটনার পরে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্টন ও ষ্টীন সাহেব সকলে বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। ডাঃ ললিত বাবু ও স্বীয় ভ্রাতাদের মুখে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে প্রয়াণ-কালে গীতা শ্রবণ করেন ও তাহাতে নিজে যোগ দেন। তাঁহার ১ পুত্র সুধন্য ও ৩ কন্যা—নমিতা, অমিতা ও গীতা। The Agent of the E. I. Ry. recorded that in him the State had lost a capable and promising officer and the Engineer who unveiled the tablet in his memory on behalf of his brother officers paid a glowing tribute to the worthy deceased, cut off in the prime of his life.

রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের

বংশলতা

হাওড়া-রাজগঞ্জের পাল-বংশ

ও

রায় সাহেব শ্রীচারুচন্দ্র পাল

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থা হইতে প্রখর বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দ্বারা জীবনে উন্নতির চরম সোপানে উপনীত হইয়াছিলেন, হাওড়া জেলার অন্তর্গত রাজগঞ্জ-নিবাসী পরলোকগত নফরচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। একমাত্র সততার উপর নির্ভর করিয়া অদম্য উৎসাহ এবং অধ্যবসায়-বলে মানুষ যে এক সময়ে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে ইঁহার জীবনী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

নফরচন্দ্র

নফরচন্দ্রের পিতা ৺চূড়ামণি পাল আন্দুল রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। নফরচন্দ্র শৈশবে মাতৃহীন হন; তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারদাপ্রসাদ পালের বয়স মাত্র নয় বৎসর। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নফরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিয়া খুলনায় চাকুরী গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ব্যবসায়ের দিকে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। খুলনায় এক বৎসর চাকুরী করিবার পর কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন এবং স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাত্র ১০০৲ একশত টাকা মূলধন লইয়া ইটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায় হইতেই তাঁহার

স্বর্গীয় নফরচন্দ্র পাল

সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয় এবং কালক্রমে তিনি এতদঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইষ্টক-ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত হন পরে তিনি স্ব-গ্রামে এবং কলিকাতায় বিবিধ প্রকার ব্যবসায় আরম্ভ করেন শিশু সারদাপ্রসাদ অগ্রজের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হন এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল-এম-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

নফরচন্দ্র সাধারণের হিতার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। রাজগঞ্জে গঙ্গার ধারে রাস্তা-নির্ম্মাণ তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি। এই রাস্তা বর্তমানে হাওড়া জেলা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে "এন সি পাল" রোড নামে অভিহিত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্ব-গ্রামে একটি লাইব্রেরী এবং বালক-বালিকাদিগের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত বোড়হাটি ইউনিয়ন বোর্ড-দাতব্য-চিকিৎসালয়-পরিচালনা-ব্যাপারে তিনি প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। আরও স্ব-গ্রামে এবং জেলার বহু স্থানে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এতদঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড আইন প্রচলিত হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথম দুইল্যা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন।

নফরচন্দ্রের শৈশবে এতদঞ্চলে সুচিকিৎসকের বড়ই অভাব ছিল। সুচিকিৎসার অভাবে নফরচন্দ্রের শৈশবকালে মাতৃবিয়োগ ঘটে। তিনি সেই সময় হইতেই দেশে এই বিষয়ের প্রতীকারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। স্ব-গ্রামে একটি সাধারণ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার সেই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তিনি তাঁহার গৃহদেবতার আরাধনার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা মূল্যে আন্দুল মল্লিক-বাবুদের গোলাপ বাগান খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺শ্রীধর জীউর পূজা, রথযাত্রা এবং দুর্গোৎসব ইত্যাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

সারদাপ্রসাদ

সারদাপ্রসাদ অগ্রজ নফরচন্দ্রের আদর্শ ভ্রাতা—ঠিক যেন "রামের ভাই লক্ষ্মণ"। পরস্পরের মধ্যে এরূপ মিল এ যুগে দুর্লভ। সুচিকিৎসক বলিয়া সারদাপ্রসাদের এতদঞ্চলে যথেষ্ট সুনাম ছিল। অগ্রজের পরলোকগমনের পর তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত অগ্রণী হইয়া প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে অগ্রজের মৃত্যুকালীন অভিপ্রায়-অনুসারে রাজগঞ্জ গ্রামে ১৯২৯ খৃঃ ২৭শে আগষ্ট তারিখে চূড়ামণি পাল দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বর্দ্ধমান বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ পি-এইচ ওয়াডেল, আই-সি-এস মহোদয় এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সারদাপ্রসাদ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সুপরিচালনার্থ এই দাতব্য চিকিৎসালয় হাওড়া জেলা বোর্ডের হস্তে অর্পণ করেন।

শ্রীমায়াপুর চৈতন্য মঠে তিনি সর্ব্বপ্রথম একটি নলকূপ বসাইয়া দিয়াছেন এবং উক্ত মঠে তাঁহার অগ্রজের নামে একখানি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

সারদাপ্রসাদ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট পরলোকগমন করেন। নফরচন্দ্রের পাঁচ পুত্র; সুরথমোহন, শরৎচন্দ্র, চারুচন্দ্র, যুগলকিশোর এবং হৃষীকেশ। সারদাপ্রসাদের তিন পুত্র; বিমলাকান্ত, অমলকান্তি ও নির্ম্মলকান্তি।

নফরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরথমোহন বর্ত্তমানে ইষ্টক-ব্যবসায় পরিচালনা করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি দুইল্যা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং যোগ্যতার সহিত বোর্ডের কর্ম্ম পরিচালনা করিতেছেন। সুরথমোহনের তিন পুত্র—

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল

প্রমোদ, কুমুদ ও নীরদ এবং তিন কন্যা—প্রভা, শোভা ও নিভা।

শরৎচন্দ্র বিবাহ করেন নাই।

চারুচন্দ্র নফরচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ; ইঁহার তিন পুত্র—সমীর, সলিল ও সঞ্জীব এবং পাঁচ কন্যা—ইন্দিরা, তৃপ্তি, প্রতিমা আরতি ও শ্রী। ইন্দিরার বিবাহ হইয়াছে ; জামাতা শ্রীমান্ জ্যোতিষচন্দ্র বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন।

যুগলকিশোরের দুই পুত্র—নীহার ও বিশ্বরূপ।

হৃষীকেশ নফরচন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার এক পুত্র অসিত।

নফরচন্দ্রের পুত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত এবং ব্যবসায়ে ব্যাপৃত।

বিমলাকান্ত ৺ সারদাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার দুই পুত্র—অরুণ ও অমিয় এবং এক কন্যা—নীলিমা। বিমলাকান্ত পৈত্রিক বিষয় দেখাশুনা করিতেছেন। শ্রীমান অমল ও নির্ম্মল স্থানীয় রাজগঞ্জ "পালস্ ইনষ্টিটিউসনে" অধ্যয়ন করিতেছে।

চারুচন্দ্র

চারুচন্দ্র নফরচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স ৩৯ বৎসর। শ্রীমতী বিভাবতী ইঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী। ইনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আন্দুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে আই-এ অধ্যয়ন করেন। পরলোকগত মিশনারি প্রফেসর রেভারেণ্ড ফাদার জেমস্ পাওয়ার, এস-জে মহোদয়ের ইনি অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ইনি রিপণ কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

১। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট

২। হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান

৩। হাওড়া সদর লোকাল বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান

৪। হাওড়া জেলা সংস্কৃত এসোসিয়েসনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট

৫। ঝোড়হাট ইউনিয়ন বোর্ড বেঞ্চ ও কোর্টের সভাপতি

৬। রাজগঞ্জ চূড়ামণি পাল দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভাপতি

৭। হাওড়া এক্সাইজ লাইসেন্সিং বোর্ডের সভ্য

৮। কলিকাতা সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য

৯। হাওড়া জেলা কৃষি-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য

১০। হাওড়া ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েসনের সভ্য

১১। শাঁকরাইল অভয়চরণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ট্রাষ্ট কমিটির সভাপতি

১২। শাঁকরাইল অভয় চরণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য

১৩। শাঁকরাইল কুসুমকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি

১৪। আন্দুল মৌড়ী গ্রাম্য-হিতকরী বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সহকারী সভাপতি

১৫। মহিয়াড়ী রায় কালীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য

১৬। হাওড়া ব্রতচারী সমিতির সভ্য

১৭। মহিয়াড়ী সাধারণ পাঠাগারের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য

১৮। মাজু সাধারণ পাঠাগারের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য

১৯। বালি বিমস্ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য।

২০। ঝোড়হাট ফকিরচন্দ্র মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য

এইগুলি ব্যতীত ইনি এই জেলার আরও অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

তিনি নিজ বৈষয়িক কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও হাওড়া জেলার উন্নতি-সাধনের জন্য তাঁহার আগ্রহ ও চেষ্টা সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। তিনি আজীবন জনসাধারণের সেবা করিবার জন্য নিজের অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া আসিতেছেন।

চারুচন্দ্র সুবক্তা ও সুলেখক। তিনি বহু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছেন; নাটক-রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার রচিত "মরীচিকা", "অসুরের মেয়ে" ও "অর্দ্ধাঙ্গিনী" অতি সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। ঝোড়হাট ইউনিয়ন বোর্ডের উদ্যোগে রাজগঞ্জ গ্রামে সন ১৩৩৮ সালে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহার শেষোক্ত নাটকখানি অতীব সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এতদ্প্রসঙ্গে হাওড়া কৃষি-সমিতির মুখপত্র—"গ্রামের ডাক"-এর সম্পাদক মহোদয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :—

"পল্লী-উন্নতির নাটক—

হাওড়া জেলার ঝোড়হাট ইউনিয়ন বোর্ডের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট) মহোদয় "অর্দ্ধাঙ্গিনী" নামে একটি নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখানির প্রধান বিষয় হইতেছে পল্লী উন্নতি। আমরা এই নাটকখানির অভিনয় দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার দ্বারা পল্লীসংস্কারের ধারা দর্শকবৃন্দের মনে বেশ বদ্ধ-

মূল হইয়া যায়। বাজে অভিনয় না করাইয়া প্রত্যেক পল্লীতে এই নাটকটি অভিনয় করাইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।”

—গ্রামের ডাক, ১৩৩৯ আষাঢ়-শ্রাবণ।

হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস প্রকাশের জন্য ইনি উপযুক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

হাওড়া জেলা কৃষি ও হিতকরী সমিতির ইনি একজন উদ্যোগী সভ্য। শাখা সমিতিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য ইনি জেলা সমিতির হস্তে হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট Welfare and Agricultural Association Cup নামে একটি Cup প্রদান করেন।

খেলাধূলায় ইনি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য তিনি মহিয়াড়ী স্পোর্টিং ক্লাবে “খগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড” নামে একটী শিল্ড (Shield) প্রদান করেন। টেনিস্ প্রতিযোগিতার জন্য আন্দুল যোগেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবে “Power Memorial Cup” নামে একটী Cup প্রদান করেন। তাসখেলা প্রতিযোগিতার জন্য রাজগঞ্জ ইভনিং ক্লাবে (Evening Club) “নিশিকান্ত শিল্ড” (Shield) প্রদান করিয়াছেন।

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের প্রথম হইতে অদ্যাবধি ইনি ঝোড়হাট ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া বহু পুরস্কার ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাইয়াছেন।

ইনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। অতীব তেজস্বিতার সহিত ইনি জেলা বোর্ডের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তুমুল আন্দোলনের মধ্যে একমাত্র ইঁহারই চেষ্টায় হাওড়া হইতে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত, রোড বোর্ড কর্ত্তৃক, রাস্তা-নির্ম্মাণের প্রস্তাব ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ইঁহার আমলে জেলা বোর্ডের কার্য্য-

পদ্ধতির বহুতর সংস্কার ঘটিয়াছে। জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা হইয়া ইনি পল্লীগ্রামের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইনি মফঃস্বলে জেলা বোর্ডের কার্য্য-পরিদর্শনের জন্য যত বেশী দিন ভ্রমণ করিয়াছেন এত বেশী বোধ হয় বাংলা দেশে আর কেহ করিতে সমর্থ হন নাই। এজন্য সরকারী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড Administration Reportএ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট মহামান্য ভারত-সম্রাটের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁহাকে জুবিলি-পদক এবং মহামান্য ভারত সম্রাটের জন্মতিথিতে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করেন।

হরিপুর বড়তরফ রায়চৌধুরী-বংশ

(দিনাজপুর)

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হরিপুর বড়তরফের রায়চৌধুরীগণ উত্তরবঙ্গের অতীব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। ইঁহারা তিলিজাতিভুক্ত। এই পরিবার দানশীলতা, সদনুষ্ঠান ও রাজভক্তির জন্য দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

হরিপুর গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু লোকের বাসস্থান। গ্রামে স্কুল, পাঠশালা, ডাক্তারখানা, ডাকঘর, হাট, বাজার, রাস্তাঘাট, দোকান-পশার প্রভৃতি সমস্তই যথাযথরূপে বিদ্যমান। এই গ্রামে ৪।৫টী ক্ষুদ্র-বৃহৎ জমীদারের বাস। কথিত আছে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময় হইতেই এই জমিদারগণ জমিদারী চালাইয়া আসিতেছেন। রায়চৌধুরীগণ এই জমিদারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই বংশের আদিপুরুষের নাম ঘনশ্যাম কুণ্ডু। ইঁহার নিবাস ছিল মালদহ জেলার কাঁসাট গ্রামে। তাঁহার পুত্র জগৎবল্লভ চৌধুরী মহাশয় তাজপুরে মোক্তারী করিতেন। সেই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব। জগৎবল্লভ স্বীয় কর্ম্মগুণে ধীরে ধীরে খ্যাতি লাভ করিতে থাকেন এবং নবাবেরও দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হয়। যোগ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ নবাব ঘনশ্যামকে দিলালপুর ও খোলোরা নামক দুইটী পরগণার জমিদারী-স্বত্ব প্রদান করেন।

জগৎবল্লভের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে হীরামোহন ও উদয়মোহন এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে লোকনাথ ও লালমোহন চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

লালমোহন অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। জগৎবল্লভ স্বীয় জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে এইভাবে বণ্টন করিয়া দেন :—

হীরামোহন পরগণা দিনালপুর ও খেলোরা নামক জমিদারী দুইটা দ্বারা গঠিত তপ্পে মথুরাপুর নামক নূতন জমীদারী প্রাপ্ত হন।

অবশিষ্ট পরগণাগুলি লোকনাথ ও উদয়মোহন উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেন।

হীরামোহন বাহিনে, লোকনাথ চূড়ামণে এবং উদয়মোহন হরিপুরে বসবাস স্থাপন করেন। এই স্থানগুলি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত।

উদয়মোহনের দুই পুত্র—কীর্ত্তিচন্দ্র ও ধীরেনচন্দ্র। হরিপুর বড়-তরফের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ কীর্ত্তিচন্দ্রের বংশধর।

কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরীর পাঁচ পুত্র—(১) দুর্গাপ্রসাদ (২) গৌরীপ্রসাদ (৩) গঙ্গাপ্রসাদ (৪) জানকীপ্রসাদ ও (৫) লক্ষ্মণপ্রসাদ।

গৌরীপ্রসাদ চৌধুরীর দুই পুত্র—(১) রাজেন্দ্রনারায়ণ ও (২) উপেন্দ্রনারায়ণ।

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। উপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর একমাত্র পুত্রের নাম রাঘবেন্দ্র-নারায়ণ রায়চৌধুরী।

রাঘবেন্দ্রনারায়ণ

রাঘবেন্দ্রনারায়ণ ১২৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নানাপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও তিনি প্রভূত নৈতিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তদীয় কালোপযোগী বাঙ্গলা ও ফারসী

ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধি অসাধারণ রূপ তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি যথাকালে পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তে লইয়াছিলেন। তিনি শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী এবং অত্যন্ত দুরদর্শী ছিলেন। তিনিই পৈত্রিক জমিদারীর প্রভূত বৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই সেই জমিদারী হরিপুর বড়তরফ এষ্টেট নামে পরিচিত হইয়াছে। তিনি বিচক্ষণ ও ধীরবুদ্ধি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন। এইজন্য জনসাধারণ ও প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা এরূপ ছিল যে, লোকে বলিত—তিনি বাঘে গরুকে একঘাটে জল খাওয়াইতেন।

তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং গভীর নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচার পালন করিতেন। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া লক্ষবার নামজপ করিতেন। নামজপ করিবার সময়ে তিনি এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে, বাহ্জ্ঞান লোপ পাইত। একবার তিনি নামজপে রত ছিলেন, এমন সময়ে এক বিষধর সর্প তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন; কিন্তু তিনি নাম-জপে এরূপ মগ্ন ছিলেন যে, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপই হয় নাই। আর একবার তাঁহার একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বাল্যকালে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। আত্মীয়স্বজনগণ ইহাতে সবিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা দমন করিয়া রাঘবেন্দ্রনারায়ণ নামজপে মগ্ন ছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে তিনি ধীর শান্তভাবে বলেন,—"যিনি সকলকে দেখিতেছেন তিনিই বালককে দেখিবেন।" এই কথা বলিয়া নাম-জপের মালাটী তিনি বালকের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া দেন। ইহার পর হইতে কোন্ অদৃশ্য শক্তিবলে বালক ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

একবার কোনও স্বত্ব-সংক্রান্ত মামলায় তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পালিত মহাশয় তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও আইন-জ্ঞান দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন : বলা বাহুল্য, এই মামলায় তিনি জয়লাভও করিয়াছিলেন।

অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রত্যহ তাঁহাদের তত্ত্ব লইতেন এবং অভাব মোচন করিতেন। পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি উপলক্ষে তিনি দরিদ্র-গণকে নূতন বস্ত্র দিতেন এবং নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য দিয়া তাহাদের পরিতুষ্ট করিতেন।

শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এইজন্য তিনি একটী মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে

দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার জন্য তিনি একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। ইহাও আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

রাঘবেন্দ্রনারায়ণ পোষাক-পরিচ্ছদে ও আচার-ব্যবহারে অনাড়ম্বর ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং নিখুঁতভাবে বৈষ্ণবাচারসমূহ পালন করিতেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। এইজন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি অটুটভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন. ১২৯৯ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পৃষ্ঠব্রণ-রোগে স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনদিগকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

রাঘবেন্দ্র রায় মহাশয়ের দুই বিবাহ। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানাদি না হওয়ায় প্রথমা স্ত্রীর ইচ্ছায় ও উপস্থিতিতে তিনি হরিপুর-

নিবাসী স্বর্গীয় বঙ্কুবিহারী মল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই শ্যামমোহিনীর গর্ভেই রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। যোগেন্দ্রনারায়ণকে রাঘবেন্দ্রনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। প্রথমা স্ত্রী বহুদিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

রাঘবেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।

রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ

যোগেন্দ্রনারায়ণ ১২৮৭ সালে রাঘবেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের ঔরসে ও শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী রায়চৌধুরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম শিক্ষা পিতৃবিয়োগ

পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া অতিরিক্ত স্নেহ-মমতার মধ্যে তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেজন্য তাঁহার চরিত্রে বিন্দুমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় নাই। শৈশব হইতেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ দৃষ্ট হয়; এইজন্য, সুযোগ্য গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক পিতা তাঁহাকে নানারূপ নৈতিক উপদেশাদি প্রদান করিয়া তাঁহার নৈতিক চরিত্র গঠিত করিতেছিলেন এবং জমীদারী-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপও গল্পচ্ছলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যতের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিলেন। তখন যোগেন্দ্রনারায়ণের বয়স মাত্র ১০।১১ বৎসর। এই সময়ে ১২৯৯ সালে তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অমর ধামে প্রস্থান করিলেন। বালক যোগেন্দ্রনারায়ণ এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার জননী শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী চৌধুরাণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ সময়ে বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িলে পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে।

স্বর্গীয় রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

তাই তিনি ধৈর্য্যধারণ করিয়া প্রথমতঃ স্বামীর পারলৌকিক কার্য্যাদি যথোচিতভাবে সুসম্পন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি আত্মীয়-স্বজন-গণের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

কোর্ট অব ওয়ার্ডসে সম্পত্তি প্রদানের অনিচ্ছা

এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে ন্যস্ত করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু বালক যোগেন্দ্রনারায়ণ এই প্রস্তাবের বিরোধী হইলেন। তখন শ্যামমোহিনী বালকের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় ভ্রাতা বাবু অটল-বিহারী মল্লিক ও স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী চৌধুরাণীকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদের সম্মতি লইয়া সম্পত্তি নিজ হস্তে রাখিয়া পরিচালন করিবেন - এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। নাবালকের পক্ষে উঁহারা তিন ভ্রাতা-ভগিনী এক্‌জিকিউটর ও এক্‌জিকিউট্রিক্স থাকিয়া সম্পত্তির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন; তাঁহারা দক্ষতার সহিত সম্পত্তি পরিচালনা করেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক যোগেন্দ্রনারায়ণের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হওয়ায় উপযুক্ত অভিভাবকের কর্তৃত্বাধীন রাখিয়া তাঁহাকে দিনাজপুর

বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়-ত্যাগ

জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যোগেন্দ্র-নারায়ণ ১৩০৩ সাল পর্য্যন্ত এই স্কুলেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; কিন্তু তাহা থাকিলে কি হয়, জমিদারীর গুরুভার হস্তে পতিত হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু স্কুল ত্যাগ করিলেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন সৎগ্রন্থ-অধ্যয়নে বিরত হন নাই।

বাল্যকাল হইতেই যোগেন্দ্রনারায়ণের মহত্ত্বের পরিচয় প্রস্ফুট

হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনারায়ণের পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় মহাপুরুষ রাঘবেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হরিপুর-বাসী কতিপয় ভদ্রলোক কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই টাকার কোনও রসিদপত্র ছিল না। যোগেন্দ্র-নারায়ণের পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়া যাইবার পরে এই ভদ্রলোকগণ বালক যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং টাকা আমানত রাখিবার কথা তাঁহাকে বলেন। তাঁহারা আরও আবেদন করেন যে, এই টাকা তাঁহাদিগকে ফেরত দেওয়া হউক। কিন্তু টাকা যে তাঁহারা আমানত রাখিয়াছিলেন—এরূপ কোনও প্রমাণ ছিল না; তাহা সত্ত্বেও যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কিছুদিন মধ্যেই তাঁহা-দিগকে উক্ত টাকাগুলি ফেরত দিয়াছিলেন।

মহত্ত্ব

বালক যোগেন্দ্রনারায়ণ শৈশবে পিতৃহারা হইয়া পিতৃ-সেবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া তিনি তদীয় পিতৃদেবের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত পিতার ঈপ্সিত কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। স্বর্গগত পিতৃদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য তিনি প্রতি বৎসর সুনিয়মিতভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতেন। পিতৃস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ নিতান্ত তরুণ বয়সেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন; হরিপুর-মেলার নাম তিনি তদীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ 'রাঘব-মেলা' রাখিয়াছিলেন।

পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি

যোগেন্দ্রনারায়ণের পিতৃভক্তি যেরূপ, মাতৃভক্তিও তদ্রূপ। তিনি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন। মাতার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মাতৃ-আদেশ না লইয়া কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মাতৃ-আশীর্ব্বাদকে তিনি অক্ষয় রক্ষাকবচ বলিয়া

মনে করিতেন। তাঁহার নিতান্ত প্রিয় কার্য্যও তিনি মাতার আদেশ না লইয়া নির্ব্বাহ করিতেন না।

বাঙ্গালা ১৩০৩ সালের ফাল্গুন মাসে যোগেন্দ্রনারায়ণ হরিপুর-নিবাসী বিজ্ঞ-বিচক্ষণ এবং স্থানীয় স্কুলের সুপণ্ডিত হেড মাষ্টার বাবু বিপিনবিহারী কুণ্ডু মহাশয়ের সুন্দরী, সুশীলা ও সর্ব্বগুণবতী কন্যা শ্রীযুক্তা সুরবালার পাণিগ্রহণ করেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ যেমন সর্ব্বগুণের আধার ছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তদ্রূপ ছিলেন। এই বুদ্ধিমতী ও দয়াবতী সহধর্ম্মিণীর সাহচর্য্যে তাঁহার জীবন সুখময় হইয়াছিল। বিবাহের সময়ে যোগেন্দ্র-নারায়ণের বয়স ছিল ১৭ বৎসর।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ

বিবাহের পরে—১৩০৪ সালে যোগেন্দ্রনারায়ণ জমিদারী-পরিচালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এত অল্পবয়সে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার হস্তে বিপুল অর্থ নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু সেইজন্য কোনও দিন তাঁহার আচরণে কেহ অহমিকা বা ধনগর্ব্বের লেশমাত্র দেখিতে পায় নাই বা ক্ষণকালের জন্য তিনি ধর্ম্মভ্রষ্টও হন নাই। তিনি ভগবদ্বিশ্বাসী ও অনলস ছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল। এইজন্য বিষয়কর্ম্মও তিনি ধর্ম্মভাবে প্রভাবিত হইয়া করিতেন এবং করিতেন বলিয়াই কখনও তাঁহার বিষয়কর্ম্মে অধর্ম্মবুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতেন; সেইজন্য সকল কাজই নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিতেন। নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সময়ানুবর্ত্তিতা—এই দুইটীই তাঁহার জীবনে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রচুর ধনের অধীশ্বর ছিলেন; ইচ্ছা করিলে ভোগ-বিলাসকেই জীবনে প্রাধান্য দিতে পারিতেন। কিন্তু বিলাস-ব্যসন বা বাহ্য আড়ম্বরকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি বিনয়ী, অমায়িক-স্বভাব ও অকপট-চরিত্র ছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রেও তাঁহার চরিত্রের এই

ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়

সকল গুণ সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইত। শত্রু-মিত্র কাহারও প্রতি তিনি কুটিল ব্যবহার করিতেন না—সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিতেন; এইজন্য নামে কেহ তাঁহার শত্রু হইলেও কার্য্যতঃ তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত এবং সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ তাঁহার নিকট অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া প্রার্থনামত ফল লাভ করিত।

জমিদারী-পরিচালন-কার্য্যে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। জমিদারীর আয়বৃদ্ধি যাহাতে হয়, উহার সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ যাহাতে স্থায়ী-ভাবে সাধিত হয়, সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। দিনাজপুর জেলায় হরিপুর এবং রায়গঞ্জ থানার অধীন "হরিপুর রাঘব মেলা" ও "বিন্দোলকান্ত যোগী মেলা"—এই দুইটী বড় মেলা তাঁহার চেষ্টার ফলস্বরূপ এষ্টেটের বিশেষ আয়কর সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই দুইটী মেলা তাঁহারই সৃষ্টি। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার সম্পত্তির আয়ও তিনি যথেষ্ট বাড়াইয়া গিয়াছেন এবং সুরম্য হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া ভবিষ্যৎ-বংশীয়-গণের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া গিয়াছেন। ফলকর উদ্যান-রচনায় তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল এবং ইহা তিনি জমিদারগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এই উৎসাহ ও অনুরাগ-বশতঃ তিনি প্রায় ৭০।৮০ বিঘা পরিমিত জমি লইয়া একটী উদ্যান-রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই বিরাট কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পরলোকের আহ্বানে তিনি ইহলোকের কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই উদ্যান-রচনার প্রতি তাঁহার এরূপ আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, প্রত্যহ অপরাহ্নে তিনি একবার করিয়া উদ্যান পরিদর্শন করিতেন। তিনি পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলায় নূতন নূতন সম্পত্তি খরিদ করিয়া জমিদারীর আয়তন বহুল-পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বর্গারোহণ করেন,

জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন
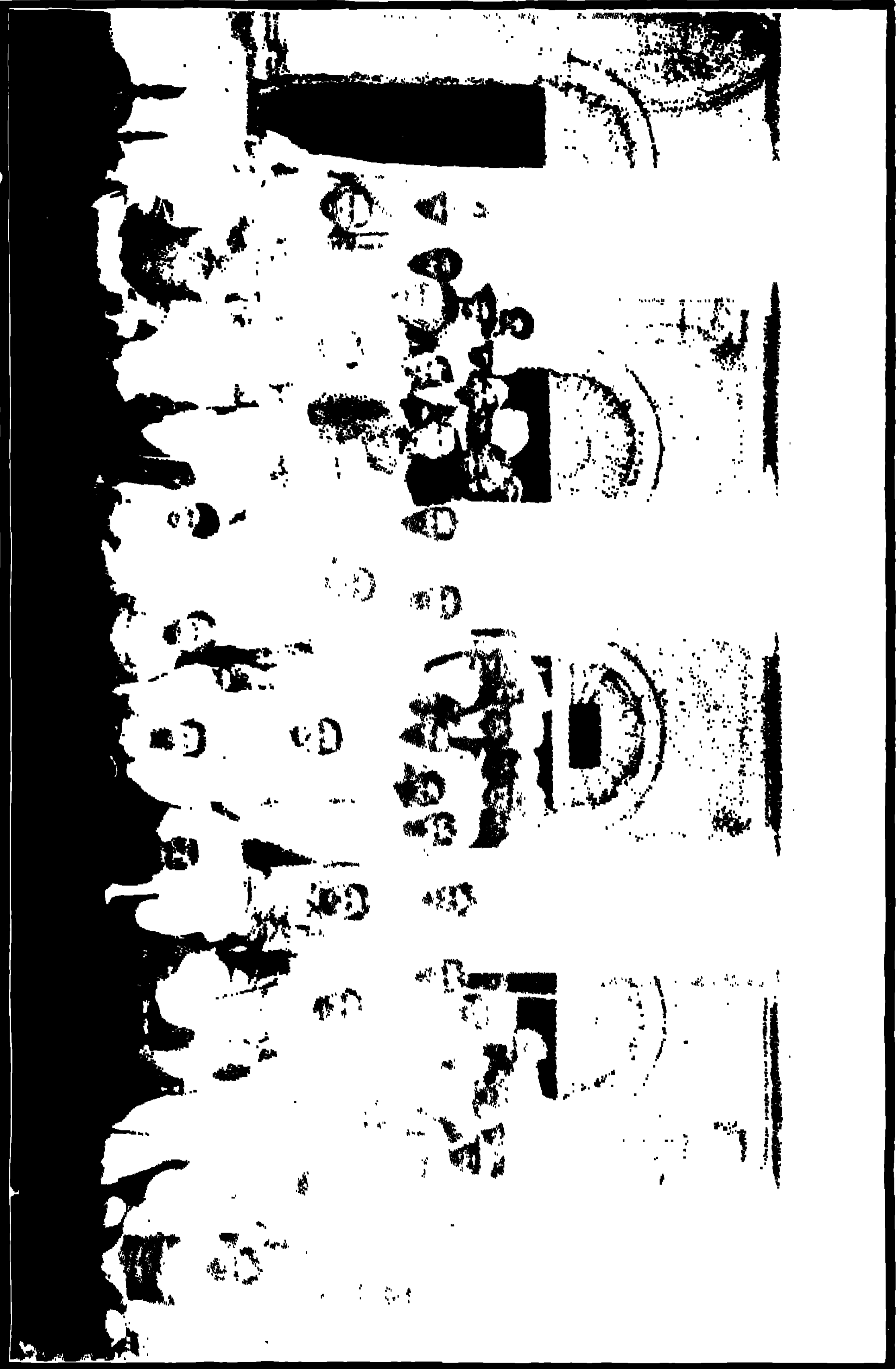
পার্ষদবর্গ সহ ৺রাজর্ষি যোগেন্দ্র নারায়ণ।

সেই সময়ে তাঁহার জমীদারীর আয় ছিল আনুমানিক বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা।

দিনাজপুর, মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় যোগেন্দ্রনারায়ণের প্রায় দেড়-লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী অবস্থিত। ১৩০৪ সাল হইতে ১৩৩৬ সাল পর্যান্ত তিনি উক্ত জমিদারী-পরিচালনাকালে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নূতন নূতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন এবং পুত্র-কন্যাগণের বিবাহে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তীর্থযাত্রা, বায়ু-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণে প্রায় ৫০ হাজার টাকা, বাটী-নির্ম্মাণের জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং পরিবারবর্গের ও নিজ রোগ-চিকিৎসায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার দানের পরিমাণও লক্ষাধিক টাকা। তিনি যে জীবন-বীমা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার জন্য তাঁহার বংশধরগণ ৫০ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রজাগণ তাঁহার সুশাসনে সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিত। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ এবং জেলার অন্যান্য জমিদারবর্গ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন ও তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

সময়-নিষ্ঠার অভাব বাঙ্গালী-চরিত্রের ঘোর কলঙ্ক। কিন্তু যোগেন্দ্র-নারায়ণকে এই কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-পালনের সময় এতই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে, সেগুলি ঘড়ির কাঁটার মত চলিত। এইজন্য সাধারণ লোকে তাঁহাকে বলিত—"হরিপুরের ঘড়ি"। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেন। তৎপর ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। অতঃপর প্রাতর্ভ্রমণ করিতেন ও প্রাতর্ভ্রমণ-শেষে ঠিক বেলা ৭টার সময়ে কাছারীতে আসিয়া বসিতেন। কাছারীতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। ইহার পর অন্দরে চলিয়া যাইতেন এবং স্নানাহ্নিক ও পূজাদি সমাপ্ত করিয়া ঠিক বেলা ১০॥০ টার সময় আহার

সময়-নিষ্ঠা

করিতেন। অতঃপর কিছুক্ষণ বিশ্রামপূর্ব্বক সংবাদপত্র ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তৎপর ঠিক বেলা ২টার সময়ে সদরে আসিয়া বসিতেন এবং প্রজা ও অন্যান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ ও অভাব-অভিযোগাদির শ্রবণ ও প্রতীকার-ব্যবস্থা করিতেন। গবাদি গৃহপালিত পশুর পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যও ইত্যবসরে সমাপন করিয়া লইতেন। ইহার পর বেলা ৪৷৷০ টার সময়ে আবার ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং তাঁহার ফলকর বাগানে যাইয়া কাজ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিতেন এবং অন্দরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন ও ঠাকুরবাড়ীতে যাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। তৎপরে আবার সদ্‌গ্রন্থ-পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন। অতঃপর ঠিক রাত্রি ৯টার সময়ে আহার করিয়া পরিবারস্থ পোষ্যবর্গের সহিত সদালাপ করিতেন ও ঠিক রাত্রি ১০টার সময়ে নিদ্রা যাইতেন। তিনি কোনও স্থানে যাইবার জন্য কাহাকেও সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। কোনও সভা-সমিতিতে যোগ-দানের জন্য নিমন্ত্রিত হইলে তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৫ মিনিট পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইতেন। সময়ের এরূপ কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী ছিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বা পরে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কোনও কোনও সময়ে সাধারণ সভা-সমিতিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া কাহারও দেখা না পাইয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছেন, পরে সহস্র অনুরোধেও আর তাঁহাকে তথায় উপস্থিত করিতে পারা যায় নাই। নিয়মানুবর্ত্তিতা যাহা বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের নিতান্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং যাহার অসদ্ভাব হেতু আজ এদেশবাসীরা অপরাপর বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত, এমন কি যাহার উল্লেখ করিতে মেকেলেও কুণ্ঠিত হন নাই, যোগেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রে সেই নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রোজ্জ্বল হইয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল। কর্ত্তব্য কার্য্যে কোনও দিনই তাঁহাকে অমনোযোগী হইতে দেখা যায় নাই।

কর্ত্তব্যপ্রিয়তার জন্য তিনি সকলের নিকট সবিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা

তিনি যে সময়ে রাইগঞ্জ বেঞ্চকোর্টে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সেই সময়ে একদিন হরিপুর হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাইগঞ্জ যাইবার সময়ে প্রবলবেগে ঝড় ও মুষল-ধারায় বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। তিনি যে কর্ম্মচারীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মচারী এই দুর্য্যোগে রাইগঞ্জ যাওয়া অসম্ভব বলিয়া নানারূপ আপত্তি করেন। ইহাতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনারায়ণ বলেন,—"অপরের পক্ষে অসম্ভব হইলেও আমাকে যাইতেই হইবে।" তিনি সেই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া রাইগঞ্জে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়েই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারী এই অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহার ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ সদাচারী ছিলেন ও সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিতেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদে আড়ম্বর ছিল না বটে, কিন্তু পোষাক সাদাসিধা

সদাচার ও পরিচ্ছন্নতা

হইলেও সেগুলি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন থাকিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তিনি সকলকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার সদাচার-নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতা সকলেরই অবশ্য অনুকরণীয়।

যোগেন্দ্রনারায়ণ কেবল যে কর্ম্মবীরই ছিলেন তাহা নহে, তিনি দানবীরও ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ দানই গুপ্তদান ছিল. তিনি

দান ও জনসেবা

জীবিতকালে প্রায় লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। দান ও লোক-সেবা তিনি নর-নারায়ণের সেবা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন; সকলের প্রতিই প্রীতি পোষণ করিতেন। তাঁহার করুণ হৃদয় ব্যথিতের ব্যথায় বিগলিত হইত। তিনি আত্মগরিমা প্রচার বা সাধারণের নিকটে প্রতিষ্ঠা-

লাভের জন্য অথবা নিজের যশঃ-বৃদ্ধি বা উপাধির লালসায় দান করিতেন না; বস্তুতঃ পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত এবং দরিদ্রের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া বরণ করিয়া লইতেন বলিয়াই তিনি দান করিতেন। কোনও প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না। তাঁহার সর্ব্ববিধ দানের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবে তাঁহার যে সকল দান জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কল্যাণার্থ প্রদত্ত হইত সেইগুলি সাধারণের গোচরীভূত না হইয়া পারিত না। দিনাজপুর জেলার ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানেই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামস্থ দরিদ্রদিগকে তিনি মাসিক সাহায্য করিতেন এবং নিজ এলাকামধ্যে নিম্ন শিক্ষার প্রসারকল্পে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদিতে মাসিক সাহায্য করিতেন। প্রজাগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষাদানকল্পে বহু ছাত্রকে তিনি মাসিক অর্থসাহায্য দিতেন। ঠাকুরগাঁয়ের হাই স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, শ্মশানঘাট, রামকৃষ্ণ মিশন, বিভিন্ন স্থানের মাদ্রাসা ও বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যে নানাস্থানে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন ও পথ তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। দিনাজপুর জেলায় এমন কোনও সদনুষ্ঠান নাই যাহাতে তিনি উল্লেখযোগ্য দান করেন নাই। কলিকাতা মহানগরীর অনেক প্রতিষ্ঠানেও তাঁহার দান আছে। তিনি বিন্দোল নামক স্থানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় রৌপ্যনির্ম্মিত কুর্ণিক ও বালতি দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ যোগেন্দ্রনারায়ণের সংসার-লীলা শেষ হওয়ায় এই আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। আশা করা যায়, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয়— শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী দ্বারা এই অসম্পূর্ণ জনহিতকর কার্য্য পরিসমাপ্ত হইবে। যোগেন্দ্রনারায়ণ আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে তাঁহার দ্বারা দেশ ও দশের কল্যাণকর বহু সৎকার্য্য যে অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।
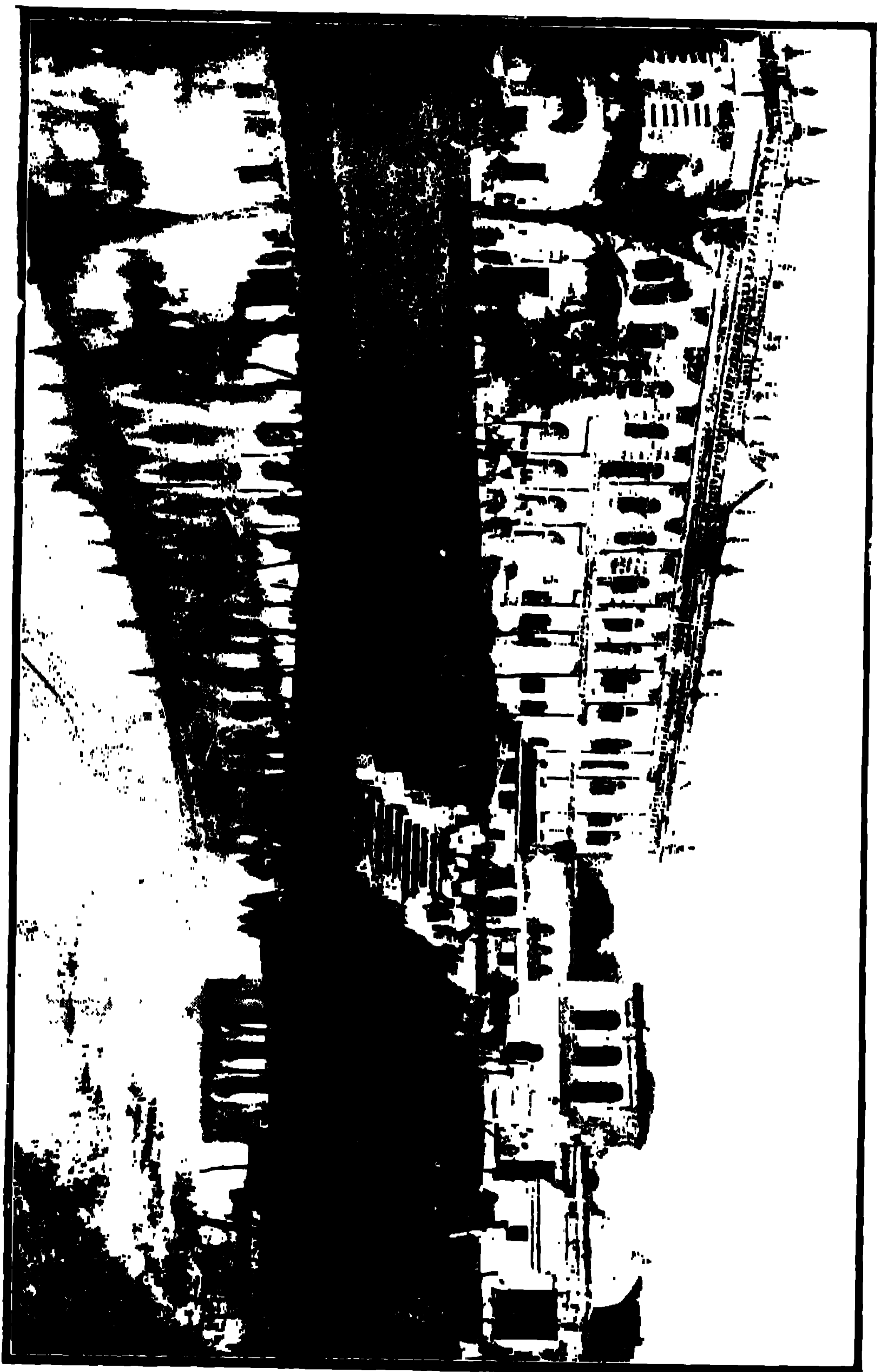
হরিপুর রাজর্ষি ভবনের ছবি

(বড়তরফ) দিনাজপুর

সততা ও সদ্ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রীতি-শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কাহাকেও কোনও কথা দিয়া তিনি তাহা প্রত্যাহার করেন নাই। আত্মীয়, কুটুম্ব ও কর্ম্মচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কোনও কর্ম্মচারী কোনও প্রকার বিপদে পড়িলে সকল রকমে সাহায্য করিয়া তিনি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। তাঁহার সততা ও সদ্ব্যবহারের খ্যাতি এতদূর ছিল যে, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন ও তাঁহার কথা অতীব মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

সততা ও সদ্ব্যবহার

ইদানীং জমিদারদের মধ্যে এক বিদেশী ভাব আসিয়া স্থান পাইয়াছে। "প্রজারঞ্জক" এই শব্দটী এখন অভিধানেই সন্নিবদ্ধ মাত্র। ইহার অর্থ ও কার্য্য ক্রমেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। বহু জমিদার নিজ নিজ প্রজাদিগকে চেনা ত দূরের কথা, আপনাদের আবাসভূমিরও বার্ত্তা রাখেন না। অনেক প্রজা হয় ত জীবনে একবারও নিজ নিজ জমীদারদিগকে দেখিতে পান না; জমিদার-হস্তে আবেদন-নিবেদনপত্র পেশ করা দূরের কথা। যোগেন্দ্রনারায়ণ এই শ্রেণীর জমিদার ছিলেন না। নিজ নিজ গ্রাম্য বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া সহরের ঘোর আবিলতার মধ্যে বাস করাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এইজন্য প্রজাগণের হৃদয় তিনি অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রকৃত প্রজারঞ্জন

যোগেন্দ্রনারায়ণ তদীয় প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। প্রজাদের তাঁহার নিকট অবারিত-দ্বার ছিল। প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে তাহাদের পিতার ন্যায় দেখিত; তিনিও সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই অভাব-অভিযোগ, আবেদন-নিবেদন স্বকর্ণে শুনিতেন এবং প্রাণপণে তাহাদের অভাব-মোচনের চেষ্টা করিতেন। প্রজাগণ তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পোষণ

প্রজাদের প্রীতি-শ্রদ্ধা

করিত যে, তাহারা তাঁহাকে "মহারাজ"-আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করিবার জন্য প্রতিনিয়তই উৎসাহিত করিত। কিন্তু যোগেন্দ্রনারায়ণ এই বিষয়ে নির্ব্বিকার ছিলেন। তিনি আজীবন বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষ নিজ কর্ত্তব্য পালন এবং নানাবিধ সদনুষ্ঠান দ্বারাই বড় হয়; কেহ কেবলমাত্র উপাধি দিয়া কাহাকেও বড় করিতে পারে না। জনশ্রুতি আছে,—তাঁহার সৎকার্য্য, সাধু চরিত্র ও নানাবিধ সদ্‌গুণের বিষয় শ্রবণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উচ্চ-উপাধিভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই মহানুভবতার জন্য গবর্ণমেণ্টের অশেষ ধন্যবাদ করেন এবং উপাধি-গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। বোধ হয়, অকপট বৈষ্ণবের অপরিহার্য্য দীনতাই তাঁহাকে উপাধি-গ্রহণের প্রবৃত্তিশূন্য করিয়াছিল।

উপাধি-বিতৃষ্ণা

যোগেন্দ্রনারায়ণ সৎসঙ্গের এতদূর অনুরাগী ছিলেন যে, সৎলোকের অভাবে তিনি কুবৃত্তিহীন সরলমতি বালকদিগের সহিত অকুণ্ঠিতভাবে মিশিতেন এবং তাহাদের সাহচর্য্য তাঁহার এতই প্রীতিকর ছিল যে, তিনি নিত্য অপরাহ্ণে তাহাদিগকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখস্থিত ময়দানে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্রীড়াভূমিতে তাহাদের সহিত ক্রীড়ারত হইতেন এবং তদপযুক্ত ক্রীড়া-সামগ্রী তিনি নিত্য সরবরাহ করিতেন।

সৎসঙ্গে অনুরাগ

যোগেন্দ্রনারায়ণের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ও জানকীজী, শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধামাধব, শ্রীশ্রীগোপালজী ও শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তাঁহাদের নিত্য-সেবরাও ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়া আছে। নিয়মিতভাবে অন্যান্য দেবদেবীরও পূজা হইয়া থাকে। অতিথি-অভ্যাগতের জন্য ঠাকুরবাড়ীতে সদা-

ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও দেব-সেবা

ব্রতের ব্যবস্থা আছে এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য আহার্য্য ও সাহায্য-দানেরও বিধান আছে। হিন্দুর দৈনিক পঞ্চযজ্ঞের যে ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল; তন্মধ্যে মধ্যম পুত্র কুমার কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ও কন্যা রাধারাণী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণের বয়স মাত্র ১৭ বৎসর হইয়াছিল এবং অল্পদিন পূর্ব্বে রাধারাণীর তিনি মহাসমারোহে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রাধারাণীর স্বামীরও মৃত্যু হয়। ইহাতে তিনি সপরিবারে এরূপ শোক-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন যে, সকলেরই তীর্থদর্শনের ইচ্ছা হয়; কারণ তীর্থদর্শনে শোকতাপ কতকটা প্রশমিত হইয়া থাকে। তীর্থদর্শনের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হয় এবং তিনি পরিবার-বর্গ এবং গ্রামস্থ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, কর্ম্মচারী, দাস-দাসী, পেয়াদা-পাইক ইত্যাদিতে প্রায় ৬০।৭০ জন সহ গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, আগ্রা, অযোধ্যা, বেলবল, পঞ্চক্রোশী, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন, মথুরা, আজমীর, পুষ্কর, জয়পুর, দিল্লী, হস্তিনাপুর, দ্বৈপায়ন হ্রদ, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া প্রায় ছয় মাস পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও জমিদারীর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

শোকাঘাত ও তীর্থদর্শন

অধিকদিন জননীকে ছাড়িয়া তিনি যেমন কোথাও থাকিতে পারিতেন না তেমনই জন্মভূমি ছাড়িয়াও তিনি বেশী কোথাও তিষ্ঠিতে পারিতেন না, তাঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। শেষে অতিষ্ঠ হইয়া, ব্যাকুলহৃদয়ে জন্মভূমির স্নেহ-ক্রোড়ে ছুটিয়া আসিতেন।

জন্মভূমি-প্রীতি

ইংলণ্ডের সহিত যখন জার্ম্মাণীর ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছিল সেই সময়ে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশ হইতে বাঙ্গালী সৈনিক-সংগ্রহের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছিলেন। এই কার্য্যে যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভূত সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন এবং যাহাতে সৈনিক-সংগ্রহ-কার্য্য সাফল্য-মণ্ডিত হয় এইজন্য তিনি স্বীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেন যে, তাঁহার জমিদারী-ভুক্ত কোনও প্রজা বাঙ্গালী পল্টনে ভর্ত্তি হইলে তিনি প্রত্যেককে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ১০ বিঘা করিয়া জমি বিনা খাজনায় দিবেন। এই কার্য্যে যোগেন্দ্র-নারায়ণের রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী পল্টন-গঠনে সাহায্য ও রাজভক্তি

যোগেন্দ্রনারায়ণ কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্ত ছিলেন। তিনি মাতৃমুখ ও মাতৃচরণ এবং পত্নীমুখ ভিন্ন অপর কোনও কামিনীর বদন দর্শন করেন নাই। তিনি বিপুল অর্থশালী জমিদার ছিলেন, কিন্তু পুণ্যাহ ও বিজয়া দশমীর দিন ব্যতীত আর কখনও কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন না। আমরণ তিনি কঠোরভাবে এই অভ্যাস পালন করিয়া গিয়াছেন।

কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্তি

নিতান্ত অল্পবয়সে জমিদারীর ভার লইতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমণ্ডিত হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য তিনি সততই চেষ্টিত থাকিতেন। কার্য্য করিতে করিতে যখনই অবসর পাইতেন তখনই সৎগ্রন্থ-অধ্যয়নে ব্যাপৃত হইতেন। তাঁহার পারিবারিক গ্রন্থাগারে বিভিন্ন-বিষয়ক বহু সৎগ্রন্থ সংগৃহীত হইত। দেশ-বিদেশের ইতিহাস, মহাত্মাগণের জীবনচরিত, বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং বহু ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি পাঠ করিতেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রেরও তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থগুলি তিনি বিশেষ-ভাবে পাঠ করিতেন। তিনি প্রত্যহ গ্রন্থপাঠ করিতেন, একদিন না

গ্রন্থপাঠ ও জ্ঞানানুশীলন

করিলে রাত্রিতে সুনিদ্রা হইত না। তিনি প্রাচীনকালের ঋষিদিগের ন্যায় নিভৃতে নীরবে জ্ঞান আহরণ করিতেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে যোগেন্দ্রনারায়ণের অসাধারণ অনুরাগ ও অধিকার, সদাচার-পরায়ণতা, ধর্ম্মানুশীলন, পূজানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুমোদিত নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান, অনাড়ম্বর ও বিলাসশূন্য জীবন-যাপন প্রভৃতির জন্য পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "রাজর্ষি" উপাধি-ভূষণে বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই যোগেন্দ্রনারায়ণ সংসারে নির্লিপ্ত-ভাবে বাস করিতেন।

'রাজর্ষি' উপাধিলাভ

রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ কিরূপ নিঃস্বার্থ জনসেবাপরায়ণ কর্ম্মী ছিলেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত কর্ম্মতালিকা হইতেই বুঝা যায় :—

(১) হরিপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ; (২) হরিপুর দাতব্য ডাক্তারখানার প্রেসিডেণ্ট ; (৩) দিনাজপুর ষ্টেশন ক্লাবের সদস্য ; (৪) দিনাজপুর ইনষ্টিটিউটের সদস্য ; (৫) বেঙ্গল ল্যাণ্ডলর্ডস্ এসোসিয়েসনের সদস্য ; (৬) নর্থবেঙ্গল ল্যাণ্ডলর্ডস্ এসোসিয়েসনের সদস্য ; (৭) দিনাজপুর ল্যাণ্ডলর্ডস্ এসোসিয়েসনের সদস্য ; (৮) রাইগঞ্জ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ; (৯) বঙ্গীয় তিলি-জাতি সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য এবং (১০) দিনাজপুর তিলি-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন স্বর্গারোহণ করেন সেই সময়ে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট-পত্নী লেডী মিণ্টো সম্রাট-মহিষী মহারাজ্ঞী আলেক-জান্দ্রাকে শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। উহার উত্তরে মহারাজ্ঞী আলেক-জান্দ্রা যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড়লোক ও জমিদারকে দেওয়া হইয়াছিল। উহা রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণের এষ্টেটে সযত্নে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে এবং

রাজর্ষি ও ভারত গবর্ণমেণ্ট

আজিও বিরাজ করিতেছে। বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে দরবার হয় তাহাতে যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জমিদার উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা অনুপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের ফটো বা আলোক-চিত্র ও সংক্ষিপ্ত জীবনী ইম্পিরীয়াল পাবলিশিং কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত এলবামে (Album) মুদ্রিত হইয়াছিল। রাজর্ষি যোগেন্দ্র-নারায়ণের জীবনী ও ফটো এই এলবামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল বড়তরফের প্রাসাদে ইহা রক্ষিত আছে। ঠিক সেই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি রৌপ্য পদকও রাজর্ষিকে প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রবীন্দ্রনারায়ণ, মধ্যম কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ এবং কনিষ্ঠ বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ; তন্মধ্যে মধ্যম কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ অকালে পরলোকগত। দুই কন্যার মধ্যে—জ্যেষ্ঠা রাধারাণী বিবাহিতা হইবার কিছুদিন পরে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাণাঘাটের পালচৌধুরী-বংশের শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বর পালচৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষিতীশ্বর পালচৌধুরীর সহিত শুভবিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু ক্ষিতীশ্বরও এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের পুত্রের নাম নিখিলেশ্বর পালচৌধুরী, জন্ম ১৩২৭ সাল। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিপ্রভা আজিও অবিবাহিতা।

১৩৩৬ সালে রাজর্ষির কনিষ্ঠ কুমার শ্রীযুক্ত বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ তদীয় পরিবারবর্গসহ কলিকাতার বাস-ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই

পীড়া ও মৃত্যু

সময়ে রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ হরিপুরে থাকিয়া জমিদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে কুমার বিশ্বেন্দ্রনারায়ণের এক কন্যারত্ন কলিকাতার বাসভবনে জন্মগ্রহণ করে। এই সংবাদ পাইয়া রাজর্ষি এই কন্যারত্নটীকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় কিছুদিন আনন্দেই অতিবাহিত হয়। অতঃপর তাঁহার সামান্য একটি ক্ষতরোগ হয়। ক্ষত

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া পরিবারবর্গ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অবিলম্বে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইল। এই সময়ে রাজর্ষির জ্যেষ্ঠ কুমার শ্রীযুত রবীন্দ্রনারায়ণও কলিকাতার বাসভবনে ছিলেন। ক্রমে পীড়াবৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া সদর হইতে এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুত মন্মথনাথ কুণ্ডু, চীফ সার্কল অফিসার শ্রীযুত নলিনবিহারী মল্লিক, হরিপুর উত্তর দালান এষ্টেটের মালিক শ্রীযুত নগেন্দ্রবিহারী রায়চৌধুরী, হরিপুর দক্ষিণ দালান এষ্টের মালিক শ্রীযুত গিরিজাবল্লভ রায়চৌধুরী এবং গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্রলোক একে একে কলিকাতায় আগমন করিলেন ও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় মনোযোগী হইলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ—স্যার নীলরতন সরকার, স্যর কোনার, মিঃ ষ্টীম, শ্রীযুত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, মিঃ এস গাঙ্গুলী, শ্রীযুত তুলসীচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত নলিনীমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাইমোহন দে, শ্রীযুক্ত চারুব্রত রায়, শ্রীযুত নলিনীপ্রসন্ন বসু প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া এলোপ্যাথিক-মতে চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাহাতে কোনও সুফল দেখা যায় নাই। অতঃপর হোমিওপ্যাথিক ডাঃ ইউনান, ডাঃ জে-এন ঘোষ, ডাঃ জে-এন দাস, ডাঃ এস-কে নাগ, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, ডাঃ জে সিংহ, ডাঃ এস-কে বসু, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং গৃহ-চিকিৎসক ডাঃ নবকিশোর দাস মহাশয় চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই; অতঃপর কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও কিছুদিন চিকিৎসা করেন; শেষে চাঁদসীর ক্ষত-চিকিৎসককেও আনাইয়া চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু ইহজগতে তাঁহার অবস্থানের কাল-পূর্ণ হইয়াছিল; সুতরাং কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না! ১৩৩৬

সালের ৯ই কার্ত্তিক বেলা ১০৷৷০ টার সময়ে সজ্ঞানে গীতা-পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে কলিকাতা মহানগরীতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, সাধ্বী পত্নী, দুই পুত্র, এক কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র ইত্যাদিকে রাখিয়া গিয়াছেন।

সুখের বিষয়,—পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ ও কনিষ্ঠ কুমার বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ উভয়েই পিতার অনুরূপ হইয়াছেন এবং উভয়েই পিতৃপদাঙ্ক-অনুসরণই পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

হরিপুর-বাসভবনে মহাসমারোহে ৺ রাজর্ষির শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথাযোগ্য সমারোহ-সহকারে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বহু দীন-দরিদ্রকে অর্থ ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। বহু দরিদ্র-নারায়ণকে ভোজ্যদানে পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। ব্যাপকভাবে পণ্ডিত-বিদায়ও হইয়াছিল।

রাজর্ষির স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পুত্রগণ বাঙ্গালার বহু বরেণ্য জননায়ক ও গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে সমবেদনাসূচক পত্র পাইয়াছিলেন; উহাদের মধ্যে কয়েকখানির অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের পত্র

University College of Science and Technology
Department Chemistry
92, Upper Circular Road,
Calcutta, 6. 8. 1901

(যোগেন্দ্র স্মৃতি নামক পত্রিকাপাঠে)

কল্যাণবরেষু

রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণের জীবনী এবং তাঁহার পরলোক গমন উপলক্ষে শোকোচ্ছ্বাস পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এ

প্রকার বনীয়াদী ঘরের জমিদার হইয়াও তিনি যে প্রকার ধর্ম্মভীরু ছিলেন ও আদর্শ সাধুজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। বড়ই দুঃখের বিষয়, এখনকার জমিদারগণ নিজ নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার বিলাস-ভবনে থাকেন এবং টাকার অপচয় করেন। কিন্তু রাজর্ষি সে প্রকার ছিলেন না। তিনি দেশে থাকিয়া প্রজার মঙ্গলকামনা ও হিতসাধন করিতেন। এবিষয় তিনি আদর্শ ছিলেন।

শোকে সমবেদনা

শুভার্থী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

Sj. Bishwendra Narayan Roy Choudhury,
Zaminder of Haripur.
Jibanpur P. O.
(Dinajpur)

দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল, বঙ্গের বিখ্যাত জননায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সমবেদনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি :—

দিনাজপুর
১৩৩৬।১১ই কার্ত্তিক

স্নেহাস্পদেষু,

রবীন্দ্রনারায়ণ ও বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ!

তোমাদের পিতৃদেবের মৃত্যুসংবাদে আমরা যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। তোমাদের পিতৃদেব যাওয়াতে শুধু তোমাদের এবং তোমাদের গ্রামবাসীর অভাব তাহা নহে, আমাদের দিনাজপুরবাসীর অভাব।

তোমাদের পিতৃদেব যে খুব চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মত ভূম্যধিকারী অতি বিরল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দেশবরেণ্য ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়-লিখিত সমবেদনা-সূচক পত্রের অনুলিপি ঃ—

Sarkr-abas
Darjeeling
7th August 1931

মান্যবরেষু,

আপনার প্রেরিত "যোগেন্দ্রস্মৃতি" এবং "শোকোচ্ছ্বাস" পাঠ করিয়া আপনাদের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি। অতি দীনহীনেরও মৃত্যু তাহার পরিবারবর্গের হৃদয়ে বেদনা দেয়; কিন্তু ৺যোগেন্দ্রনারায়ণের ইহধাম-ত্যাগে তদুপরি দেশের ক্ষতি হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র লোকের আশ্রয়দাতা এবং সমাজের দৃষ্টান্ত-স্থল অদৃশ্য হইয়াছেন। তাঁহার জীবনী পড়িয়া আর একজন মহাপুরুষ রাজর্ষির কথা মনে পড়িল; তিনি দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ (বর্ত্তমান রাজার পিতামহ)। তিনি আমার পিতাকে দাদা বলিতেন। অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও আশ্চর্য্য চরিত্র রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজ জেলা রাজসাহীকে পরোপকার ও দানের দৃষ্টান্তে ভরিয়া দেন। একজন ইংরাজ লেখক সত্যই বলিয়াছেন,—**The best memorial of a man is not bronze or marble but men.**

আশা করি যোগেন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে এবং তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ত্তমান যুগের বিলাসের বিষময় মোহ জয় করিতে সক্ষম হইবেন। নিবেদন ইতি

বিনীত

শ্রীযদুনাথ সরকার

To

Kumar Bishwendra Narayan Roy Choudhury,
Haripur Rajarshi Bhaban.
P. O. Jibanpur
(Dinajpur)

কাশিমবাজারের মহারাজা শিক্ষিতাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম-এ, এম-এল-সি মহোদয় কর্ত্তৃক প্রেরিত সমবেদনা-সূচক পত্রের অনুলিপি :—

কাশীমবাজার রাজবাটী

৭।১১।২৯

শুভার্থী শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন মিদং—

তোমার ১৩ই তারিখের পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। "সুখে দুঃখে মানুষের জীবন, আলোকে ও অন্ধকারে কালের বিকাশ।" মানবের জীবনই প্রহেলিকা কিন্তু মৃত্যু স্থির। জীবন-সংগ্রামে মানুষ বড় দুর্ব্বল, ক্ষমতাহীন, তাই বিধাতার দণ্ড বা আশীর্ব্বাদ মাথায় তুলিয়া লওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। এবিষয়ে অধিক আর কি বলিব? ভগবৎচরণে প্রার্থনা করি যে, তিনি তোমার এবং তোমাদের পরিবারবর্গের শোকসন্তপ্ত

হৃদয়ে শান্তিদান করুন। অত্রস্থ একরূপ। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়।
ইতি—

শ্রীমান্ বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
স্বরবালা-কুটীর ; জগন্নাথপুর,
রাউতাড়া পোঃ, পূর্ণিয়া।

এইগুলি ব্যতীত এইরূপ আরও বহু পত্র আছে, স্থানাভাবে সেগুলির অনুলিপি প্রকাশ করিতে পারা যাইল না।

কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ

পিতার মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ২৮ বৎসর ছিল। ইনি রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৩০৮ সালের ২রা ভাদ্র রবিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি-এ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইনি ইঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায় বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিজড়িত। ইনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং একক বসিয়া বিচার করিবার অধিকার-প্রাপ্ত। এক্ষণে রবীন্দ্রনারায়ণের বয়স ৩৪ বৎসর।

কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ ১৩২৬ সালে ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ-নিবাসী পালচৌধুরী জমিদার-বংশের শ্রীযুক্ত হেরম্বলাল পালচৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা বীণাপাণিকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র রথীন্দ্রনারায়ণ ১৩২৮ সালের ৫ই মাঘ জন্মগ্রহণ করে এবং কন্যা ঊষারাণীর ১৩৩০ সালে জন্ম ও মৃত্যু ১৩৪০ সালে। তাঁহাদের বিবাহিত জীবন সুখময় ছিল। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী হিন্দু আদর্শকেই নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতেন,

৺রাজর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তাঁহার অতুলনীয় স্বামী-সেবা অনুকরণীয়। ১৩৩৯ সালে মধুপুরে বেরিবেরি রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর বর্দ্ধমান মাথরুণগ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় হেমন্তকুমার নন্দী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মাধবিকার সহিত ১৩৪১ সালের মাঘ মাসে রবীন্দ্রনারায়ণের পুনরায় বিবাহ হইয়াছে। রবীন্দ্রনারায়ণ প্রায় দুই বৎসরকাল স্বর্গীয়া পত্নীর পুণ্যস্মৃতির সম্মানার্থ হিন্দুবিধবার আচারে চলিতেন।

রবীন্দ্রনারায়ণ জনসেবা-কার্য্যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। তিনি হরিপুর দাতব্য ডাক্তারখানার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, হরিপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী; ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট; ঠাকুর গাঁ লোক্যাল বোর্ডের সদস্য; ঠাকুর গাঁ বেঞ্চে একাকী বসিয়া বিচার করিবার অধিকারপ্রাপ্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট; দিনাজপুর ষ্টেশন ক্লাবের, দিনাজপুর ল্যাণ্ডলর্ডস এসোসিয়েসনের ও দিনাজপুর এক্সাইজ এণ্ড সল্ট ডিপার্টমেণ্টের সদস্য এবং বঙ্গীয় তিলিজাতি-সম্মিলনীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

কুমার বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ

ইনি রাজর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার জন্ম ১৩১৫ সালের ২৫ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার। রাজর্ষি নিজ জীবিতকালে ইঁহারও বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। রাজর্ষির মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে ইঁহার একটী কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কুমার বিশ্বেন্দ্রনারায়ণও কতিপয় জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২১ বৎসর। ইনিও শিক্ষানুরাগী এবং বিদ্যোৎসাহী। অল্প বয়স হইতেই ইনি শিকারপ্রিয়। যখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর, তখনই তিনি শিকারে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। ইহারই মধ্যেই তিন প্রায় ২০০ কুম্ভীর ও ৯।১০টী ব্যাঘ্র শিকার করিয়া দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার অধিবাসীবৃন্দের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা নিহত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুম্ভীর দৈর্ঘ্যে ১২ হাতের কিঞ্চিদধিক এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্রের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ১৬৷৷০ হাত। বাঘ শিকারের সময়ে কখনও কখনও তিনি অপূর্ব্ব কৌশল ও ধৈর্য্যের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ইনি শিকারে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে ভবিষ্যতে তিনি স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, স্বর্গীয় কুমুদনাথ চৌধুরী বা স্বর্গীয় জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মত বঙ্গের সুবিখ্যাত শিকারীবৃন্দের সহিত একাসনে বসিতে পারিবেন।

কুমার বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বর্দ্ধমান মাথরুণ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার নন্দী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নীহারিকার শুভবিবাহ হয়। হেমন্তবাবুর পিতা স্বর্গীয় গোষ্ঠবাবু ও স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর খুড়তুত ও জ্যেঠতুত ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীমতী নীহারিকা চৌধুরাণী সাহিত্যানুরাগিণী; মাতৃভাষায় ইঁহার যথেষ্ট অধিকার আছে। বর্ত্তমানে ইঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথমা কন্যা পুষ্পিতার জন্ম ১৩৩৬ সালে; পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম ১৩৩৯ সালের ১৫ই বৈশাখ এবং দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম ১৩৪১ সালে।

বিশ্বেন্দ্রনারায়ণও জনহিতকর কার্য্যে পরম অনুরাগী এবং এই বিষয়ে পিতৃদেবের আদর্শের অনুসরণকারী। তিনি 'বঙ্গীয় তিলিজাতি সম্মিলনী'র

৺রাজর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র
শ্রীবিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ও দিনাজপুর ল্যাণ্ডলর্ডস্ এসোসিয়েসনের সদস্য এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক তিলি সেবক-সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট।

সম্রাটের রজত-জয়ন্তী এবং রবীন্দ্রনারায়ণ ও বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ

ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে হরিপুর বড় তরফ এষ্টেটের কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ও কুমার বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী যুগপৎ যে রাজভক্তি ও জনসেবার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের সুপ্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী-বংশেরই অনুরূপ হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের দরিদ্র-বন্ধু পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এতদুপলক্ষে বহু দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। যে সহস্র সহস্র দরিদ্র ব্যক্তি এই সময়ে তাঁহাদের প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলকেই আহার করানো হইয়াছিল। রবীন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন বড়তরফের প্রাসাদ-সম্মুখবর্ত্তী ময়দানে হইয়াছিল। এইজন্য একটী বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত, পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত ও আলোকমালায় উদ্ভাসিত করা হইয়াছিল। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর আলেখ্য মণ্ডপে রক্ষিত ও মাল্যবিভূষিত করা হইয়াছিল। সভায় বিষয়োপযোগী বক্তৃতা হইয়াছিল এবং সভাশেষে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বর-সকাশে সম্রাট-দম্পতীর দীর্ঘজীবন ও শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করেন। স্থানীয় মধ্য ইংরেজী স্কুলে ও পুলিশ-থানায় এই উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল রবীন্দ্রনারায়ণ উহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কতিপয় পৃষ্ঠায় ইঁহাদের বংশ-তালিকা দেওয়া হইল :—

বংশতালিকা

আদিপুরুষ

৺ ঘনশ্যাম কুণ্ডু

(সাং কানসাট, পোঃ সেরসাহবাদ, জেলা মালদহ)

জগৎবল্লভ চৌধুরী (প্রথমে কুণ্ডু, পরে খাঁ, তার পর চৌধুরী

২ স্ত্রী ৪ পুত্র

হীরামন চৌধুরী (বাহিন) — কালীপ্রসাদ চৌধুরী — মহেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী (দত্তক) — ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী (দত্তক)

- ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (বাহিন)
- হরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী (বাহিন)
- নীরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী (বাহিন)

উদয়মন চৌধুরী (হরিপুর) — (বংশাবলী পরপৃষ্ঠায়)

লোকনাথ চৌধুরী (চূড়ামন) — (বংশাবলী ১৫৫ পৃষ্ঠায়)

লালমোহন চৌধুরী (নিঃসন্তান)

উদয়মন চৌধুরী
(হরিপুর)
কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী (হরিপুর বড়তরফ)
ধীরচন্দ্র চৌধুরী
(বংশাবলী ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী
গৌরীপ্রসাদ চৌধুরী
গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরী
জানকীপ্রসাদ চৌধুরী
লক্ষ্মণপ্রসাদ চৌধুরী
দেবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নিঃসন্তান)
রামনাথ (সপিণ্ড দত্তক)
(নিঃসন্তান)
(বাহিনের কালীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় দত্তক গ্রহণ করেন)
রাধাবল্লভ (দত্তক)
(নিঃসন্তান)
রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী (নিঃসন্তান)
উপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
রাঘবেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
রবীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
রাধারাণী (মৃতা) (স্বামী ৺ ক্ষিতীশ্বর পালচৌধুরী)
৺কৃষ্ণেন্দ্র
বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
শান্তিপ্রভা
নিখিলেশ্বর
পুষ্পরাণী
বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী (হরিপুর বড়তরফ)
খুকী
রথীন্দ্রনারায়ণ (হরিপুর বড়তরফ)
ঊষারাণী মৃত

ধীরচন্দ্র চৌধুরী
শ্যামসুন্দর চৌধুরী
রামসুন্দর চৌধুরী
হরসুন্দর চৌধুরী
কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী
ভরতচন্দ্র চৌধুরী
নরনারায়ণ রায়চৌধুরী
রাসবিহারী রায়চৌধুরী (দত্তক)
নগেন্দ্রবিহারী রায়চৌধুরী
(হরিপুর উত্তর দালান)
রঘুনন্দন চৌধুরী
(দত্তক)
তারকনাথ রায়চৌধুরী
(দত্তক
রমণীবল্লভ রায়চৌধুরী
(দত্তক)
গিরিজাবল্লভ রায়চৌধুরী
(দত্তক)
(হরিপুর দক্ষিণ দালান)

কুমার বিশ্বেন্দ্রনারায়ণের পুত্র

শ্রীমান বীরেন্দ্রনারায়ণ

লোকনাথ চৌধুরী
(চূড়ামন)
ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী (দত্তক)
চণ্ডীপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ
বিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরী
রামপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
হরিপ্রসাদ
চৌধুরী
চৌধুরী
চৌধুরী
নারায়ণচন্দ্র রায়চৌধুরী
গোলোকনাথ রায়চৌধুরী ('রায় বাহাদুর' উপাধি-লাভ)
মদনমোহন রায়চৌধুরী
কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী
মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী
(চূড়ামন)
ভূপালচন্দ্র রায়চৌধুরী
(ভূপালপুর
চূড়ামন এষ্টেট)
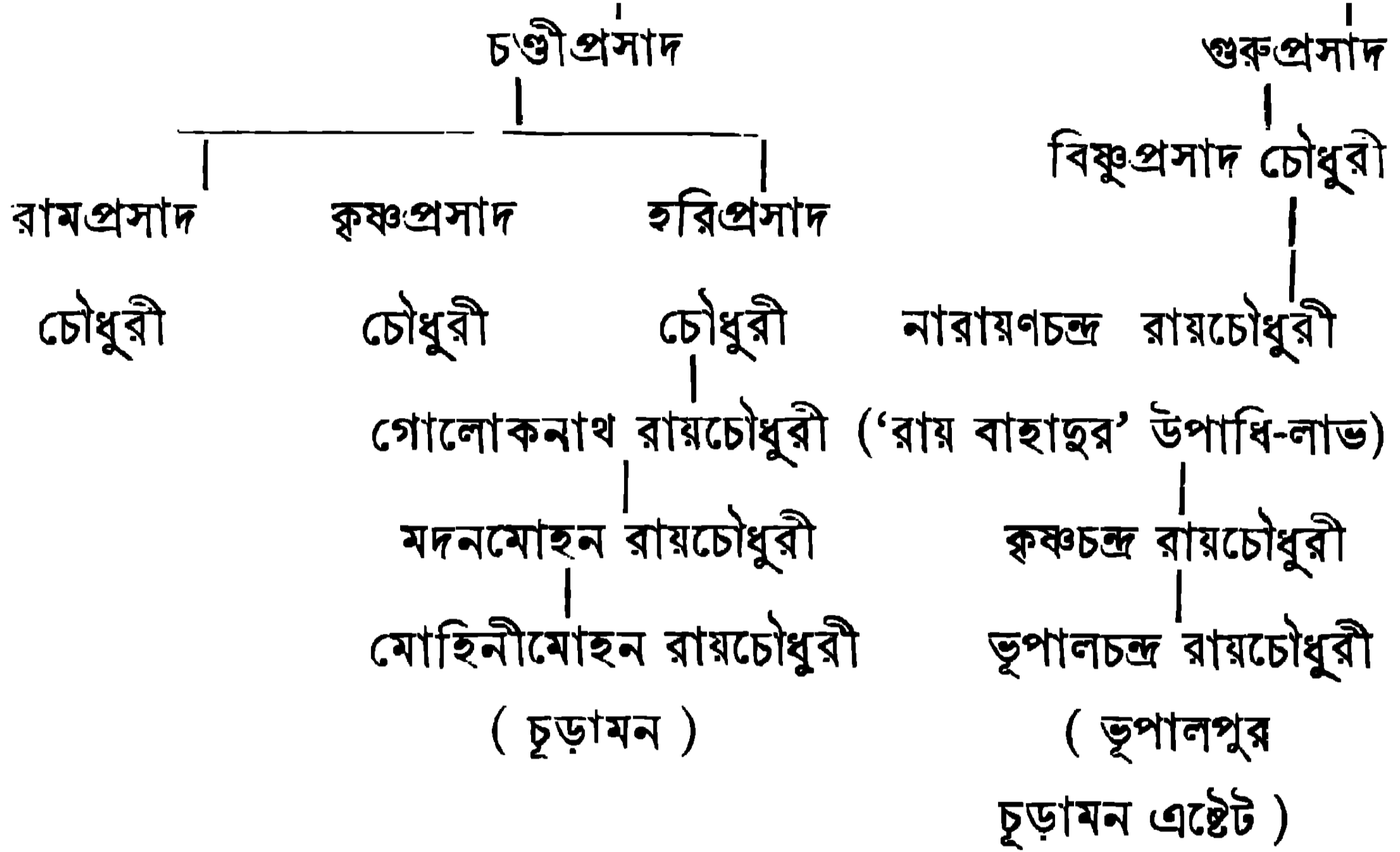
সিমুলিয়ার সেন-বংশ

সিমুলিয়ার এই সম্ভ্রান্ত সেন-বংশ বঙ্গের কায়স্থ-সমাজে সুপরিচিত। ইঁহারা বাসুকী গোত্রীয় দে গঙ্গা-সমাজভুক্ত। চব্বিশপরগণার অন্তর্গত জগদ্দল গ্রাম ইঁহাদের আদিনিবাস। পরে তথা হইতে হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগরে আসিয়া বসবাস করেন। তথায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন মেধাবী মহাপুরুষ কিঙ্কর সেনের জন্ম হয়। তিনি কিরূপ অশেষ কষ্টের মধ্যে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া নিজের অসামান্য প্রতিভাবলে এবং অকুতোভয়ে দিল্লীশ্বরের পাঞ্জার উপর নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় উর্দ্দ ভাষায় "বেগর তক্ত আউর জফরণ" লিখিয়া প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে বাদসাহের অসীম কৃপায় সিংহাসন-পার্শ্বে স্থান পাইয়া হুগলীর ফৌজদার হইয়াছিলেন তাহা মোগল-ইতিহাস-পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

আদি শিবসেন হইতে নয় পুরুষ চন্দননগর-নিবাসী উল্লাল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মণিরাম সেন হইতে এই বংশের শাখা-বংশক্রম আরম্ভ হয়।

মণিরাম সেনের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ রামকিঙ্কর, মধ্যম গোপীচরণ, তৃতীয় রামচরণ এবং কনিষ্ঠ কালীচরণ। কালীচরণের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ হৃদয়ানন্দ এবং কনিষ্ঠ পরমানন্দ।

পরমানন্দের এক পুত্র হরমোহন। হরমোহনের এক পুত্র রাধামোহন ও এক কন্যা।

রাধামোহনের চারি পুত্র ও এক কন্যা; জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ, মধ্যম শম্ভূনাথ, তৃতীয় ভোলানাথ, চতুর্থ তারকনাথ এবং কনিষ্ঠা কন্যা আনন্দময়ী।

ভোলানাথের স্ত্রীর নাম খঞ্জনী দেবী। ইঁহার এক পুত্র রাজেন্দ্রনাথ ও এক কন্যা যোগাদ্যা।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ

রাজেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ ৺হরমোহন সেনই প্রথম চন্দননগর হইতে কলিকাতার বর্ত্তমান সিমুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। পিতামহ ৺রাধামোহন সেন "সঙ্গীত-তরঙ্গ" কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। পিতা ভোলানাথ সেন গভর্ণমেণ্টের সল্ট ডিপার্টমেণ্টের (সরকারী নিমক বিভাগের) ডেপুটী দেওয়ান ছিলেন। (দেওয়ান ছিলেন ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর)। রাজেন্দ্রনাথ একজন কৃতী মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি স্বীয় উদ্যমশীলতায় দরিদ্র-জীবনের প্রভূত উন্নতি করিয়া নিজ নাম রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন-স্থ "রাজেন্দ্র-সদনে"র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমে ক্রমে বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হন। ইনি যেমন ধার্ম্মিক তেমন অশেষ গুণসম্পন্ন ছিলেন। বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়্যারহাউসের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। শ্যামবাজার-নিবাসী মহাত্মা কৃষ্ণরাম বসুর পৌত্র বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম নাটকাভিনয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ৺নবীনচন্দ্র বসুর সর্ব্বগুণান্বিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা সরস্বতী দেবীকে বিবাহ করেন। এই মহীয়সী নারীর সুখে দুঃখে স্বামী-সেবা সত্যই হিন্দুনারীর ভগবানের সেবার মতই ছিল। রাজেন্দ্রনাথের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎকুমার, মধ্যম কন্যা বিনোদিনী, তৃতীয় কন্যা বিলাসিনী এবং কনিষ্ঠ পুত্র অটলকুমার।

স্বর্গীয় সনৎকুমার

সনৎকুমারের আদর্শ চরিত্র, মিতব্যয়িতা, পরোপকারিতা আজও সেন-বংশের শিক্ষার বিষয়। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য

দেখাইয়া গিয়াছেন। পিতার পর ২১ বৎসর কাল যোগ্যতার সহিত বান হাউসের বেনিয়ানের কার্য্য করিয়া বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভিতর আজও যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা তাঁহার গুণগান করেন। তদানীন্তন ব্যবসায়ী রেলী মেফ্রিজিনের আফিসেও তিনি মুচ্ছুদ্দির কার্য্য করিয়া প্রায় লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ধনীর পুত্র ধনী হইয়াও সাদাসিধে অবস্থার মধ্যে এমন ভাবে জীবন যাপন করিতেন যে, অনেকে তাঁহাকে কৃপণ বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহা তাঁহার শ্লাঘার বিষয় ছিল। অযথা ব্যয়ের অনুমোদন তিনি কোনও দিনই করেন নাই। সনৎকুমারের ভ্রাতৃ-প্রেম পিতৃস্নেহেরও উপর ছাপাইয়া ভ্রাতা অটলকুমারকে চিরমুগ্ধ রাখিয়া-ছিল। ভাই ছাড়া তিনি একদণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। প্রতিদিন সকালে বিষয়-কার্য্য দেখিতেন, পরে আহারাদি করিয়া আফিসে যাইতেন এবং বৈকালে বিশ্রামান্তে সংস্কৃত-চর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন। ইহার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখাশুনা করিতেও ভুলিতেন না। ইনি সিমলা-নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ বসুর কন্যা বিপিনবিহারী দেবীকে বিবাহ করেন এবং অপুত্রক ছিলেন। ইঁহার সহধর্ম্মিণীর দীন-দরিদ্রের প্রতি দয়া, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজেদের শালগ্রাম শিলা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তিনি বৎসরের প্রতি পুণ্য-মাসাবধি ব্রাহ্মণদের কিছু না কিছু নিত্য দান করিতেন। অবস্থা-পন্নদের প্রতি ইঁহার তত আস্থা ছিল না; কিন্তু গরীবদের ইনি মা-বাপ ছিলেন। ইঁহার কাছে কার্য্য করিয়া বাটীর লোকজনে অনেক অর্থ কামাইয়া গিয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ অচলকুমারের প্রতি কসন্ত্র সনৎকুমারের অপরিসীম ভালবাসার তুলনা ছিল না।

স্বর্গীয়া বিনোদিনী

রাজেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ সিঙ্গুরের জমিদার-বংশের কলিকাতা সিমুলিয়া-নিবাসী স্বর্গীয় হরমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য মহেন্দ্রনাথ বসুর সহিত সম্পন্ন হয়। মহেন্দ্রবাবুর মত উদারচেতা মাতৃভক্ত পুরুষ অতি বিরল। ইনি বহু সওদাগরী আফিসের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। বিনোদিনী দেবীর সহিষ্ণুতার শেষ ছিল না। ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বদা নির্ভর করিয়া নীরবে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। পরের দুঃখ নিজের বক্ষে টানিয়া লইতে, সহাস্যবদনে সকলকে আপনার করিতে এই ধর্ম্মপরায়ণার মহান্ হৃদয় চিরদিনই উন্মুক্ত ছিল। ইঁহার এক পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্র নয় বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা নিত্যপ্রিয়া বাহির সিমলা-নিবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার মাধব রুদ্রের চতুর্থ পুত্র অন্নদাপ্রসাদ রুদ্রকে বিবাহ করেন। মধ্যমা কন্যা কৃষ্ণমোহিনী খিদিরপুর মনসাতলা-নিবাসী দে বংশের কাশীপতি দেকে বিবাহ করেন। তৃতীয়া কন্যা কৃষ্ণমানিনী রাজবলহাট-নিবাসী দে সরকার-বংশীয় শ্রীরামপুরের উকিল গোবিন্দপদ সরকারকে বিবাহ করেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রিয়ম্বদা হালিসহর গোলা-বাড়ীর দে সরকার-বংশের কালিদাস সরকারের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ সরকারকে বিবাহ করেন।

স্বর্গীয়া বিলাসিনী

রাজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা বিলাসিনী দেবীর বিবাহ ঝামাপুকুর-নিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঘোষ-বংশের (তদানীন্তন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান গুপী ঘোষ-বংশের) হেমচন্দ্র ঘোষের সহিত সম্পন্ন হয়। ইনি অল্প বয়সেই স্বর্গারোহণ করেন।

স্বর্গীয় অটলকুমার

বঙ্গাব্দ ১২৭৭ সনের ১০ই অগ্রহায়ণে জন্ম লাভ করিয়া ধীরে ধীরে প্রভাতোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মময় জীবনের কিরণ বাঙ্গালার চারি ধারে ছড়াইয়া গিয়াছেন। পিতার স্বর্গারোহণের পর ভ্রাতার স্নেহ-সিক্ত সৎশিক্ষার গুণে নিজের যশঃগৌরব-মণ্ডিত উন্নতির সোপানরাশি প্রস্তুত করেন। অটলকুমারের ভ্রাতৃ-ভালবাসা সনৎকুমারের চেয়ে কোন অংশ কম ছিল না। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সহোদরের স্নেহ ভুলিতে পারেন নাই। রোগ ও দুঃখের যন্ত্রণায় সাধারণতঃ লোকে ঈশ্বর বা মা কিংবা বাবা বলিয়া ডাকিয়া থাকেন কিন্তু ভ্রাতৃ-অনুগত অটলকুমার দাদাকে "দাদাবাবু" বলিয়া ডাকিয়া রোগ ও দুঃখের জ্বালা-যন্ত্রণার লাঘব করিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর কপর্দ্দকশূন্য ভিখারীর মত নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। আধুনিক পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বের মধ্যে থাকিয়াও কোন দিন পাশ্চাত্যের আবহাওয়ার অনুসরণ করেন নাই। চিরদিনই প্রাচ্যের সনাতন পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া বনিয়াদী বংশের উচ্চ মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বসিতেন সাবেকী চালে প্রস্তুত ঢালা বিছানায়, লিখিতেন বা পড়িতেন মামুলী ধরণের চৌকিতে। টেবিল-চেয়ারের ব্যবহার পছন্দ করিতেন না। লাট-প্রাসাদে, আদালতে, আফিসে, এবং অন্যান্য সভাসমিতিতে হিন্দুর গলাবন্ধ পরিচ্ছদই তাঁহার আদরের—গৌরবের সাজসজ্জা ছিল। অতি সাধারণভাবে জীবন কাটাইবার প্রবল ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় তিনি পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট মোচন করিতে, প্রজাদের পুত্রের মত পালন করিতে, প্রতিবেশীদের প্রীতি ছড়াইতে, আত্মীয়দের কল্যাণ করিতে তাঁহার অদম্য উৎসাহ-চেষ্টার অভাব ছিল না। বাটীর দরজা ধনী ও নির্ধনের জন্য সমভাবে সকাল হইতে রাত্রি

পর্য্যন্ত অবারিত—উন্মুক্ত থাকিত। শরণাপন্নকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনেক সময় আহার-নিদ্রারও সময় থাকিত না। একবার যাঁহাকে যে বাক্য তিনি দান করিতেন সেই বাক্য-পালনের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিতেন। এ যে পরোপকারিতার জাগ্রত চিত্র! কত যে দরিদ্র ছাত্র ইঁহার আশ্রয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কত যে অনাথ-অনাথা ইঁহার গুপ্তদানে উপকৃত হইয়াছেন, নয়নের অন্তরালে কতটা প্রাণ যে তিনি আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, এই প্রচারিত পৃথিবীতে সেই নীরব কর্ম্মীর অতুলন তুলনা কোথায়? আত্ম-অপরাধ নিজের চক্ষেই ধরিতে পারিতেন। ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। নিত্য আহ্নিক না করিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। পিতৃ-ভ্রাতৃ-তর্পণ, পৈতৃক পূজা-পার্ব্বণ, যথারীতি ভক্তি-সহকারে সম্পাদন করিতেন। শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজার জন্য সুন্দর কারুকার্য্যময় কাষ্ঠ-সিংহাসন ভক্তি-সহকারে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অতি নিঃস্ব ব্যক্তিও নিমন্ত্রণ করিলে আগ্রহে আনন্দে তাহার বাটীর দাওয়ায় বসিয়া আহারে তৃপ্তিলাভ করিতেন। নিজ বাটীতে দোল-দুর্গোৎসবে এবং অন্যান্য পর্ব্বে একত্র সকলের সঙ্গে আহারে আনন্দ লাভ করিতেন। আহারের কোন রূপ ইতর-বিশেষ বা পক্ষপাতিত্বের চিহ্ন চক্ষের সম্মুখে পড়িতে দিতেন না। লক্ষ্য চিরদিনই উচ্চ, প্রাণ চিরদিনই উদার ছিল। নিজের মতনই সকলকে দেখিতেন। একবার কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বিবেচনা করিতেন শত ঝঞ্ঝাবাতেও সেই কর্ত্তব্য-পালনে অটলের মতই টলিতেন না। প্রলোভন বা নেশা কোন দিন তাঁহাকে দলে লইতে পারে নাই। বহু তীর্থস্থান বহু অর্থব্যয়ে সপরিবারে বন্ধু-বান্ধব-সহ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় সেই বিরাট দেহ লইয়া সপরিবারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর

পূজার ত্রয়োদশীতে দেশ-ভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বিরামহীন কর্ম্ম-জীবনে কয়েকদিন বিশ্রামের অবসর দিত।

নিন্দাস্তুতির বাহিরে শান্ত দিব্য-দেহধারী সহাস্যময় অটলকুমার সকল প্রাণই জয় করিয়াছিলেন তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার আকর্ষণে।

ইঁহার আগরপাড়াস্থ বৃহৎ বাগানবাটী যত ক্লাবের, সভার, আফিসের, কোর্টের ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বাৎসরিক আনন্দ-সম্মিলনের প্রিয়স্থান ছিল। অবসরের দিন ইহার সংলগ্ন বৃহৎ পুষ্করিণীতে অনেক মাননীয় ব্যক্তি, সুহৃৎ ও অপরে মাছ ধরিবার জন্য আসিতেন। প্রায়ই প্রতি রবিবার দিন এই উদ্যান-বাটীতে সপরিবারে আসিয়া বন-ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন।

ইনি সঙ্গীত এবং নাটকাভিনয় বড়ই ভালবাসিতেন। ভারত-সঙ্গীত-সমাজের 'মৃণালিনী'তে মাধবাচার্য্যের ভূমিকায় উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য নাটকেও অবতীর্ণ হইয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বহুদিন যাবৎ ভারত-সঙ্গীত-সমাজের অবৈতনিক অধক্ষ ছিলেন। নিজ বাটীতে "আওয়ার ক্লাব" (Our Club) প্রতিষ্ঠা করিয়া "ফুলশর" অভিনয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠাগারে বহুবিধ নাট্য ও সঙ্গীত-পুস্তক সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষিত ছিল। তিনি একজন নিরপেক্ষ নাট্য-সমালোচক ছিলেন। অনেক নবীন নাট্যকার ইঁহার মতামত লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন।

তিনি বান হাউসের ডিরেক্টর ছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর মুচ্ছুদ্দি হন এবং এই কার্য্য বহুদিন ধরিয়া করিয়াছিলেন। ইঁহার বেনিয়ানীর সময়ই বান হাউসের সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, কখনও তাহাদের প্রতি কর্ম্মচারীর মত ব্যবহার করেন নাই। তাহাদের শত অমার্জ্জনীয় ত্রুটিও মার্জ্জনা করিয়া নিজের স্কন্ধে লইতেন। পরে পুনরায় ডিরেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন।

ভ্রাতার মৃত্যুর পর বেঙ্গল চেম্বার্স কর্তৃক প্রশংসিত সর্ব্বজনবিদিত মার্চেণ্টস্ ও ব্যাঙ্কার্স "বাসুকী ব্রাদার্সে"র তিনিই একমাত্র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই স্থানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, "বাসুকী ব্রাদার্সে"র বাসুকী নাম সেন-বংশের গোত্রের নামেই হইয়াছিল।

হাওড়া ডকিং কোম্পানীর তিনি একজন মাননীয় ডিরেক্টর ছিলেন।

আলিপুর, শিয়ালদহ, জুভিনাইল, জোড়াবাগান (উপস্থিত সেন্ট্রাল কোর্টের সহিত এক হইয়া গিয়াছে) এবং প্রেসিডেন্সী পুলিশ আদালতের প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক হাকিম ছিলেন এবং ন্যায়বিচারের জন্য উচ্চ-প্রশংসিত ছিলেন। ভারতেশ্বরের দিল্লীর দরবার উপলক্ষে তদানীন্তন বড়লাটের অনুমতিক্রমে ছোটলাট কর্তৃক এই অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের জন্য সারটিফিকেট লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের একজন স্পেশ্যাল জুরর ও প্রেসিডেন্সী জেলের একজন অবৈতনিক পরিদর্শক ছিলেন।

পানিহাটি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের কোষাধ্যক্ষ, ড্রিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর সভ্য এবং অন্যান্য অসংখ্য সভার ব্যবস্থাপক সদস্য তিনি ছিলেন।

ইংলণ্ড, আয়ারলণ্ড ও স্কটলণ্ড ফ্রি মেশনরীর একজন খ্যাতনামা উচ্চদরের ফ্রিমেশন ছিলেন। ইঁহার সততার গুণে এই সমাজের উচ্চতম অফিসাররা এত তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ইঁহার নাম—"অটল সেন"-নামে একটি লজ 'Lodge' স্থাপিত করিবার অনুমতি ইংলণ্ড হইতে আসে এবং সেই লজ আজও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ইনি ভ্রাতার নামে "সনৎ লজ" প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা আয়ারলণ্ডের অধীনে আজও তাঁহার ভ্রাতৃ-প্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইঁহার তৈলচিত্র পার্ক ষ্ট্রীট-স্থ ফ্রি মেশন হলে তদানীন্তন বাঙ্গলার লাট (এক্ষণে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া বা ভারত-সচিব) ফ্রিমেশনদের বঙ্গ-বিভাগের উচ্চতম

কর্ত্তা লর্ড রোনাল্ডসে (এক্ষণে মারকুইস অফ জেটল্যাণ্ড) কর্ত্তৃক উন্মোচিত হইয়া আজও এই শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ফ্রিমেশনের মর্য্যাদা বাঙ্গালী-চক্ষে গৌরবের প্রদীপ হইয়া জ্বলিতেছে।

তদানীন্তন ছোটলাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া তিনি মহামান্য ভারত-সম্রাটের লেভীতে উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধির লেভীতেও উপস্থিত থাকিতেন। বাঙ্গালার লাটের বাগান-পার্টিতে প্রতি বৎসর উপস্থিত থাকিতেন এবং প্রতি বৎসর বাঙ্গালার লাটের দরবারে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত থাকিতেন।

অটলবাবু প্রকৃতই সেন-বংশের গৌরবস্তম্ভ।

অটলবাবুর স্ত্রী পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বসুমল্লিক-বংশের জমিদার স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা বিভাবতী দেবী। এই গুণময়ী নারীর গুণ একমুখে প্রচার করা যায় না। স্বামীকে সত্যই দেবতার মত ভক্তিভরে নিত্য পূজা করিয়াছেন। স্বামীর সুখে দুঃখে নিজেকে সুখিনী ও দুঃখিনী করিয়া স্বামীর সত্যই সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন। তিনি আজও শিক্ষা দেন পতিই পত্নীর ধন, দৌলত, সোহাগ, সম্পদ, বন্ধু, ভগবান। স্বহস্তে নানাবিধ নূতন নূতন ভোজ্য রন্ধন করিয়া নিত্য-স্বামীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভূরি-ভোজনে সকলকে পরিতৃপ্ত করা ইঁহার আজও একটি প্রধান সখ। ইনি পরের বেদনা-লাঘবের জন্য নিজের জীবনের প্রতি দৃক্পাত করেন না। সর্ব্বদাই সকলের কার্য্যের সহায়তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখেন। আত্মীয়-স্বজনের রোগের সেবা ইঁহার দৈনন্দিন আগ্রহকর প্রিয় কার্য্য। ইঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। সপ্ত মহাতীর্থ, চতুর্ধাম এবং অন্যান্য সকল তীর্থ ইনি করিয়া আসিয়াছেন। গুরুকুলের জীর্ণ ঠাকুর-ঘর ইনি নিজ অর্থে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভক্তি-সহকারে তাঁহাদের পূজা করিতেছেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-দর্শন, গদাধরের পাদপদ্ম-পূজা, রাধাকৃষ্ণের সেবা, বাণেশ্বরের

অর্চ্চনা, তুলসীমালা জপ না করিয়া জলস্পর্শ করেন না। ভাদ্রসংক্রান্তিতে প্রজাদের ইনি মা মনসা দেবীর অন্নপ্রসাদ বিতরণ করেন। শারদীয়া ভগবতীর সোনার মুকুট ইঁহারই ইচ্ছায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইনি কঠোর সর্ব্বজয়া-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ইঁহার আচার-বিচার সত্যই শিখিবার বস্তু। ইনি বয়ন-শিল্পে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার হাতে পশমের বোনা কৃষ্ণলীলার সুন্দর আলেখ্য, শ্রীশ্রীকালীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি এবং পতির প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে তৈলচিত্র বলিয়া ভ্রম হয়। অসংখ্য দাসদাসী সত্ত্বেও সংসারের সমস্ত কার্য্য নিজ তত্ত্বাবধানে করিয়া থাকেন। অটলবাবুর মত অসীম ক্ষমতা লইয়া নানাগুণে ভূষিতা তাঁহার স্ত্রী যেন আদর্শ গৃহিণী হইবার জন্যই সেন-বংশে আসিয়াছেন। এই নারীর মাতুলালয় শোভাবাজার রাজবাটী। হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ইঁহার মাতামহ।

একমাত্র বংশধর শ্রীমান্ অচলকুমারকে রাখিয়া ৪ঠা নভেম্বর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৫৭ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রী৺ জগদ্ধাত্রীমাতার বিজয়ার দিনে অটলবাবু স্বর্গারোহণ করেন। স্থানীয় দোকানপাট তাঁহার স্মরণার্থ পরবর্ত্তী ৫ই তারিখে বন্ধ ছিল।

শ্রীযুক্ত অচলকুমার

বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সালের—ভাদ্র মাসে শনিবার বামনদ্বাদশীর দিনে শ্রীমান অচলের জন্ম হয়। সেন-বংশের সমস্ত গুণই ইঁহাতে বিদ্যমান।

জ্যেষ্ঠতাতের প্রাণের স্পন্দন, পিতার নয়নের আলো 'বাবু মা'র (জ্যেঠাই মার) স্নেহের পুতুল, গর্ভধারিণী জননীর জীবনের রত্ন, আত্মীয়-স্বজনের 'হরিদাস', বন্ধুবান্ধবের 'অচল দা' কি যে সকলের ভালবাসার পাত্র, বংশের কত যে মূল্যবান মণি তাহা ইনি নিজে না জানিলেও সকলে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন।

জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার অপরিসীম অতুলন স্নেহ ও ভালবাসার ছায়ায় নিরহঙ্কারিতার ও পরোপকারিতার শিক্ষালাভ করেন। সরলতার দিব্যমূর্ত্তি অকপটে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। আশৈশব সুখের নীড়ে লালিত-পালিত, যিনি দুঃখের কোনও চিহ্ন কোনও দিন দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ—এহেন সেই চিরসুখী দুঃখীর বেদনায় ব্যথিত হইয়া কত যে অন্তরের সহিত সাহায্য করেন, সে সব কথা সত্যই সেন-বংশের শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। শতচ্ছিন্ন মলিন বাস পরিয়াও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেন। পিতৃদান অদ্যাপি সকলকে যথা-নিয়মিতভাবে দিয়া আসিতেছেন। [illegible] নিজের দুঃখ মনে করেন। আজও পর্য্যন্ত প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া নির্দ্দিষ্ট হারের খাজনাই লইয়া আসিতেছেন। বর্দ্ধিত মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রজাদের উপর না চাপাইয়া, নিজের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া নিজেই বহন করিতেছেন। জগতের এই অভাব-অনটনের সময়ে প্রজাদের অভাব-অনটন অনুভব করিয়া দুই কিংবা ততোধিক বৎসরের বাকী খাজনা আদায়ের জন্য কোনও দিন আদালতের দ্বারস্থ হন নাই। "যাহা পার একটা রফা করিয়া একেবারে মিটাইয়া দাও" বলেন, অনেক সময় তাহার স্থানে দুই টাকা কিংবা তিন টাকা কিস্তী করিয়া দিয়া থাকেন। পৈত্রিক প্রজাদের উপর ইঁহার দয়ার সীমা নাই। ইঁহার মহৎ অন্তরের আশ্রয়ে সকল প্রজা সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। পরিচারক-পরিচারিকারা কোনও দিন ইঁহার নিকট হইতে কৃত অপরাধের জন্য কোনও রূঢ় কথা শ্রবণ করে না। কেবল শুনিয়াছে—"আর ক'রো না।" হাসিমাখা মুখে কেহ কোন দিন ক্রোধের লেশমাত্র দেখে নাই। ক্রোধজয়ী সদাহাস্যময় অচলকুমার আনন্দের একটি আলেখ্য। কোন চিন্তাই ইঁহাকে চিন্তান্বিত করে না। কি অগাধ বিশ্বাস অদৃষ্টের উপর! আত্মীয়-স্বজনের, বন্ধু-বান্ধবের ব্যাধির খবর নিত্য নিজে যাইয়া লইয়া আসেন। উদার-অন্তঃ করণে, সরলমনে সকলের আপনার হইবার

আগ্রহে চলিয়াছেন। ইনি একজন কৃষ্ণভক্ত। এই বয়সেই প্রতিদিন ভক্তিভরে মালা ও আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। গুরু-বংশের চন্দননগর-নিবাসী স্বর্গীয় নীলমণি অধিকারী ইঁহার দীক্ষাগুরু। ইনি পৈত্রিক ঝুলন, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাস, কার্ত্তিকপূজা, সরস্বতীপূজা, দোল এবং অন্যান্য পূজা যথারীতি ভক্তিসহকারে করিয়া আসিতেছেন। পূজার উৎসব ইনি অনেক বাড়াইয়া দিয়াছেন। প্রতি পূজা-পার্ব্বণে ইনি অকাতরে অর্থব্যয় করেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়ে সমস্ত প্রজাদের এবং প্রজাদের প্রজাদেরও পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে সযত্নে সকলকে সমভাবে সকল রকম আহারে পরিতুষ্ট করেন! ইহা করিতে ভোর হইয়া যায় কিন্তু তাহাতে এই পরম ভক্ত কোন ক্লেশ অনুভব না করিয়া আনন্দই অনুভব করিয়া থাকেন : গরীবদের তৃপ্তি-সহকারে খাওয়াইবার জন্য ইনি সর্ব্বদাই ব্যগ্র। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত। অল্পবয়সে এত বড় সম্পত্তির একমাত্র মালিক হইয়া সুশৃঙ্খলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা সামান্য কথা নয়। পিতার অসমাপ্ত অতি পুরাতন-ভিটা বাটীর সংস্কারের কার্য্য সুন্দরভাবে বহু অর্থ ঢালিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।

পিতৃভক্ত অচলকুমার প্রায় ৩৫০০০ হাজার টাকা খরচ করিয়া ভক্তি-সহকারে পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধ-বাসরে বহু রাজা-মহারাজা হইতে পর্ণকুটীরবাসী পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ হাজার ব্যক্তি সাদরে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পদধূলি দিয়া যথোপযুক্ত বিদায় লাভ করিয়াছিলেন। ইনি স্বর্গীয় পিতার অস্থি-সমাধি বৃন্দাবনস্থ কালাবাবুর কুঞ্জে দিয়া আসিয়াছেন। ঐখানেই অটলবাবু তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর অস্থিসমাধি দিয়াছিলেন।

গাড়ী-ঘোড়ায় বা আধুনিক মোটর গাড়ীতে ইহার সখ অত্যন্ত বেশী।

বহু অর্থ ইনি ইহাতে খরচ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর একবার কি দুইবার মোটরে দেশভ্রমণে বাহির হন। রঁাচি, হাজারিবাগ, মিহিজাম, মধুপুর, গিরিডি, পরেশনাথ পাহাড়, বৈদ্যনাথ ইত্যাদি স্থান মোটরে করিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন। মোটর চালাইতেও ইনি সিদ্ধহস্ত। দিল্লী হইতে বৃন্দাবন মোটরে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। দর্শনীয় স্থান দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ইত্যাদি এবং তীর্থস্থান বৃন্দাবন, মথুরা, জয়পুর, পুষ্কর, অযোধ্যা, বারাণসী, পুরী, ভুবনেশ্বর, হরিদ্বার ইত্যাদি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ পিতৃ-পুরুষের মত যথেষ্ট রহিয়াছে। বাল্য-কালাবধি এই বিদ্যার আরাধনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বহু সঙ্গীত-আসরে ইনি গাহিয়াছেন এবং তবলা সঙ্গত করিয়াছেন। নিজ বাটী কিংবা আগরপাড়াস্থ 'অটলকুটীরে' প্রতি রবিবারে সঙ্গীতের আলাপ করিবার জন্য খ্যাতনামা সঙ্গীত-বিশারদদের আমন্ত্রণ করেন। পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত 'আওয়ার ক্লাবে'র "ফুলশরে" মদনের ভূমিকায় এলফ্রেড থিয়েটারে ও ভারত-সঙ্গীত-সমাজ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া এবং ইউনিভার-সিটি হলে নর্দান ইনসিউরেন্স-এর সভ্যরূপে প্রতাপাদিত্যে 'গোবিন্দদাস বাবাজী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া দর্শক-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

পিতার স্থানে বান হাউসের বেনিয়ানের কার্য্য করেন এবং বাসুকী ব্রাদার্সে'র একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। হাওড়া ডকিং কোম্পানীর ডিরেক্টর হন।

ভারতেশ্বরের প্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরের লেভী ও বাগান-পার্টিতে এবং বাঙ্গালার লাটের বাগান-পার্টিতে ও দরবারে উপস্থিত থাকেন।

ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার একজন মাননীয় সভ্য এবং অন্যান্য সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক সভ্য আছেন।

ইনি মহামান্য হাইকোর্টের একজন স্পেশাল জুরর।

ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ড সনৎ ফ্রিমেশনারীর অধীন পিতৃনামীয় লজ "অটল সেন"এর এবং জ্যেষ্ঠতাত-নামীয় "সনৎ লজ"এর একজন পাষ্ট মাষ্টার। ইংলণ্ডের অধীন ডিষ্ট্রীক্ট গ্রাণ্ড লজের একজন খ্যাতনামা উপাধিধারী মাননীয় মেম্বার।

ইনি ২৪ পরগণার পানিহাটি বসু-বংশের দর্জ্জিপাড়া নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট-নিবাসী ছোট আদালতের খ্যাতনামা উকিল ৺ উদয় বসুর কনিষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা দেবরাণীকে বিবাহ করেন। এই মহিলা স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার শিষ্যার ন্যায় সেবা করিতেছেন। ঠাকুর-দেবতার প্রতি ইঁহার ভক্তি যথেষ্ট। নিত্য স্বহস্তে ভক্তিভরে প্রিয় দেবতা মহাদেবের পূজা করেন। স্বামীর মতই ইনি সঙ্গীতভক্ত এবং সুগায়িকা। ইনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। বাড়ী-ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবার জন্য ইনি নিজ হস্তে যত্ন লন। সংসারের সকল কার্য্যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে সেবিকার ন্যায় সহায়তা করিতেছেন। ইঁহার মাতুলালয় ইটালীর বিখ্যাত দে-বাটী। কালীকুমার দের পুত্র হরেন্দ্রকুমার ইঁহার মাতামহ।

অচল-বাবুর এখনও পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই।

নিম্নে ইঁহাদের বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল :—

বংশ-তালিকা

শিব সেন
|
+
|
+
|
+
|
আভরাম
|
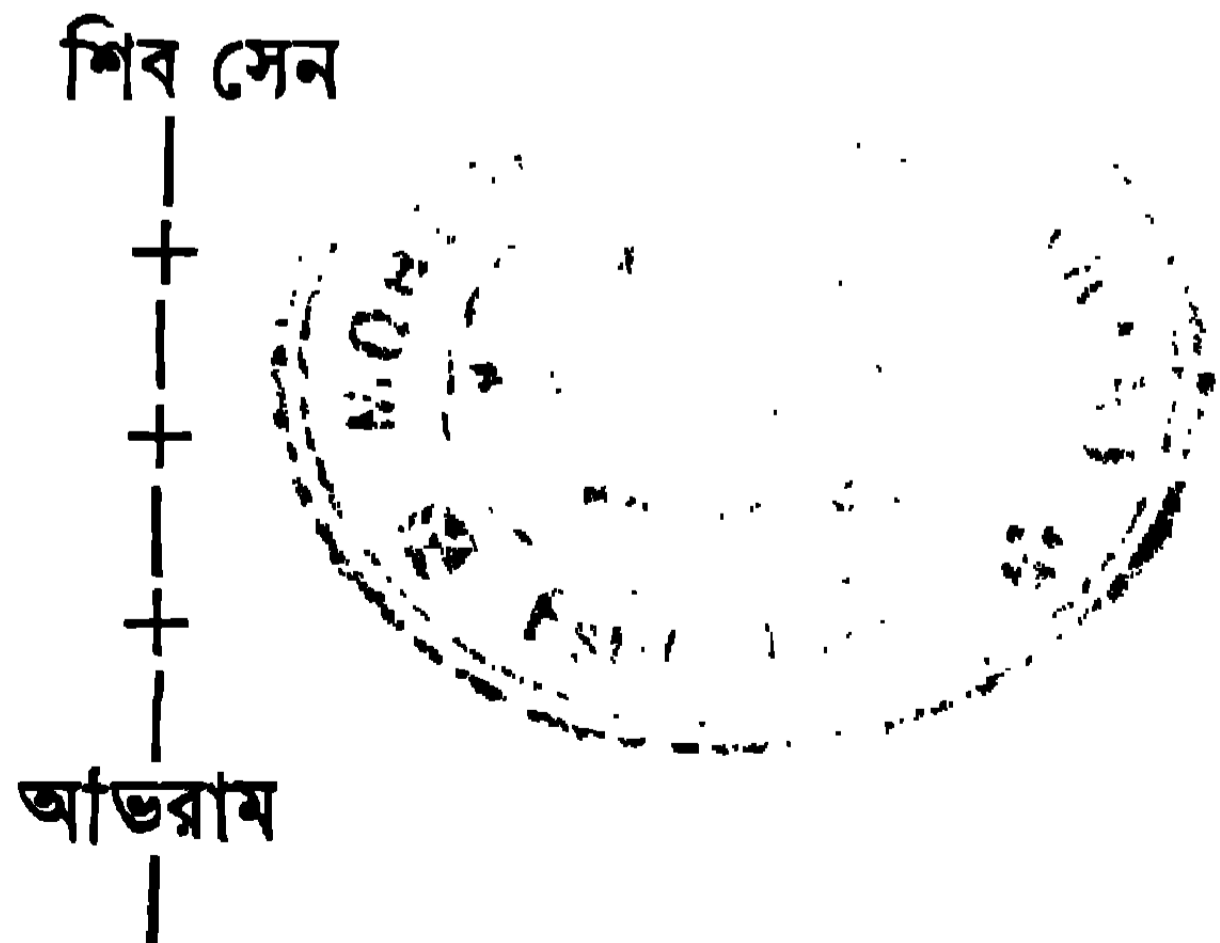
- কংসারি
  - কন্দর্প
    - জনার্দ্দন
      - উল্লাস সেন
        - মণিরাম
          - রামকিঙ্কর
          - গোপীচরণ
          - রামচরণ
          - কালীচরণ
            - হৃদয়ানন্দ
              - ০
            - পরমানন্দ
              - হরমোহন
                - রাধামোহন
                  - কাশীনাথ
                  - শম্ভুনাথ
                  - ভোলানাথ
                    - রাজেন্দ্রনাথ
                      - সনৎকুমার
                      - বিনোদিনী
                      - বিলাসিনী
                      - অটলকুমার
                        - অচলকুমার
                    - যোগাধ্যা
                  - তারকনাথ
                  - আনন্দময়ী
                - কন্যা
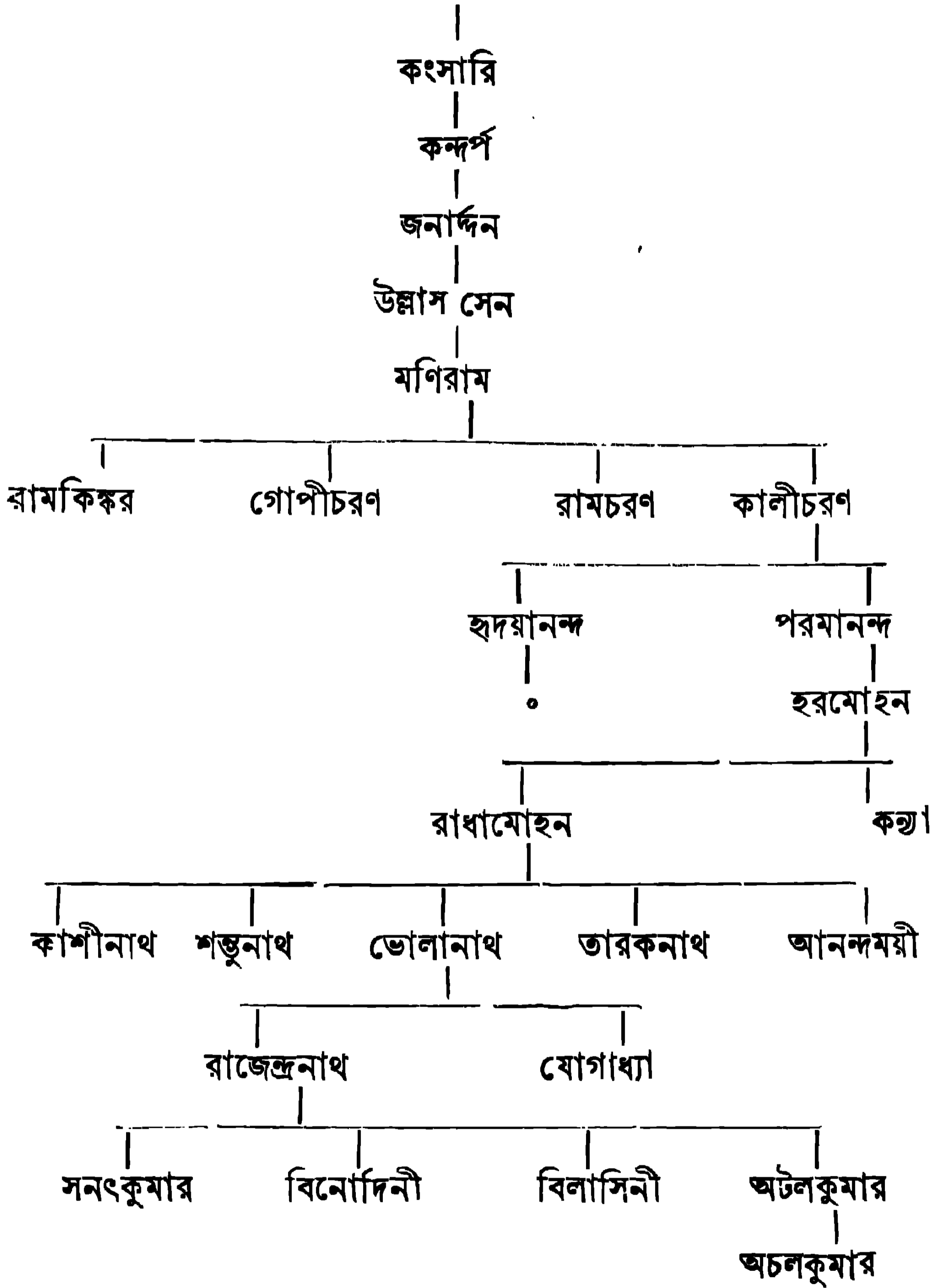
স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ

স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ

যে সকল বাঙ্গালী কর্ম্মবীর স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ অন্যতম। ইতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন ! ষ্টেভেডোরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ইনি কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং এই ব্যবসায়ে তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেন। তদানীন্তন ইউরোপীয় জাহাজ-ব্যবসায়ীগণ গিরীশচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতার জন্য তাঁহার উপর যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার ব্যবসায় ক্রমেই প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং তিনিও প্রভূত লাভবান্ হইতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন।

অতঃপর ৪নং ঘোষের লেনে তিনি বসবাসের জন্য এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই বাড়ীতে তাঁহার ৩য় পুত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় (অধুনা স্বর্গগত) জন্মগ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ঘোষের লেনের প্রায় সমস্ত বাড়ীই তিনি ক্রয় করিয়া লন। ঘোষের লেন অদ্যাবধি "শুঁড়িপাড়া" নামে প্রসিদ্ধ। শুঁড়িপাড়ার ঘোষ-পরিবার বলিতে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বংশধরগণকেই বুঝায়। তিনিই যে এই ঘোষ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে এই অঞ্চলের নাম 'ঘোষ লেন' করা হইয়াছে। এই সকল ব্যতীত গিরীশচন্দ্র কলিকাতা সহরের অন্যান্য স্থানেও কতকগুলি বাড়ী ক্রয় করেন এবং বহু অর্থব্যয়ে বেল-

গাছিয়ায় একটী বাগান-বাড়ী ক্রয় করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর-গ্রহণের পর কাশীধামে অবস্থিতি করিবেন বলিয়া তিনি বারাণসীধামে অগস্ত্য কুণ্ড অঞ্চলে একটী বাটী ক্রয় করেন।

গিরীশচন্দ্র ৩৮ বৎসর বয়সেই বিষয়-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কাশীধামে নিজ বাড়ীতে গিয়া অবসর-জীবন যাপন করিতে থাকেন। গিরীশচন্দ্রের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী বিবাহের অল্পদিন পরে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম শ্রীযুক্তা দয়াময়ী দাসী। ইনি অতিশয় ধর্ম্মশীলা ছিলেন। স্বামী কাশীধামে চলিয়া যাইবার পর ইনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হয়। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট রাখিয়া আসেন। গিরীশচন্দ্র পীড়িতা সহ-ধর্ম্মিণীকে স্বীয় সন্নিধানে পাইয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইয়া-ছিলেন। শেষে তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। এখানে অল্পদিন পরেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। কাশীধামের প্রসিদ্ধ শ্মশান—মণিকর্ণিকা ঘাটে তাঁহার শবদেহের সৎকার করা হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে গিরীশবাবু লোকান্তরিত হন; তাঁহারও মৃতদেহের সৎকার মণিকর্ণিকা শ্মশানঘাটে করা হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮১ বৎসর।

গিরীশচন্দ্রের ৭ পুত্র ও ২ কন্যা। পুত্রগণের নাম—পূর্ণচন্দ্র, চারুচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও অপূর্ব্বচন্দ্র।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গিরীশচন্দ্র যখন কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধামে চলিয়া যান সেই সময়ে ষ্টেভেডোর-ব্যবসায়ের ভার পূর্ণচন্দ্রের উপর অর্পণ করেন। পূর্ণ-চন্দ্রই এই ব্যবসায় পরিচালন করিতে থাকেন। তিনি মেসার্স দত্ত

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ

মিত্র এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মিত্রের একমাত্র পুত্র বাবু নীলকমল মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। নীলকমল মিত্র মহাশয় অপুত্রক ছিলেন। এইজন্য তাঁহার দৌহিত্রগণ তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হন। দৌহিত্রগণের নাম—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী। এই অতুলচন্দ্র ঘোষ পূর্ণবাবুর একমাত্র পুত্র। অতুলচন্দ্র এটর্ণীশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণীশ্রেণীভুক্ত হন এবং বহুকাল সাফল্যের সহিত এটর্ণীর কার্য্য করেন। অতঃপর তিনি হাই-কোর্টের এডভোকেট হন। আইন-ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতামহ ও পিতার ষ্টেভেডোরের ব্যবসায়ও পরিচালনা করেন। পূর্ণচন্দ্র চরিত্রবান, পরোপকারী এবং কর্ম্মকুশল ছিলেন। তিনি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে "পূর্ণ লজ" নামে একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। কাশীধামের মিশ্রপুরা পল্লীতে একটি বাসভবন তৈয়ারী করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে পূর্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহও মণিকর্ণিকা ঘাটের শ্মশানে সৎকার করা হয়। মৃত্যুকালে পূর্ণচন্দ্রের বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

গিরীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্রের নাম চারুচন্দ্র। তিনি একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল অব বেঙ্গলের অফিসে সহকারী ছিলেন। চারুচন্দ্র তাঁহার পিতার জীবদ্দশায়ই ১৯০২ অথবা ১৯০৩ সালে পরলোক গমন করেন। চারুচন্দ্র ইটিলির রায় বাহাদুর কালীনাথ দে মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা; জ্যেষ্ঠ—হেমচন্দ্র ও কনিষ্ঠ সতীশচন্দ্র; কন্যাটীর বিবাহ চারুচন্দ্রই দিয়া গিয়াছিলেন। চারুচন্দ্রের পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর কাশীধামে তাঁহার শ্বশুর গিরীশচন্দ্রের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন; সেখানে গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিরীশচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র প্রথমে তাঁহার শ্বশুর—কলিকাতা

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্ণী বাবু শ্যামলধন দত্তের আফিসে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি পি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। এই আদালতে পরলোকগত প্রসিদ্ধ উকীল মিঃ এফ-আর সুরিটার তিনি সমসাময়িক ছিলেন। উকীল-হিসাবে শরৎচন্দ্র মিঃ সুরিটার সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র ছোট আদালতে ওকালতি করেন; ওকালতিতে তাঁহার প্রভূত পশার হইয়াছিল এবং তিনি যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় প্লেগ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং তাহাতে আক্রান্ত হইয়াই শরৎচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের এক বৎসর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি পিতা-মাতার যেমন স্নেহভাজন ছিলেন, তেমনই পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে কর্ত্তব্য তাহা পূর্ণমাত্রায় পালন করিতেন। পিতামাতা এই পুত্রের জন্য গৌরব বোধ করিতেন। শরৎচন্দ্র নির্ম্মল-চরিত্র, অমায়িক-স্বভাব, স্বাবলম্বী, শিষ্টাচারপরায়ণ এবং তেজস্বী ছিলেন; তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার এই নিত্য-গঙ্গাস্নানের অভ্যাস ত্যাগ করেন। লোকে বলে,—এই অভ্যাস-ত্যাগের জন্যই কাল প্লেগ রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশুর বাবু শ্যামলধন দত্ত প্রচুর অর্থের অধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার দৌহিত্রগণই তাঁহার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ইহা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র স্বকৃত উপার্জ্জনের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন এবং স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থেই কলিকাতা ও মধুপুরে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের ৭ পুত্র ও ৪ কন্যা। একটী পুত্র ৮।৯ বৎসর বয়সে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মিত্রের সুকিয়া ষ্ট্রীট-স্থিত বাটীর পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

এই বালকের নাম প্রতাপ এবং সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিনয়ী ছিল; বাঁচিয়া থাকিলে ইহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎচন্দ্রের ৪র্থ কন্যার মৃত্যু হয় তাঁহার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের পরিবারবর্গ গঙ্গাতীরে ঘুষুড়ীর বাগান-বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাটীতেই কন্যাটীর জীবনান্ত ঘটে। শরৎচন্দ্র মৃত্যুকালে ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার পুত্রগণের নাম—প্রকাশ, পরেশ, প্রবোধ, প্রফুল্ল, শিরীশ ও অরুণ। তিন কন্যাকেই তিনি সুপাত্রে অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার নাম ৺ক্ষীরোদচন্দ্র বসু। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছিল জয়নগরের জমীদার স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ মিত্রের সহিত। তৃতীয় কন্যার স্বামীর নাম শ্রীযুত নরেশচন্দ্র বসু; ইনি ভবানীপুরের জমিদার স্বর্গীয় হরিচরণ বসুর একমাত্র পুত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শরৎচন্দ্রের শ্বশুর বাবু শ্যামলধন দত্ত মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন। ১৯১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি কলিকাতায় অনেক জমি ও বাড়ী, মফঃস্বলে বিস্তৃত জমিদারী ও বিস্তর নগদ টাকা রাখিয়া যান। শ্যামলধন দত্ত মহাশয় হাটখোলা দত্ত-পরিবার-ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না; কেবলমাত্র দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শ্রীযুক্তা ক্ষেত্রমণি দাসী; ইনি স্বর্গীয় রসিকলাল মিত্রের বিধবা পত্নী। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দাসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এই শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের ছয় পুত্র এবং শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র পরেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বনবিহারী ঘোষ শ্যামলধন দত্ত মহাশয়ের সমস্ত সম্পত্তির সাত সমান অংশে উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। স্বর্গীয় শ্যামলধন দত্ত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এটর্ণীর কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে

তিনি সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দাসী ১৯২৮ সালের ২০শে মে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্র ১৯৩৩ সালের ১০ই জানুয়ারী লোকান্তরিত হইয়াছেন।

শরৎবাবুর দ্বিতীয় পুত্রের নাম শ্রীযুত পরেশচন্দ্র ঘোষ। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০২ সালে গ্রাজুয়েট হন। অতঃপর ইনি ইঁহার মাতামহ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্ণী বাবু শ্যামলধন দত্তের আর্টিকেল ক্লার্ক বা এটর্ণীগিরির শিক্ষানবীশ হন। পরেশচন্দ্র ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এটর্ণীসিপের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাঁচ বৎসর আর্টিকেল ক্লার্ক থাকিবার নিয়ম; কিন্তু পরেশচন্দ্র পরীক্ষা দিয়া ৪৷৷০ বৎসরেই এটর্ণী হইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালের ২রা আগষ্ট তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী-শ্রেণীভুক্ত হন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই বাবু শ্যামলধন দত্তের আফিসের অংশীদার হন। তখন ইহার নাম হয় মেসার্স এস ডি দত্ত এণ্ড ঘোষ। এই কোম্পানী বহু বড় বড় এষ্টেটের ও বনীয়াদী পরিবারের বড় বড় মামলা পরিচালনা করিয়াছেন। শ্যামলধন দত্ত মহাশয় তাঁহার দৌহিত্র পরেশচন্দ্রের হস্তে তাঁহার এটর্ণীর কারবার অর্পণ করিয়া যান। তদবধি পরেশচন্দ্র সবিশেষ যোগ্যতা ও অসামান্য সাফল্যের সহিত এই ফার্ম্মের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। পরেশচন্দ্র চোরবাগান-মর্ম্মরপ্রাসাদের অধিকারী স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহোদয়ের দেবোত্তর সম্পত্তির আর্ব্বিট্রেটর বা সালিস ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার পর পরেশবাবু অবশেষে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বংশধরগণের এই বিবাদ আদালতের বাহিরে মীমাংসা করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরেশবাবু এই সম্পর্কে একটী

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ঘোষ

স্কীম বা পরিকল্পনা রচনা করেন; এই পরিকল্পনা-অনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির বর্ত্তমান সেবাইত কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক ও কুমার দীনেন্দ্র মল্লিক দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যহ প্রায় ১২০০ দরিদ্রনারায়ণকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অন্নদান করিয়া থাকেন। পরেশচন্দ্রের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। এই পুত্রের নাম শ্রীযুত বনবিহারী ঘোষ। ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে যথাক্রমে তাঁহার দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। কন্যাদ্বয় সুযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হইয়াছেন। ১৯১৯ সালে প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। পরেশবাবুর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম শ্রীমান্ বিকাশচন্দ্র ঘোষ। পরেশবাবুর বয়স এক্ষণে ৫৩ বৎসর।

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের ৪নং ঘোষ লেন-স্থিত বাসভবন কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক নীলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। সেই সময়ে পরেশবাবু এই বাটী নিলাম হইতে ক্রয় করিয়া লন। এদিকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের "পূর্ণ লজ" নীলাম হইয়া যায়। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্রের পৌত্র এবং বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র ঘোষ সপরিবারে পরেশবাবুর এই সদ্য-ক্রীত বাটীতে ভাড়া দিয়া থাকেন। অতুলবাবুর মাতা শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী দাসীও—যিনি স্বর্গীয় নীলকমল মিত্রের কন্যা ও স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মিত্রের ভগিনী, তাঁহার পুত্রের সহিত এই বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৮১ বৎসর বয়সে এই বর্ষীয়সী মহিলার লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর বিরাজ-মোহিনীই ঘোষ-পরিবারের অভিভাবিকা ছিলেন।

গিরীশচন্দ্রের চতুর্থ পুত্রের নাম নরেশচন্দ্র। নরেশবাবু ছোট আদালতের উকীল ছিলেন। নরেশবাবু চন্দননগরের স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসুর এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। নরেশবাবু নিঃসন্তান ছিলেন।

গিরীশ বাবুর মৃত্যুর পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি ওকালতী হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও কাশীবাসী হন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ "পূর্ণ লজ" নামক বাটীতে পরলোক গমন করেন। এখানে পূর্ণ বাবুর পুত্র অতুলচন্দ্র এবং পূর্ণবাবুর স্ত্রী তাঁহার যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। নরেশবাবু উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীকে দান করিয়া যান। নরেশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী কাশীবাস করিতেছেন। নরেশবাবুর স্ত্রী ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা। তিনি গিরীশবাবুর কাশীধামের বাটীতে একটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

গিরীশচন্দ্রের পঞ্চম পুত্রের নাম সুরেশচন্দ্র। ইনি চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সোম-বংশীয় স্বর্গগত বাবু বরদাচরণ সোমের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুরেশ বাবুর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম—নির্ম্মল, পরিমল ও সুবিমল। ইনি সপরিবারে ৫।১ নং ঘোষ লেনে বাস করিতেন। ইঁহার এক পুত্র ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে টাইফয়েড রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই যুবক প্রেসিডেন্সি কলেজের বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিল। মৃত্যুর পর তাহার শবদেহ তাহার সহপাঠীগণ কর্ত্তৃক নিমতলার শ্মশানঘাটে নীত হইয়াছিল, কারণ, তাহার মৃত্যুতে উহারা অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিল। এই পুত্রের মৃত্যুর পর সুরেশ বাবু বিষয়-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিরীশচন্দ্রের ষষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র ইমারতের কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। তিনি এই কার্য্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কণ্ট্রাক্টের কার্য্যে রমেশবাবু প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে ব্যবসায়ে তাঁহার ক্ষতি হয়। তাঁহার সম্পত্তি তিনি তাঁহার তিন পুত্রকে দিয়া যান। তিন পুত্রের নাম—গণেশ, সুশীল ও অনিল।

গিরীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অপূর্ব্ববাবু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহারও তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম— জ্যোতিষ, নীরদ ও তারক।

গিরীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত চোরবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের স্বর্গীয় লক্ষ্মী নারায়ণ দত্তের পুত্র বাবু চণ্ডীচরণ দত্তের বিবাহ হয়। চণ্ডীবাবু রেলী ব্রাদার্শের আফিসের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি পরোপকারী এবং দাতা ছিলেন। চণ্ডীবাবুর পত্নী আজও জীবিতা রহিয়াছেন। চণ্ডীবাবুর তিন পুত্র ; মধ্যম মৃত, জ্যেষ্ঠ কালীচরণ এবং কনিষ্ঠ শ্যামাচরণ। জ্যেষ্ঠটী ইমারতের কণ্ট্রাক্টর। গিরীশচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু রাজেন্দ্রনাথ দাসের বিবাহ হয়। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার পিতার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন ; সেইজন্য তিনি তাঁহার পিতার সম্পত্তির অধিকাংশের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কিছুদিন হইল, রাজেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পত্নী উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। রাজেন্দ্রবাবুর সন্তানগণ সকলেই যথেষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছেন।

কলিকাতা ঘোষ-লেনস্থ ঘোষ বংশের বংশলতা

কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত কুলীনপ্রবর কায়স্থ কুলতিলক ৺মকরন্দ ঘোষের সন্তান—আকনা সমাজপতি ৺প্রভাকর ঘোষের বংশধর—কলিকাতা ঘোষ লেনস্থ খ্যাতনামা পুরুষ ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বংশপঞ্জী।

শূলপাণি দিগম্বর জটাধর রঘুনাথ সাটু বাণেশ্বর
বলভদ্র মদন সাগর মধু
রামরাম (হুগলী পরঞ্চপুর সমাজপতি)
গোপীকান্ত
বনমালী
চৈতন্যচরণ
দুর্গাদাস
রাজারাম (দেওয়ান)
মহাদেব নন্দরাম
উদয়রাম কৃপারাম হৃদয়রাম রামপ্রসাদ আত্মারাম
কাশী রঘুনাথ
রামলোচন দর্পনারায়ণ সূর্য্যনারায়ণ
গোলক গোরা
জগ কৃষ্ণ ব্রজ
আনন্দ ভবৎ বদর রাম ঈশ্বর
রাজকৃষ্ণ রাজবল্লভ যদু দুর্গা ভবানী রাম
ক্ষেত্র লক্ষেশ্বর কার্ত্তিক
দেবেন্দ্র যোগেন্দ্র রাজেন্দ্র গিরীন্দ্র

জয়নারায়ণ রামনারায়ণ স্বরূপ নবকিশোর যুগল রাম
রাখাল
পঞ্চানন মাধব শিব গঙ্গারাম
অমূল্য
সিদ্ধেশ্বর কেদারনাথ
হরিশ প্রতাপ ঈশান
প্রসন্ন
কুঞ্জ তারক কালী নিবারণ
কাশী
বিজয় বিমল প্রভাত সুশীল বিশ্বনাথ সুধীর খোকা
রামকান্ত শ্রীকান্ত গোপীকান্ত নিধিকান্ত মধুসূদন
রামচন্দ্র রতনচন্দ্র রামরতন
বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ, রামধন মহেশ গিরীশচন্দ্র অমৃত গোপালচন্দ্র
(ঘোষলেন পতি)
রামগোপাল সিদ্ধেশ্বর উমেশ
প্রিয়নাথ স্মরথনাথ অনাথনাথ
রামপ্রসন্ন নীলপ্রসন্ন × × ×
দাসু
অমূল্য নিমাই গোবিন্দ গোপী
রবি
হারু তারা

অখিল নিখিল
খগেন ভূপেন প্রভাস হীরেন ধীরেন
রাজনারায়ণ সীতারাম
অম্বিকাচরণ
পূর্ণচন্দ্র চারুচন্দ্র শরচ্চন্দ্র নরেশচন্দ্র সুরেশচন্দ্র রমেশচন্দ্র অপূর্ব্বচন্দ্র
হেম সতীশ
গনেশ সুশীল অনিল
হিরণ সুকুমার
খোকা
অতুল
জ্যোতিষ নিরোদ তারক
প্রভাস গোকুল কৃষ্ণ বিষ্ণু
কার্ত্তিক শৈলেশ খোকা
গোরা
নির্ম্মল পরিমল সুবিমল শতদল সুকোমল
যোগেশ শৈলেশ ভবেশ দীনেশ তপন
বাবু
প্রকাশ পরেশ প্রবোধ প্রফুল্ল শিরিশ অরুণ
বিমান
বনবিহারী বিকাশ ব্রজ বঙ্কিম
রবীন্দ্র বীরেন্দ্র অমরেন্দ্র বরেন্দ্র হরেন্দ্র
বিপিন বিনোদ বিনয় মিহির রাম সমীর

হুগলী জেলার বাক্সা গ্রামের চৌধুরী বংশ

আদি বাসস্থান

হুগলী জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত বাক্সা গ্রামের চৌধুরী মহাশয়গণ সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী প্রাচীন বনীয়াদী কায়স্থ বংশ। এই বংশের আদি বাসস্থান ছিল, যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মধুখালি শেয়াখালা গ্রাম। এই গ্রামই চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ জটাধারী বিষ্ণু মহাশয়ের পৈতৃক বাসভূমি ছিল।

জটাধারী বিষ্ণু মহাশয়ের মাতা মৃতবৎসা ছিলেন। তাঁহার সন্তান হইলে সেই সন্তান রক্ষা পাইত না। এই জন্য জটাধারী যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য তাঁহার পিতা বংশানুক্রমে প্রচলিত বহু কৌলিক প্রথা ও সংস্কারাদির ব্যতিক্রম করেন। তদবধি চৌধুরী বংশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরবর্ত্তী চতুর্থ দিবসে আটকড়াই প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ কৌলিক প্রথার ব্যতিক্রম চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার মস্তকে দেবতার মানসিক জটা রাখা হইয়াছিল; এই জন্য তাঁহার নামও জটাধারী হয়।

পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ

কি কারণে বলিতে পারি না, জটাধারী বিষ্ণু মহাশয় যশোহর জিলাস্থিত তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি শেয়াখালা গ্রাম ত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শেয়াখালা গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে তিনি অধিকারী ব্রাহ্মণের সাহায্যে স্বীয় কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ রায় জীউ ও রাধারাণী বিগ্রহদ্বয়কেও সঙ্গে লইয়া আসেন। এই সময়ে হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রামে পুরন্দর

(বসু মল্লিক) খাঁ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের সহিত জটাধারী বিষ্ণু মহাশয়ের পুত্র বাণীনাথের কন্যার আত্মরসে বিবাহ হয়।

বাণীনাথের মালাধর নাম লাভ

এই বিবাহ-সভায় মালাচন্দন দ্বারা পুরন্দর খাঁকে (বসু মল্লিক) গোষ্ঠীপতিরূপে বরণ করা হয়। কিন্তু পুরন্দর খাঁ যে মালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা জটাধারী বিষ্ণু মহাশয়ের পুত্র বাণীনাথকে "এই মালা ধর" বলিয়া প্রদান করেন। তদবধি বাণীনাথের নাম মালাধর হয় এবং তিনি সেই নামেই অভিহিত ও পরিচিত হন। ঘটকগণও তাঁহাদের কারিকায় বা কুলজীতে মালাধর নামের উল্লেখ করিয়া ত্রয়োদশ (১৩) পর্য্যায় ধার্য্য করিয়া যান।

চৌধুরী উপাধি প্রাপ্তি

সেই সময়ে গৌড়ের বাদশাহের সরকারে পুরন্দর বসু মল্লিক উজীরের এবং বাণীনাথ বিষ্ণু নায়েব-উজীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহ পুরন্দর বসু মল্লিককে "খাঁ" এবং বাণীনাথকে "চৌধুরী" উপাধিতে ভূষিত করেন।

শেয়াখালা ত্যাগ ও হরিপালে বাস

এই বাণীনাথ ওরফে মালাধর চৌধুরীর প্রপৌত্র রাজারাম চৌধুরী হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রাম ত্যাগ করিয়া হরিপালে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন।

রাজারাম চৌধুরী

এই রাজারাম চৌধুরী হইতেই প্রকৃত পক্ষে চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সূচনা হয়। ইনি আরবী, ফারসী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম ইনি ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও

যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র পান নাই। কারণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময়ে ইনি বর্দ্ধমান রাজসরকারে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনের মুহুরীগিরি কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া এই কার্য্যই তিনি তখন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজারামের মোকরর হইবার পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে এক দিবস মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকার হইতে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া বর্দ্ধমানের রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া বলে, "মহারাজ! আপনার নামে এই পত্র আছে, শীঘ্রই ইহার উত্তর লইয়া যাইবার হুকুম আমার উপর দেওয়া হইয়াছে। নবাব বলিয়াছেন, উত্তর দিতে যেন একটুও বিলম্ব না হয়।" তৎক্ষণাৎ মহারাজ মুন্সীকে তলব করিলেন। মুন্সী অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনই তাঁহার হাতে পত্রখানি দেওয়া হইল; মুন্সীজী চিঠিখানি দেখিয়াই বলিলেন, "এই চিঠি আরবী ভাষায় লেখা; আমি আরবী ভাষা জানি না। মহারাজের সরকারে রাজারাম চৌধুরী নামে একজন মুহুরী আছে, সে ব্যক্তি আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত—মৌলবী বলিলেই হয়।" মহারাজের হুকুমে তখনই রাজারাম চৌধুরীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক ছুটিল। রাজসরকারের লোকেরা গিয়া দেখিল, রাজারাম বাঁকা নদীর তীরস্থিত নিজ বাসাবাটীতে রন্ধন করিতেছেন। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। রাজারাম রাজবাটীর হরকরাকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এমন অসময়ে আসিয়াছ কেন?" সে উত্তর করিল, "মহারাজ আপনাকে এখনই ডাকিয়াছেন; শীঘ্র চলুন।" রাজারাম উত্তর করিল, "আমি রন্ধন করিতেছি, আহার করিয়াই যাইব।" হরকরা মহারাজ সমীপে যাইয়া এই কথা নিবেদন করিল। তখন নবাবের পত্রবাহক বলিল, "নবাব বাহাদুরের চিঠির উত্তর অবিলম্বে দিবার হুকুম আছে, কিছুমাত্র বিলম্ব করিবেন না।" এই কথা শুনিয়া মহারাজ রাজারামকে অবিলম্বে আনিবার জন্য চারিজন হরকরাকে পাঠাইলেন। হরকরাগণ

উপস্থিত হইয়া রাজারামকে বলিল, "মহারাজ আপনাকে এখনই ডাকিতেছেন ; বলিয়া দিয়াছেন, আপনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায়ই মহারাজের নিকট উপস্থিত হইবেন, বিলম্ব না হয়। বিশেষ জরুরী কাজ আছে।"

রাজারাম আর কি করেন। ভাবিলেন—তিনি মহারাজের ভৃত্য, প্রভুর আদেশ তাঁহাকে শুনিতেই হইবে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পাত্রাদিসহ অর্দ্ধ প্রস্তুত সমস্ত অন্ন বাঁকা নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন এবং হাত-মুখ ধুইয়া সেই অবস্থাতেই মহারাজের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখনই তাঁহার হাতে নবাব-সরকারের লিখিত পত্র দেওয়া হইল। মহারাজ বলিলেন, "ইহা পড়িয়া আমাকে শুনান।" রাজারাম পত্র পাঠ করিয়া মহারাজকে শুনাইলেন ও বুঝাইয়া দিলেন। মহারাজের উত্তর তখনই রাজারাম কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইল। উত্তর একখানি খামের ভিতর আঁটিয়া নবাব-সরকারের দূতকে দেওয়া হইল।

নবাবের কর্ম্মচারী পত্র লইয়া চলিয়া যাইল। তখন রাজারাম কলম রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজকে বলিলেন, "হুজুরসে বান্দা রোক শোধ মাংতা হ্যায়।" অর্থাৎ মহারাজের কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে চাহিতেছি। মহারাজ সে প্রার্থনার কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন, "ভাল, আহার করিয়া আইস।"

দেওয়ান পদলাভ

অতঃপর রাজারাম নিজ বাসা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিতেই মহারাজ হরকরাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চৌধুরীকে কোনও রকম অপমানের কথা বলিয়াছ ?" তাহারা উত্তর করিল, "না মহারাজ! আমাদিগের ক্ষমতা কি ?" প্রথমবারে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ আপ্‌কো ইয়াদ কিয়া হ্যায়" এবং দ্বিতীয়বারে বলিয়াছিলাম, "হুজুরকো জল্‌দি ইয়াদ কিয়া হ্যায়"। ইহার অধিক আমরা আর

কোনও কথা বলি নাই।” ইহা শুনিয়া মহারাজা জনৈক আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আপনি রাজারাম চৌধুরীর নিকট যান এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট হাজির করুন।” আমলা রাজারামের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখেন তিনি খাইবার জন্য আয়োজন করিতেছেন, আমলা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া, ঠাণ্ডা করিয়া, রাজ-সকাশে আনয়ন করিলেন। মহারাজার নিকট রাজারাম উপস্থিত হইবামাত্র মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চৌধুরী তুমি কি নিজে রন্ধন করিয়া থাক?” রাজারাম উত্তর করিলেন, “মাসিক ১২৲ টাকা মাত্র বেতন পাই, স্বয়ং রন্ধন না করিয়া উপায় কি? বার টাকা বেতনের মুহুরী রসুইয়া রাখিয়া সে খাইবে কি?” মহারাজ পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, বেতন অল্প বলিয়া রাজারামকে নিজেই রসুই করিয়া খাইতে হয়। তাহার উপর অদ্য ক্ষুধার সময়ে অর্দ্ধ প্রস্তুত অন্ন ত্যাগ করিতে হওয়ায় চাকুরীর উপর চৌধুরীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এক্ষণে রাজারামের মুখে স্বল্প বেতনের কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, রাজারাম যেরূপ পণ্ডিত ও যোগ্য ব্যক্তি, তাহাতে মুহুরীর কার্য্য তাহার যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র নহে। তাই রাজারামের কথা শুনিয়া মহারাজা বলিলেন, “তোমার রোকশোধ না-মঞ্জুর। অদ্য হইতে তুমি এই রাজ-সরকারের দেওয়ান হইলে, তোমার বেতন হইল, মাসিক ১০০০৲ এক হাজার টাকা।” ইহা শুনিয়া মহারাজের আদেশে চোপদার, চৌপালা (চতুর্দ্দোলা—ইহা পাল্কীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত), বেলদার অর্থাৎ রেশালা লোক ও মোশালচি প্রভৃতির যথাযোগ্য রূপ ব্যবস্থা হইল।

বাক্সা গ্রামে বসবাস স্থাপন

দেওয়ান পদ লাভ করিবার পরও রাজারাম হরিপাল গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। তথায় বিখ্যাত ‘হাটদীঘি’ নামক পুষ্করিণী খনন

করাইয়া ও বিস্তর ভূসম্পত্তি করিয়া তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, গুরুশিষ্যে এক গ্রামে বাস করা উচিত নহে। এইজন্য তিনি প্রথমে আরও পশ্চিমাঞ্চলে যাইয়া বসবাস স্থাপনের জন্য অম্বিকা-কাল্‌নায় বসতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বাক্‌সা-নিবাসী প্রভুরাম মিত্র নামক বৰ্দ্ধমান-রাজসরকারের জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাকে বলেন,—"আমার নিবাস বাক্‌সা গ্রামে; এই গ্রাম গঙ্গার পশ্চিমতীর হইতে ৪ ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত।" রাজারাম তাঁহার কথা শুনিয়া বাক্‌সা গ্রামেই বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বৰ্দ্ধমান-রাজসরকার হইতে ভদ্রাসনের জন্য ৭২ বায়াত্তর বিঘা এবং তিন দেউড়ীর চৌকী পাহারার জন্য ৭৫ পঁচাত্তর বিঘা সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া বাক্‌সা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

রাজারামের পুত্রগণও বৰ্দ্ধমান-রাজসরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। বৰ্দ্ধমানের নিকট মোহনপুর গ্রামে তাঁহাদের বাসাবাটী ছিল। অদ্যাপি ঐ বাসাবাটীর জমি চৌধুরী মহাশয়দিগের অধিকারে আছে। রাজারাম তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দ রায় জীউর সেবার জন্য চক গোবিন্দ নামক নিষ্কর দেবোত্তর মহল দিয়া গিয়াছেন; উহার আয় হইতে এখনও পর্য্যন্ত রীতিমত দেবসেবা এবং দোল, দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পুণ্যাহ কার্য্য হইতেছে।

হরিপালের ভূসম্পত্তি বেদখল ও পুনরুদ্ধার

রাজারাম চৌধুরীর মৃত্যুর দুই পুরুষ পরে হরিপালের ভূসম্পত্তি হরিপাল-নিবাসী ভুবনমোহন রায় বেদখল করিয়াছিল। রাজারামের বংশধর কাশীরামের পৌত্র রূপনারায়ণ চৌধুরী এই ভূসম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য হরিপালে গমন করেন এবং তথাকার অধিবাসী রক্ষিতদিগের

বাটীতে বাসা করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। বাসা-বাটী ঘেরাই করিবার জন্য তালপাতার প্রয়োজন হইলে রক্ষিতেরা পরামর্শ দেন,—"হাটদিঘীর পাড়ে আপনাদের তালগাছ আছে, ঐ তালপাতা কাটাইয়া আনুন।" রূপনারায়ণ তালপাতা কাটাইবার জন্য তথায় যাইলে ভুবন মোহন রায় পাতা কাটিতে দেয় নাই। তখন তিনি বাসায় ফিরিয়া আসেন ও রক্ষিতদিগকে এই ব্যাপার বলেন। রক্ষিতদিগের তৎকালীন কর্ত্তা মথুরামোহন রক্ষিত কহিলেন,—"তোমার পৈতৃক মনিব বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাণী বিষণকুমারী। তিনি তিন চারি দিবসের মধ্যে মোকাম অম্বিকা-কাল্‌নায় গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন। তুমি সেই সময়ে সেইখানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষের কাহিণী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া একখানি দরখাস্ত করিবে। তাহা হইলে তোমার বেদখল সম্পত্তি পুনরুদ্ধার হইবার সম্ভাবনা।"

অতঃপর মথুরামোহন রক্ষিতের উপদেশ অনুসারে রূপনারায়ণ চৌধুরী রাজদর্শনোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অম্বিকা কালনা-স্থিত রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শুনিলেন,—মহারাণী পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকাল বেলা সাতটা আটটার সময়ে মহারাণী মহোদয়া পাল্কী করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রূপনারায়ণ চৌধুরী পাল্কীর নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন ও মুখে সকল কথা সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিবার প্রার্থনা করিলেন। মহারাণী দাসীর দ্বারা বলাইলেন,—"এই দরখাস্ত আমার দাসীর নিকট জিম্মা করিয়া দাও। আমি যখন স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া বাসা-বাটীতে যাইয়া কাছারি করিব, তখন তোমার এই দরখাস্তের শুনানি হইয়া হুকুম হইবে।"

যথাসময়ে মহারাণী কাছারীতে চিকের অন্তরালে আসিয়া বসিলেন রূপনারায়ণ চৌধুরীর দরখাস্তও তখন দাখিল করা হইল। আমলা

চিকের বাহির হইতে দরখাস্তখানি পড়িয়া মহারাণীকে শুনাইলেন। মহারাণী হুকুম দিলেন,—"আমার বহুকালের পৈতৃক কর্ম্মচারী বংশের ভূসম্পত্তি সকল ছোট দেউড়ির দেওয়ান ভুবনমোহন রায় প্রতারণা করিয়া বেদখল করিয়াছে; অতএব ৬০০ ছয় শত বেলদার ঢেলেং পেয়াদা (হাতীয়ারধারী লোক) রূপনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে যাইবে এবং যে ব্যক্তি ইহাকে দখল দিতে আপত্তি করিবে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সরকারে হাজির করিবে।"

সেই সময়ে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। তখন এই অঞ্চলের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার বর্দ্ধমানের মহারাজার উপর ন্যস্ত ছিল। মহারাণীর আদেশ অনুযায়ী রূপনারায়ণ হরিপালে গিয়া রক্ষিতদিগকে সঙ্গে লইয়া হাটদীঘি প্রভৃতি সমস্ত ভূসম্পত্তি দখল করিলেন, কেহ আপত্তি করিতে সাহসী হইল না। অতঃপর রূপনারায়ণ অম্বিকা-কালনায় হাজির হইয়া সমস্ত বিবরণ মহারাণীকে জ্ঞাপন করিলে তিনি হুকুম দিলেন, "আমি কল্য বর্দ্ধমানে যাইব, তুমি তথায় হাজির থাকিবে।"

বর্দ্ধমান রাজসরকারে নূতন পদলাভ

মহারাণী মহোদয়ার আদেশ মত রূপনারায়ণ চৌধুরী বর্দ্ধমান রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া মহারাণীর সম্মুখে হাজির হইলেন। তখন মহারাণী দাসী দ্বারা বলাইলেন, "তোমাকে ইজারায় বাকী খাজনা আদায়ের জন্য কর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল। "তোমার কাছারি, দেওয়ান, দপ্তর ও কারকুণ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, দপ্তরের অধীন নহে।" ইহা শুনিয়া রূপনারায়ণ নিবেদন করিলেন, "বাকী আদায় সম্বন্ধে আমার চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি হইবে না; তবে একটী বিষয়ে মহারাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা

করিতেছি, বাকী খাজনা আদায় সম্বন্ধে আমি যাহা বন্দোবস্ত করিব, আপনি তাহা বহাল রাখিবেন।” মহারাণী এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

রূপনারায়ণ এই পদ গ্রহণ করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত কর্ত্তব্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অতিশয় যত্নপূর্ব্বক বাকী খাজনার ফর্দ্দ পরীক্ষা এবং তদনুসারে খাজনা আদায় করিতে লাগিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, হরিপালের ভুবনমোহন রায়ের বিস্তর খাজনা বাকী পড়িয়াছে। তিনি তখনই বেলদার পাঠাইয়া ভুবন রায়কে তলব করিলেন। কিন্তু ভুবন রায় হাজির হইলেন না। তখন রূপনারায়ণ হুকুম দিলেন, উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজির কর। ভুবন রায় নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু মহারাণী বলিলেন, “আমি অঙ্গীকার করিয়াছি যে, ইজারার বাকী খাজনা আদায়ের জন্য চৌধুরী যাহা করিবে, তাহার অন্যথা করিব না।” এই কথা শুনিয়া ভুবন রায় আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন এবং ইজারার বাকী খাজনা সমস্তই অবিলম্বে আদায় দিলেন।

বর্দ্ধমানের দেওয়ানি প্রাপ্তি

ইজারার বাকী খাজনা রূপনারায়ণের বুদ্ধি কৌশলে ও সততায় প্রায় সমস্তই আদায় হইল। ইহাতে মহারাণী তাঁহার যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে রূপনারায়ণ চৌধুরীর নাম লিখিত বন্দোবস্তীর দলিল পত্র দপ্তরে এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া প্রকাশ।

বর্গী দমন

রূপনারায়ণ চৌধুরী যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই পরাক্রমশালী, নির্ভীক

ও সাহসী ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে একবার মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সপরিবারে রূপনারায়ণ চৌধুরীর বাক্সার বাটী দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে মহারাজের আদেশে তিনি মণ্ডলহাট পরগণার অন্তর্গত খেপুত গ্রামের নিকট মহানানার গড়ে বর্গীর প্রধান সর্দ্দার দয়া আঁড়িয়ার মস্তক ছেদন করেন। তদবধি বর্গীর হাঙ্গামা ও লুঠতরাজ একরূপ রহিত হইয়া যায়। মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে জাল করিবার মামলা আনিয়াছিলেন, সেই মামলায় রূপনারায়ণ চৌধুরী নন্দকুমারের পক্ষের সাক্ষী ছিলেন। ইহাতে হেষ্টিংস বলিয়াছিলেন, "রূপনারায়ণ চৌধুরী আমার শত্রু।"

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া Waren Hastings বিলাতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার সম্বন্ধে House of Lordsএরসমক্ষে দীর্ঘ ৭ বৎসর ধরিয়া বিচার হয়, তাহাতে তৎকালিক House of Commonsএর খ্যাতনামা Edmund Burke মহোদয় এবং অন্যান্য সভ্যেরা উক্ত হেষ্টিংস সাহেবের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের অভিযোগ করেন। Burkeএর Impeachment of Waren Hastings নামক বিখ্যাত পুস্তকে রূপনারায়ণের উল্লেখ আছে এবং তিনি রূপনারায়ণকে "Astute Rupnarain" বলিয়া গিয়াছেন।

রাণী ভবানীর জমির বন্দোবস্তকরণ

এক সময়ে রাণী ভবানী রূপনারায়ণ চৌধুরীকে বলেন, "আমার জমীদারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিলে আমি তোমাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব।" রূপনারায়ণ তাঁহার জমীদারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিদায় লইবার জন্য রাণীর নিকট উপস্থিত হন। তখন রাণী বলেন, "আমার বিস্তর টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, অতএব তুমি ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লও।" ইহাতে রূপনারায়ণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং টাকা না লইয়াই চলিয়া গেলেন।

রূপনারায়ণের সদনুষ্ঠান

তিনি স্বগ্রামে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি পুষ্করিণী খনন ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুষ্করিণী "চৌধুরী পুকুর" নামে খ্যাত। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি বহু অন্নহীন লোককে অন্নদান করিয়াছিলেন। তিনি বহু স্থানে দেবসেবার জন্য ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। লোকহিতকর কার্য্যে তিনি সতত মুক্তহস্ত ছিলেন।

রূপনারায়ণ চৌধুরী দুষ্টের শাসক এবং শিষ্টের পোষক ছিলেন। দুষ্ট লোকের শাসনের জন্য তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে তুড়ুম ছিল।

রূপনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর চৌধুরীও দানশীল, পরোপকারী এবং সৎগুণশালী ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ আনন্দচন্দ্র, দ্বিতীয় গৌরচন্দ্র, তৃতীয় শম্ভুচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ভৈরবচন্দ্র।

শম্ভুচন্দ্রেরও চারি পুত্র—দেবনাথ, হরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র ও বেচারাম। শম্ভুচন্দ্রও পরোপকারী ছিলেন এবং গ্রামবাসীর যাহাতে মঙ্গল হয়, তেমন কার্য্য করিতেন। গ্রামবাসীদের বিবাদ-বিসম্বাদ ও মামলা-মোকদ্দমা তিনি আপোষে মিটাইয়া দিতেন।

হরিশচন্দ্র মেসার্স ইউইং এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন।

রামচন্দ্র শালখিয়া লবণ গোলার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

বেচারাম বাবু ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—যোগেন্দ্র, রাজেন্দ্র, মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র। যোগেন্দ্র বাবু এলাহাবাদ হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট ছিলেন। যোগেন্দ্রের পুত্রের নাম শরৎচন্দ্র; ইনি এলাহাবাদ ল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। ইঁহার পুত্রের নাম রবীন্দ্র; রবীন্দ্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রবীন্দ্র শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি-আই-ইর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবুর দুই পুত্র। প্রথম পান্নালাল আশৈশব পঙ্গু। শৈলেন্দ্রনাথ এলা-হাবাদে Accountant General অফিসে কর্ম্ম করেন। উপেন্দ্র বাবুর

সাত পুত্র—জ্যেষ্ঠ সুশীল, ব্যারিষ্টার ; ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মর্য়াল সায়েন্সে ট্রাইপাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং তথাকার এম-এ, এল-এল-বি। অধুনা রিপণ ল কলেজের প্রিন্সিপাল।

রামচন্দ্রের এক পুত্র ; তাঁহার নাম শ্যামাপদ। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটী গ্রামনিবাসী উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্যামাপদ বাবুর দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ—প্রবোধচন্দ্র, কনিষ্ঠ—প্রভাতচন্দ্র।

প্রবোধ বাবুর দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ—শচীন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ—সত্যেন্দ্রনাথ।

শচীন্দ্র ১৮ বৎসর বয়সে আই-এ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিলে গভর্ণমেণ্ট স্কলারসিপ পাইয়া বিলাতে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটীতে ভর্ত্তি হন। পরে ঐ ইউনিভার্সিটীর মরেল সায়েন্স ট্রাইপাস (B. A. Hons.) ও ল ট্রাইপস (L.L B.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করিতেছেন। বি, এ উপাধি প্রাপ্তির দুই বৎসর পরে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটীর এম, এ উপাধিও লাভ করেন। ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার-সচিব স্যর বি,এল মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার বিবাহের সভায় স্বয়ং বড়লাট ও গভর্ণর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ পিতার সহকারীরূপে কর্ম্ম করিতেছেন।

প্রবোধ বাবুর একমাত্র কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় ডাক্তার জগবন্ধু বসুর পৌত্র শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসুর সহিত। দুঃখের বিষয়, এই কন্যাটী এক্ষণে পরলোকগতা।

প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বড়ালের নিকট এটর্ণীগিরি শিক্ষার জন্য শিক্ষানবীশ ছিলেন। অতঃপর তাঁহার মাতুল সুরেশচন্দ্র মিত্রের হঠাৎ মৃত্যুর পর আইনের পদত্যাগ করিয়া তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত

ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ প্রডিউস ব্রোকার ও কমিশন এজেণ্ট মেসার্স দত্ত মিত্র এণ্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। দশ বৎসরকাল দত্ত মিত্র কোংর অংশীদাররূপে কার্য্য করিয়া তিনি ও তাঁহার আত্মীয় মিঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, মিত্র চৌধুরী কোং নামক বেনিয়ানের আফিস প্রতিষ্ঠা করেন, পরে কার্য্য বৃদ্ধি ও প্রসার বিধায়ে দুইজনে পৃথক কারবার করিতে বাধ্য হন। প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভাতচন্দ্র ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চৌধুরী কোং নামে মেসার্স সা ওয়ালেস কোংর বেনিয়ানের কার্য্য আরম্ভ করেন ও এতাবৎ সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইনি ভূতপূর্ব্ব বড়লাট বাহাদুরের তোষাখানার দেওয়ান রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

প্রভাতচন্দ্র প্রসিদ্ধ জেলা ও দায়রা জজ ভগবতীচরণ মিত্র মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। প্রভাতচন্দ্রের সাত পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম—গোপেন্দ্র, লোকেন্দ্র, রমেন্দ্র, সোমেন্দ্র, রথীন্দ্র, রণেন্দ্র ও ঋতেন্দ্র। গোপেন্দ্র পিতার সহকারীরূপে কর্ম্ম করিতেছেন। লোকেন্দ্র উক্ত সা ওয়ালেস কোম্পানীর ক্যাসিয়ার বা কোষাধ্যক্ষ। গোপেন্দ্র দ্বার-বঙ্গের প্রসিদ্ধ উকীল প্রিয়নাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। লোকেন্দ্র মুঙ্গের প্রবাসী সুবিখ্যাত এডভোকেট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু এম এ, বিএল মহাশয়ের চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করেন।

প্রভাতচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিবার পর তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, পরে পিতার আদেশানুযায়ী পাঠ বন্ধ করিয়া ব্ল্যাকউড কোংর কোষাধ্যক্ষরূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পরে ১৯১১।১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জেষ্ঠাগ্রজ প্রবোধচন্দ্রের সহিত একযোগে মেসার্স সা ওয়ালেস কোংর বেনিয়ানের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

বংশ-তালিকা

জটাধারী বিষ্ণু

১৩ বাণীনাথ বিষ্ণু
ওরফে
মালাধর বিষ্ণু চৌধুরী

১৪ জগদানন্দ চৌধুরী

১৫ গৌরীকান্ত চৌধুরী

১৬ রাজারাম — ১৬ কাশীরাম

১৬ কাশীরাম → ১৭ দয়ারাম, ১৭ রামনারায়ণ, ১৭ লক্ষ্মীনারায়ণ

১৭ দয়ারাম → ১৮ প্রতাপ নারায়ণ, ১৮ রূপনারায়ণ, ১৮ নরনারায়ণ, ১৮ রামশঙ্কর

১৮ রামশঙ্কর → ১৯ আনন্দচন্দ্র, ১৯ গৌরচন্দ্র, ১৯ শম্ভূচন্দ্র, ১৯ ভৈরবচন্দ্র

১৯ শম্ভূচন্দ্র → ২০ দেবনাথ, ২০ হরিশ্চন্দ্র, ২০ রামচন্দ্র, ২০ বেচারাম

২০ রামচন্দ্র → ২১ শ্যামাপদ

২১ শ্যামাপদ → ২২ প্রবোধচন্দ্র, ২২ প্রভাতচন্দ্র

২২ প্রবোধচন্দ্র ২২ প্রভাতচন্দ্র

শচীন্দ্র সত্যেন্দ্র

গোপেন্দ্র লোকেন্দ্র রমেন্দ্র সোমেন্দ্র রথীন্দ্র রণেন্দ্র ব্রতীন্দ্র

যোগেন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্র

পান্নালাল শৈলেন্দ্র

রবীন্দ্র

৺সুবোধ সুশীলচন্দ্র সুধীর সুরেশ সুবোল সুধাংশু সুরৎ সুনাল সুহৃৎ সুন্দর

ডাঃ কমলাকান্ত হাজারী এম্-বি।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আলিবেগ নামক এক ব্যক্তিকে হুগলীর ফৌজদার পদে নিয়োজিত করিয়া পাঠাইলে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমওশান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ফৌজদার জেয়াদিন সহজে কার্য্য ত্যাগ না করিয়া ওলন্দাজ ও ফরাসী নাবিকগণের সহায়তায় বিদ্রোহী হন। এই ঘটনায় নবাব আলিবেগের সাহায্যার্থ দীপরাম মিশ্র নামে জনৈক সেনানীকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। ছলপূর্ব্বক সন্ধির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া একদল গোলন্দাজ সেন দ্বারা ইঁহাকে হত্যা করার কথা বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত আছে।

দীপরামের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নির্ভয়রাম অন্নবস্ত্রের জন্য নবাবের আশ্রয়প্রার্থী হন। ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে যে, মুর্শিদকুলি খাঁ ধর্ম্ম-বিশ্বাসাপেক্ষা প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিক গৌরব করিতেন। এই জন্য তাঁহার শাসনকালে প্রতিভাশালী ও কার্য্যকুশল হিন্দুদিগের রাজপদ প্রাপ্তির পক্ষে কোনরূপ বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হইত না। পিতৃহীন নির্ভয়রামের বয়সোচিত সৌন্দর্য্য ও বীরোচিত বীর্য্য দর্শন করিয়া নবাব তাঁহাকে সৈন্য শ্রেণীতে গ্রহণ করেন। এই বালক ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে এক হাজার সেনার অধ্যক্ষ হইয়া "হাজারী" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বেরার প্রদেশের নাজিম ও দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন, সেই সময় তিনি নির্ভয়রামের প্রার্থনা মতে তাঁহার বাসস্থান বর্ত্তমান বারাকপুর মধ্যে "এক ঘোড়ার দৌড়" পরিমিত (অন্যূন পাঁচ শত বিঘা) ভূমি প্রদান করেন। এই ভূমিখণ্ড আজিও "হাজারীবেড়" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নির্ভয়রাম সামটার হাজারী বংশের আদিপুরুষ। তাঁহার বংশ তালিকা যথাস্থানে প্রদত্ত হইল।

যে সময়ে নির্ভয়রাম নবাব প্রদত্ত উপাধি ও ভূম্যাদি প্রাপ্ত হইয়া হাজারীবেড়ে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে কয়েক ঘর কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ সপরিবারে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম দেবকী-নন্দন তেওয়ারী। দেবকীনন্দনের একটী সুলক্ষণা কন্যা ছিল, তাঁহার নাম বিশালা। নির্ভয়রাম মাতৃ আদেশে এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। চাণকে গঙ্গাতীরে বিশালাদেবী স্থাপিত বিশালাক্ষীর মন্দির এখনও বর্ত্ত-মান আছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাব্দ ১৬৮০ শকাব্দ (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে নির্ভয়রামের মৃত্যু হয়।

নির্ভয়রামের তিন পুত্র ; লক্ষ্মীরাম, ভবানীরাম ও রঘুরাম। ভবানী-রামের পুত্র হরিরাম সর্ব্বপ্রথম যশোহর সমাজের সহিত বৈবাহিক সূত্রে মিলিত হন। তাঁহার সহিত তেওলবেড়িয়ার প্রনারায়ণ বা প্রাণনারায়ণ প্রধানের কনিষ্ঠা কন্যা রাজেশ্বরীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে প্রাণ-নারায়ণ জামাতাকে ১০০০৲ এক হাজার টাকা "তিলক" প্রদান করিয়া-ছিলেন। বঙ্গের কনৌজিয়া সমাজে এখনও তিলক দান প্রথা প্রচলিত আছে। কোন কোন বংশে ইহা "পাকা দেখায়" পরিণত হইয়াছে।

নির্ভয়রামের মধ্যম পুত্র ভবানীরাম ও কনিষ্ঠ পুত্র রঘুরামের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীরামের বংশধরেরা যশোহর জেলার অন্তর্গত সামটা গ্রামে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে আবাস নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসতি করিতেছেন।

লক্ষ্মীরামের পৌত্র সীতারাম যশোহর সমাজের শুঁটিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় বংশের কন্যা দুর্গামণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্র চন্দ্রকুমার এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। সন ১২৩৪ সালের ৫ই ভাদ্র তারিখে তিনি চাণকে (বোবা কছর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় মিশন স্কুলে আরম্ভ হইয়াছিল। তথা হইতে জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, এমন সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা ভগবান হাজারী কৃত ঋণের দায়ে বাসভবন সহ "হাজারীবেড়" বিক্রীত হয়। সহায়হীন, সম্পত্তিশূন্য, অনন্যোপায় বালক চন্দ্রকুমার মাতৃদেবী সমভিব্যাহারে শুঁটীয়ায় আগমন করেন। তথায় তিনি সামটার বীরেশ্বর প্রধানের সহিত পরিচিত হয়েন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর। এই বালকের পরিচয় ও বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া বীরেশ্বর তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত চন্দ্রকুমারের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১২৪৯ সালে বীরেশ্বরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার শ্যালক পাঁচপোতা নিবাসী নবীনচন্দ্র চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ চৌধুরী বীরেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকুমার বীরেশ্বরের জামাতা হইয়া অসাধারণ বিষয় বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চন্দ্রকুমার গীতবাদ্যবিশারদ ছিলেন। তৎকালে সমগ্র বঙ্গদেশে কোন ব্যক্তিই তাঁহার ন্যায় মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ) বাজাইতে পারিতেন না। এই জন্য কলিকাতা, চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানা স্থানে তিনি পরিচিত ছিলেন।

চন্দ্রকুমার সুন্দররূপে ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের ফলে, তিনি দেব-মানব যিশুখৃষ্টকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি বিবিধ সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। চন্দ্রকুমার দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। বাল্য-বিবাহ নিবারণে ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন,

তিনি দীনের দুঃখ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বহুবার নিজ খাদ্য ও গাত্র বস্ত্র ভিখারীকে দিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন। অজাতশত্রু চন্দ্রকুমার সন ১৩০০ সালের ১৮ই ভাদ্র তারিখে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমাকান্ত হাজারী ১২৭৯ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন স্কুল, কলেজে অধ্যয়ন না করিয়াও স্বীয় শক্তি ও প্রতিভাবলে প্রচুর জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি "আমাদের কথা", "বিষাদ-কাহিনী" (কবিতা পুস্তক), "মুরলা" (নাটক), "বঙ্গ জাগরণ", "নব্য জাপান" প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া দেশের সর্ব্বত্রই পরিচিত হইয়াছেন। উমাকান্ত বাবু পরিণত বয়সে "বৈদিক গবেষণা" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্র সম্বন্ধে গবেষণা পূর্ণ এইরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। সৃষ্টির বিবরণ, মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতি, পৌরাণিক দশাবতার, অগ্নির আবিষ্কার, গ্রহের নামকরণ, যিশুর ভারতাগমন, খৃষ্টধর্ম্মে বৌদ্ধ প্রভাব প্রভৃতি বহু গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বাঙ্গালার অধিকাংশ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রশংসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রন্থকারকে "বিদ্যার্ণব" উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। এখানে মানপত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপৈশ্বর্য্যৈ নমঃ।

যশোহর জিলান্তর্গত সামটা গ্রাম বাস্তব্য শ্রীউমাকান্ত হাজারী কৃত "বৈদিক গবেষণা"ভিধান গ্রন্থমাসাদ্য বহুশঃ স্থানং পর্য্যালোচ্য প্রাচ্য প্রতীচ্য মনীষিমণ্ডলস্য মতনিবহং সঙ্কলয্য স্বাভিমতপক্ষসংসাধনে গ্রন্থ-

কারস্য নিপুণতামনেক গ্রন্থাধ্যয়নে ধৈর্য্যশীলতাঞ্চ পরীক্ষ্য নবদ্বীপনিবাসি-ভিরস্মাভিরস্মৈ "বিদ্যার্ণব" ইত্যুপাধিঃ প্রদীয়তে।

স্বাক্ষর ;—

শ্রীত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ।

সহঃ সম্পাদক,

বঙ্গ বিবুধ জননী সভা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ সহ সভাপতি, বঙ্গ বিবুধ জননী সভা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ, শ্রীরামকণ্ঠ তর্কতীর্থ, শ্রীমনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পঞ্চতীর্থ, শ্রীআশুতোষ সিদ্ধান্ত, শ্রীগোপেন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন, শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামী বেদান্ততীর্থ, শ্রীকমলাকান্ত স্মৃতিতীর্থ, শ্রীশিতিকণ্ঠ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ, শ্রীশ্যামাচরণ বিদ্যার্ণব।

তাং ১৬।৮।৪২

নবদ্বীপ।

ফলতঃ "বৈদিক গবেষণা" পাঠ করিলে গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অনন্য সাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিশ্ববিখ্যাত লেখক কারলাইলের "Attandance at College no longer justifies a claim to education." অর্থাৎ "কলেজে পড়িলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না" এই মহাবাণী স্মৃতিপথে উপনীত হয়।

উমাকান্ত বাবু পরিণত বয়সে সস্ত্রীক ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরে (সন ১৩৪২ সালে) দুর্গম ও কঠোর তীর্থ কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ পরিক্রমণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রমণ ব্যপদেশে ব্রহ্মদেশ, পিনাঙ, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানেও গমন করিয়াছেন।

সন ১৩০০ সালের আষাঢ় মাসে গোগাগ্রাম নিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা চারুশীলা দেবীর সহিত উমাকান্ত বাবু উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সরল হৃদয়া, ধর্ম্মপ্রাণা মহীয়সী মহিলা হাজারী বংশের বধূরূপে সর্ব্বত্রই সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই তিনি দেশে যাইয়া যথাসাধ্য দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিয়া থাকেন।

উমাকান্ত বাবুর বহু ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী ত্রিলোক মোহিনী দেবী জীবিতা আছেন। তাঁহার অন্যতম ভগিনী শৈলবালা দেবীর একমাত্র পুত্র শক্তিপ্রসাদ রায় চন্দনপুর গয়ড়া (খুলনা) গ্রামে বাস করিতেছেন। উমাকান্ত বাবুর এক পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান আছেন। পুত্র কমলাকান্তের সহিত সন ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শশীপ্রভা দেবীর বিবাহ হইয়াছে। প্রথমা কন্যা কনকরাণীর সামটা নিবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র প্রধানের সহিত, দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীর গোগা নিবাসী সন্তোষকুমার চৌধুরীর সহিত ও কনিষ্ঠা কন্যা ক্যাতায়ণীর চন্দনপুর নিবাসী ডাক্তার কমলপ্রসন্ন রায়ের সহিত পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

উমাকান্ত বাবুর একমাত্র পুত্র স্বনামধন্য চক্ষু চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত হাজারী মহাশয় ১৩০৭ সালের ২৩শে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা জন্মভূমি সামটা গ্রামের মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। দশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে প্রবেশ করেন। তথা হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে প্রবেশ করেন ও কৃতীত্বের সহিত আই, এস্ সি, (I.Sc.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিনি ছাত্র জীবনে বহু সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। তিনি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাকালে কলেজের প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ এম, বি (M. B.) পরীক্ষায় কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে অস্ত্র চিকিৎসায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ম্যাক্লিয়ড সুবর্ণ পদক (Macleod Gold Medal) ও কলেজে প্রথম হওয়ায় সর্ব্বাধিকারী সুবর্ণ পদক (Suresh Chandra Sarbadhikari Gold Medal) প্রাপ্ত হন।

এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের চক্ষু চিকিৎসা বিভাগের হাউস সার্জ্জন (House Surgeon) ও পরে রেজিষ্ট্রার (Registrar) পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সরকারী চাকুরী অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসায়ের বিশেষ পক্ষপাতী বিধায় অকারণে সময় নষ্ট না করিয়া ৫১ নং বিডন রো বাটী ভাড়া লইয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হন। অল্পকাল মধ্যে চক্ষু চিকিৎসায় তাঁহার যোগ্যতা ও সুনাম দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। উপরোক্ত ভাড়া বাটীতে রোগীগণের ও পরিবারবর্গের স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় তিনি বিপুল অর্থ ব্যয়ে ১১ নং বিডন ষ্ট্রীটে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন ও রোগীগণের থাকিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁহার চক্ষু চিকিৎসালয়ের সুনাম প্রচারিত হওয়ায় ও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় এবং উক্ত বাটীতেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি রোগীদিগের সুখ ও সুবিধার জন্য চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে একটী বিরাট ত্রিতল বাটী ক্রয় করিয়া তথায় আই হস্পিটাল (Eye Hospital) করিয়াছেন। এখানে চক্ষু চিকিৎসার সর্ব্বপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থা ও রোগীগণের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, এই আই হস্পিটাল (Eye Hospital) সরকারী হাসপাতাল অপেক্ষা হীন নয়। এই হাসপাতালে থাকিয়া বহু ধনবান ব্যক্তিরাও চক্ষু চিকিৎসা করাইতেছেন। পক্ষান্তরে দরিদ্র রোগীদিগের প্রতি কমলাকান্ত বাবুর বিশেষ অনুগ্রহ দেখা যায়। কলিকাতা সহরে এইরূপ প্রাইভেট হাঁসপাতাল (Private Hospital) সম্পূর্ণ

নূতন। এই হাঁসপাতালে স্বপাকভোজী, ব্রাহ্মণের বিধবা ও গোঁড়া হিন্দু, যাঁহারা পরপক্ক বা স্পর্শিত আহার্য্য গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের জন্য পৃথক পাকশালা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। এখানে সরকারী হাঁসপাতালের কঠিন বিধি নিষেধ নাই। রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত যে কোন সময় রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করা যায়। প্রয়োজন মত রোগীর সহিত অবস্থান করাও যায়। এক কথায় সর্ব্ববিধ সুবিধাজনক এরূপ হাসপাতাল আমরা এই প্রথম দেখিলাম। একজন রোগীকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম, তিনি নিজ বাটীর মতই আছেন, কোনই অসুবিধা নাই।

ডাক্তার কমলাকান্ত অষ্টাঙ্গ মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক অধ্যাপক (Professor)। তাঁহার শ্বশুর মনোমোহন বাবুর মৃত্যুর পর তিনিই এখন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অন্যতম কর্ত্তা।

কমলাকান্ত বাবুর আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান বাসস্থান ও জমিদারী টেংরা গ্রামে বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি তথায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার ব্যবস্থাও করিতেছেন। পিতামাতার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও সমস্ত আত্মীয়স্বজনের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। বহু আত্মীয়-স্বজন সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে সমাদরে অবস্থান করিয়া থাকেন। এইরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও আত্মপরে সমদৃষ্টি আজকালকার দিনে প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার পিতৃভক্তি সম্বন্ধে "বৈদিক গবেষণা" আলোচনা প্রসঙ্গে "অবতার" পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক মহাশয় লিখিয়া-ছেন, "এই পুস্তক প্রকাশের অন্তরালে ভক্তিমান পুত্রের যে পিতৃভক্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহা সত্য সত্যই আজিকার যুগে বিরল। পুত্র পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা

আপনি প্রকাশ করেন নাই কেন? পিতা বলেন, দরিদ্রের ইচ্ছা মনের ভিতর উঠিয়া তখনই লয় প্রাপ্ত হয়। পুত্রের মনে পিতার এই আক্ষেপের কথা শেলের মত বিঁধিয়াছিল। পুত্র শ্রীমান্ কমলাকান্ত হাজারী এক্ষণে কলিকাতার অন্যতম কৃতী চক্ষু চিকিৎসক। তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছেন, এইবার পিতৃ মনোরথ পূর্ণ করিয়া পরমার্থ লাভের পথ উন্মুক্ত করিলেন।"

বাঙ্গালায় একটী প্রবচন আছে যে, "শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।" এই প্রবচনটী কমলাকান্ত বাবুর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে। বাল্যকালে পল্লীগ্রামে থাকাকালে, সমবয়স্ক কোন বালকই দৌড়ান, মৎস্য শিকার, বৃক্ষারোহণ প্রভৃতি ও বালকোচিত অন্যান্য ক্রীড়ায় তাঁহার সমকক্ষ হইত না। তাঁহাদের পল্লীভবনে নিত্য সতরঞ্চ (দাবা), অক্ষ (পাশা) প্রভৃতি ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইত। ক্রীড়ামোদীগণ যখন ক্রীড়ায় ব্যস্ত, সে সময় বালক কমলাকান্ত তাঁহাদের ক্রীড়া পর্য্যা-লোচনা করিতেন। এইরূপে সপ্তম বৎসর বয়সেই তিনি এই সকল জটিল ক্রীড়া সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার ক্রীড়ায় বহু বৃদ্ধ ধীর মস্তিষ্ক ক্রীড়কও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেন। ইনি অতি অল্প বয়স হইতেই নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত ও ব্যবসায় করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় ইনি "কমলা কোল ডিপো" নাম দিয়া নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে একটী কয়লার দোকান খুলেন। এই সময় তিনি পিতাকে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করিতেন। পরে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নকালে পাঠের অসুবিধা হওয়ায় উক্ত দোকান উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। তিনি চির কালই কর্ম্মে নিরলস। এই নিরলসতাই তাঁহার প্রতি কার্য্যে সাফল্যের কারণ। এই জন্যই স্কটিসচার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক ও প্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণেতা অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রমথনাথ নন্দী, প্রসিদ্ধ অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যা-পারদর্শী

ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে চিরজীবন অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বহুলোকে আজ ইঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অন্নসংস্থান করিতেছেন। বিশেষ দরিদ্র রোগীকে তিনি বিনাব্যয়ে পরীক্ষা করেন ও ব্যবস্থা দেন।

কমলাকান্ত বাবুর এক্ষণে তিন পুত্র ও এক কন্যা; জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাকান্ত হেয়ার স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ও কন্যা ছায়া সুনীতি শিক্ষালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছে। অপর দুই পুত্র শ্যামাকান্ত ও শচীকান্ত এক্ষণে শিশু এবং বাটীতেই শিক্ষা লাভ করিতেছে।

ডাঃ কমলাকান্ত হাজারীর বংশতরু
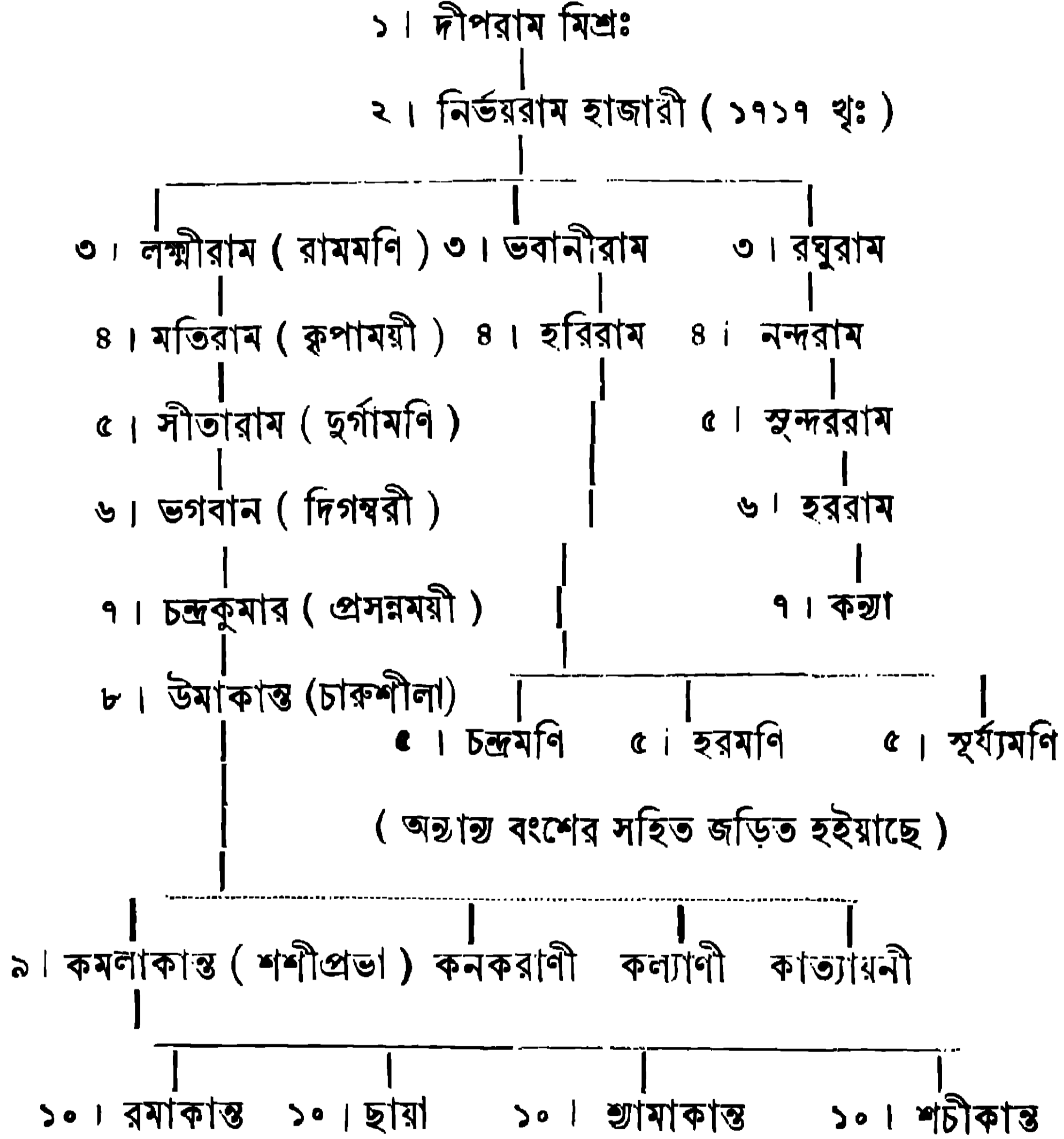
স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(নদীয়া জেলার গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের সংক্ষিপ্ত জীবনী)

৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সন ১৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর খড়দহমেলসম্ভূত ব্রাহ্মণ ছিলেন ও সেই সময়ের প্রথামত মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। তাঁহার মাতুলদিগের বাসস্থান কৃষ্ণনগর হইতে ৮ মাইল দূরে ভালুকা গ্রামে ছিল। রামচন্দ্র তথায় বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। বাল্যকালেই তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতির আভাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে শুভঙ্করীর সমস্ত পাঠ্য বিষয় সকল সমাপ্ত করিয়াছিলেন। শৈশবাবস্থায় ব্যায়ামাদি ও নানাবিধ ক্রীড়ায় তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ছিল ও সকল ছেলেদের মধ্যে তিনি নেতা ছিলেন। পাঠশালার পড়া শেষ হইলে পর তাঁহার মাতুলেরা তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তাঁহার মাতুলেরা তৎকালে কৃষ্ণনগর আদালতে মোক্তারী কাজ করিতেন ও তাঁহাদিগের বিশেষ সম্মান, খ্যাতি ও অর্থ ছিল। কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর রামচন্দ্র শিক্ষকগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। নিজ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে রামচন্দ্র কলেজে বিশেষ প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হয়েন ও মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। ইহার পর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পাঠ করিতে যান, কিন্তু এই সময়ে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে তিনি

এণ্ট্রান্স ও এফ এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন ও উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িবার সময় তিনি ক্রিকেট খেলায় বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। তজ্জন্য তৎকালীন কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ লজ (Mr. Lodge) সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। Lodge সাহেবের উদ্যোগে হুগলী কলেজের ছাত্রদের সহিত কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের ক্রিকেট খেলার ম্যাচ (Match) হয়। রামচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজের Captain ছিলেন। এই Match খেলায় রামচন্দ্রের উত্তম bowlingএর জন্য জয় লাভ হয়। তৎকালে হুগলীর Barrack buildingএ এক দল গোরা সৈন্য ছিল। তাহারা কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদিগকে Match খেলার জন্য আহ্বান করে। রামচন্দ্র তখন Captain ছিলেন ও Challenge গ্রহণ করাতে উভয় দলের খেলা হয় এবং রামচন্দ্রের ভাল Bowlingএর জন্য কৃষ্ণনগর কলেজের জয় লাভ হয়।

বাল্যকাল হইতে তিনি সকল বিষয়ে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতেও অনেক কার্য্যে তাঁহাকে ঐরূপ নেতৃত্ব করিতে হইয়াছিল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি Teachership পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫০৲ টাকার একটী চাকরী পান। কিন্তু তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক Lodge সাহেব তাঁহাকে ঐ চাকরী লইতে নিষেধ করেন ও আইন পরীক্ষা সমাপ্ত করিতে উপদেশ দেন। গুরুর উপদেশ মত তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতী আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে যাঁহারা কৃষ্ণনগরে ওকালতী করিতেন, তাঁহারা ইংরাজী জানিতেন না। রামচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু ৺মৃত্যুঞ্জয় রায় উভয়ে একত্রে ওকালতী আরম্ভ করেন। রামচন্দ্রের মাতুলদিগের সাহায্যে অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার পদ, পশার, যশ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইল ও

৩।৪ বৎসর মধ্যে জেলার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনী জমিদারগণের তিনি Retained Legal Adviser হইয়াছিলেন। তৎকালীন জেলার জজ Rivers Thompson তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন ও তিনি উকীলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। এই সময়ে তিনি কৃষ্ণনগর মহারাজার, রাণাঘাট পালচৌধুরী বাবুদের ও অনেক নীল কুঠীয়াল জমিদারগণের কাজ পাইতে লাগিলেন ও তাঁহার অর্থ সমাগম প্রচুররূপে হইতে লাগিল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নদীয়া জেলার গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিরূপ দক্ষতার সহিত তিনি ঐ সব কাজ করিয়াছিলেন, তৎকালীন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীবৃন্দ ও পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার যোগ্যতা বিষয়ে তাঁহাকে কিরূপ বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নিম্নলিখিত দুই একটী পত্র হইতে জানা যাইবে।

Sir Rivers Thomson's letters to Ram Chandra :—

Belvedere March 28th, 87.

I had wished to introduce you to Sir Stuart Bayley but it is doubtful whether you can come down here on the 31st. I send you therefore this letter of introduction to say that I have known you since the days when I was Civil and Sessions Judge of Nadia and that you have since I left that Station been appointed the Government Pleader of that District. You have always borne such a high character for good work and probity that no word of mine is needed as a testimonial in that respect."

Mr. C, C. Stevens' letter :—

August 1st. 1878.

Babu Ram Chandra Mukherjee has been Government Pleader throughout the eight years during which I have had charge of the District of Nadia. Any District Officer is to be congratulated who has the good fortune to have a legal adviser and assistant so zealous, so capable and so honest as he has invariably shown himself. I have thrown on him much of the labour which developes usually on a Deputy Collector but he has always very cheerfully done what has been required of him. Of all my subordinates, there is not one to whom I owe more gratitude, a person, whom I part with more regret.

তিনি যে কেবল ওকালতী কাজে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি সাধারণের কাজেও বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর দুইবার চেয়ারম্যান, নদীয়া জেলা বোর্ডের দুইবার ভাইস চেয়ারম্যান, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ও আরও অনেক জনহিতকর কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি ঐ সকল কাজের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন ও তৎকালীন গেজেটে তাঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় :—

The name of Babu Ram Chandra Mukherjee, Zeminder and Government Pleader is also specially mentioned as having distinguished himself throughout the year by a

zealous discharge of his duties as a Zeminder, as Chairman of the Krishnagar Municipality, as Vice-Chairman of the District Board and in numerous other Public functions.

তিনি একজন Orthodox হিন্দু ছিলেন ও সমস্ত পূজাদি নিজ গ্রামে মহাসমারোহের সহিত করিতেন। তাঁহার প্রধান গুণ ছিল, দয়া। তাঁহার কৃষ্ণনগরের বাসাবাটী একটী হোটেলস্বরূপ ছিল। অনেক অনাথ বালকদিগকে তিনি আশ্রয় দিতেন ও তাহারা তাঁহার পোষ্যবর্গের স্বরূপ ছিল। তাঁহার বাসায় থাকিয়া তাহারা স্থানীয় স্কুল, কলেজে পড়িত। অনেকে এখন বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া খ্যাতি, মান ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের গৃহে আশ্রয় না হইলে তাঁহারা সংসারে কিছুই করিতে পারিতেন না।

তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল, পরোপকার করা ও ঐ জন্য জেলার মধ্যে তিনি সকলের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে পর কৃষ্ণনগরের যাবতীয় আদালত বন্ধ হয় ও তাঁহাকে শেষ দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীর ময়দানে একটী জনসমুদ্রের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎকালীন জেলার জজ সাহেব শোক জানাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় সাহেব সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি দিয়াছিলেন ঃ—

KRISHNAGAR.

February 26th 1892.

Let me convey to you and your family my sentiments of regret at the loss of your father who was the Senior Member of the bar pleading before this Court and I believe the senior Government Pleader—Bengal. I have known

him now for 3½ Years as Public Prosecutor in the discharge of the duties of which Office he displayed great tact and ability.

তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—পরোপকার, দয়া ও সৌজন্য। এখন পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরবাসিগণ তাঁহার নাম হইলে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে, টাউন হলে ও মিউনিসিপাল অফিসে তাঁহার ছবি রাখিয়া কৃষ্ণনগরবাসীগণ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রায় সাহেব সতীশচন্দ্র। কনিষ্ঠ ক্ষিতীশচন্দ্র। রায় সাহেব সতীশচন্দ্র Inspector of Registration, ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রমেশচন্দ্র। ক্ষিতীশ বাবু কৃষ্ণনগরের এডভোকেট, হিন্দু-সভার সম্পাদক ও স্থানীয় বিবিধ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার পুত্রের নাম—সুনীল।

(সমাপ্ত)

(সপ্তদশ খণ্ড যন্ত্রস্থ)